উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ

বিশ্রামে মেসি! ১৪

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

| | শিলিগুড়ি | জলপাইগুড়ি | কোচবিহার | আলিপুরদুয়ার |
|---|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ | ৩৩° | ৩৩° | ৩৩° | ৩৩° |
| সর্বনিম্ন | ২৬° | ২৬° | ২৬° | ২৫° |

ফিরছে ‘ব্র্যান্ড বেঙ্গল’, দাবি বিজেপি’র ৩

আমেরিকায় আপাতত আসছেন না নেইমার ১৩

শিলিগুড়ি ১২ আষাঢ় ১৪৩৩ শনিবার ৫.০০ টাকা 27 June 2026 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 40

## সব হারানোর কান্না

*কোথায় প্রিয়জন, কোথায় ঘরসংসার! কান্না যেন দলা পাকিয়ে আসছে তরুণীর। ভেনেজুয়েলার লা গুয়াইরাতে।*

# অগ্নিপরীক্ষা

## শীর্ষে ওঠার লড়াই রোনাল্ডোর

**মায়ামি, ২৬ জুন :** অ্যাটলান্টিকের পাড়ে মায়ামির বাতাসে এখন আক্ষরিক অর্থেই বারুদের গন্ধ। একদিকে পারদ চড়তে থাকা ভ্যাপসা গরম, আর অন্যদিকে হার্ড রক স্টেডিয়ামে আছড়ে পড়তে চলা কলম্বিয়ান সমর্থকদের হলুদ জার্সির এক প্রবল জলোচ্ছ্বাস! বিশ্বকাপের শুরু থেকেই লিওনেল মেসি, কিলিয়ান এমবাপে, নেইমার জুনিয়ার এবং ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোরা নিজেদের জাদুতে গোটা বিশ্বকে মাতিয়ে রেখেছেন। কিন্তু মহাতারকাদের এই মহাকাব্যিক ঠোকাঠুকির মাঝেই কিছু দেশ কারও ওপর অতি নির্ভরশীল না হয়েও নিঃশব্দে নিজেদের কাজটা করে চলেছে। লাতিন আমেরিকার দেশ কলম্বিয়া ঠিক তেমনই এক নিঃশব্দ ঘাতক, যারা টানা দুই জয়ে ছয় পয়েন্ট নিয়ে ইতিমধ্যেই নকআউটে পা রেখেছে। শনিবারের এই সন্ধেতেই প্রথমবার আন্তর্জাতিক মঞ্চে একে অপরের মুখোমুখি হচ্ছে পর্তুগাল ও কলম্বিয়া। কালোবাজারে টিকিটের দাম ২২০০ ডলার ছাড়িয়ে যাওয়ার এই উন্মাদনার কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছেন একচল্লিশ বছরের রোনাল্ডো। যাঁর শিরদাঁড়া বেয়ে এখনও জয়ের অদম্য জেদ আর অসম্ভব এক ক্ষুধা প্রতি মুহূর্তে খেলা করে।

বড় টুর্নামেন্টে টানা দশটি ম্যাচের গোলখরা কাটিয়ে উজবেকিস্তানের বিরুদ্ধে তাঁর সেই জোড়া গোল যেন এক মৃতপ্রায় আগ্নেয়গিরির নতুন করে জেগে ওঠা। মজার ব্যাপার হল, ওই ম্যাচে উজবেকিস্তানের যে দুই তরুণ ডিফেন্ডার তাঁকে আটকানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন, সেই রুস্তামজন আসুরামাতভ ও দোস্তনবেক খামাদভ ২০০৯ সালে শিশু বয়সে রোনাল্ডোর সঙ্গে ছবি তুলেছিলেন। এক দশকেরও বেশি সময় পর সেই শৈশবের নায়কের গতি আর স্কিলের কাছেই মাঠে তাঁদের চরম আত্মসমর্পণ করতে হল। রবার্তো মার্টিনেজের দলের সবচেয়ে বড় শক্তিই এখন তাঁদের অধিনায়কের এই আগুনে ফর্ম আর ড্রেসিংরুমের ফিরে পাওয়া আত্মবিশ্বাস। ডিআর কঙ্গোর বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে খেই হারালেও এখন পর্তুগাল শিবির স্বপ্নের উড়ান খুঁজছে। উইং দিয়ে জোয়াও ক্যান্সেলোর ওভারল্যাপ করে রোনাল্ডোকে নিখুঁত ক্রস বাড়ানো বা নুনো মেন্ডেজের বিষাক্ত ফ্রি কিক দলের আক্রমণভাগকে আরও ভয়ংকর করে তুলেছে। ফ্লোরিডায় ঘাঁটি গাড়ায় এখানকার আর্দ্র পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পর্তুগালের কোনও অসুবিধাই হয়নি।

*এরপর দশের পাতায়*

সাদা চোখে সাদা কথায়

## বিরোধী দল রেখে গিলে ফেলা হচ্ছে বিরোধিতাকে

**গৌতম সরকার**

নাম নিশান মিট জায়গা...! হিন্দিতে ফিল্মি ডায়ালগের মতো শোনায়। বাস্তবের মাটিতে হাড়-হিম করা হুমকি! ধনে-প্রাণে শেষ করা তো বটেই, কার্যত অস্তিত্বহীন করে দেওয়ার বার্তা। প্রতিপক্ষের পাশাপাশি ইচ্ছাপূরণের পথে বাধাকে গুঁড়িয়ে দেওয়া ‘নাম নিশান মিট জায়গা’ হুমকির উদ্দেশ্য। তাতে নিয়মকানুন উলটে গেলে পরোয়া নেই! গণতন্ত্রের কবর খোঁড়া হলে হবে! কথায় আছে- প্রেমে আর যুদ্ধে অন্যায় বলে কিছু নেই। প্রেম না হোক, একরকম যুদ্ধ তো বটেই।

যে যুদ্ধে সবসময় গুলি-বারুদ, বন্দুক, কামান, ক্ষেপণাস্ত্র থাকে না। বুলডোজার থাকতে পারে। আর থাকে হাড়ে কাঁপন ধরানোর হুমকি। অবশ্য সবসময় সোচ্চারে নয়! প্রকাশ্যেও নয়! অথচ যে হুমকিতে বাঘা বাঘা লোক কাত হয়ে যান। শাসকদল ভেঙে ছত্রখান হয়ে যায়। বিরোধীদের নাম নিশানা পিষে যায়। বিরোধীদের নাম নিশানায় মিটিয়ে দেওয়ার অভিযান এখন সারা ভারতজুড়ে।

*এরপর দশের পাতায়*

# দুর্নীতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেই

## বিদ্যুৎ দপ্তরে ফের সক্রিয় হচ্ছে সিন্ডিকেট

**শুভঙ্কর চক্রবর্তী**

কেন্দ্রীয় সরকারের তদন্ত রিপোর্টে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি ধরা পড়লেও এখনও পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপই হয়নি। কারণ, দুর্নীতি ইস্যুতে বিদ্যুৎ দপ্তরে ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হওয়ার দশা। দপ্তরে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে দুর্নীতির নানা কেচ্ছা। নীচুতলা থেকে শীর্ষ স্তর পর্যন্ত বহু আধিকারিক প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন। ফলে বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার লোক মিলছে না। একজনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করলে তিনি অন্যজনের দুর্নীতি নিয়ে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিতে পারেন সেই আশঙ্কাতেই রয়েছেন বহু আধিকারিক। আবার সিন্ডিকেটের একাংশ ইতিমধ্যেই বিভিন্ন স্তরের বিজেপি নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছে। ‘কিছুদিনের মধ্যেই সব ম্যানেজ হয়ে যাবে’- দপ্তরের ভেতরে এই বার্তা পৌঁছে দিতে মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে তারা। তবে দুর্নীতি ধরা পড়ার পরও পদক্ষেপ না হওয়ায় ক্ষোভে ফুঁসছেন দপ্তরের স্বচ্ছ ভাবমূর্তির কর্মী, আধিকারিকরা।

সূত্রের খবর, দুর্নীতি নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে বিদ্যুৎ দপ্তরের ভেতরে। দুর্নীতিগ্রস্ত আধিকারিকদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ চাইছেন শীর্ষকর্তাদের কয়েকজন। প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে তালিকা তৈরি করে দুর্নীতিতে জড়িতদের বদলির প্রস্তাবও জমা হয়েছে চেয়ারম্যানের কাছে। তবে অজানা কারণে সেই প্রস্তাব কার্যকর হয়নি। দুর্নীতি নিয়ে যে বা যাঁরা মুখ খুলছেন তাঁদের নানাভাবে কোণঠাসা করে দেওয়া হচ্ছে। দপ্তরের লাগামহীন নানা দুর্নীতি নিয়ে সম্প্রতি নিজের ফেসবুকে ধারাবাহিকভাবে লিখেছিলেন দপ্তরের অ্যাডিশনাল জেনারেল ম্যানেজার (কর্পোরেট কমিউনিকেশন) শান্তনু সরস্বতী। তারপরই শান্তনুর বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ দেন দপ্তরের চেয়ারম্যান ও এমডি শান্তনু বসু। তিন সদস্যের তদন্ত কমিটিও তৈরি করা হয়। সামাজিক মাধ্যমে লেখার ভিত্তিতে পদক্ষেপ হলেও কেন্দ্রীয় সরকারের রিপোর্টের ভিত্তিতে কেন পদক্ষেপ হচ্ছে না তার কোনও উত্তর মেলেনি। চেয়ারম্যানকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তাঁর ফোন বন্ধ ছিল। তদন্ত কমিটির সদস্যরাও ওই বিষয়ে কোনও কথা বলতে চাননি।

‘ভয় আউট, ভরসা ইন’- এই স্লোগান দিয়েই রাজ্যে ক্ষমতা দখল করেছে বিজেপি। পরিবর্তনের পর দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতির কথা বারবার বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী থেকে মন্ত্রীসভার অন্য সদস্যরা। তারপরও অরূপ বিশ্বাসের আমলে বিদ্যুৎ দপ্তরের পুকুরচুরি নিয়ে বহু অভিযোগ উঠলেও রাজ্য সরকারের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও তদন্ত তো শুরু হয়ইনি,

*এরপর দশের পাতায়*

- নীচুতলা থেকে শীর্ষ স্তর পর্যন্ত বহু আধিকারিক প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন
- সিন্ডিকেটের একাংশ ইতিমধ্যেই বিভিন্ন স্তরের বিজেপি নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছে
- দুর্নীতি ধরা পড়লেও পদক্ষেপ না হওয়ায় ক্ষোভে ফুঁসছেন দপ্তরের স্বচ্ছ ভাবমূর্তির কর্মী, আধিকারিকরা

# মনকষাকষি পদ্মে

## আইসি-কে কড়া ধমক মন্ত্রীর

**প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস ও নীতেশ বর্মন**

**শিলিগুড়ি, ২৬ জুন :** ‘আমাকে যেন দ্বিতীয়বার আসতে না হয়, আমি যদি দ্বিতীয়বার আসি তাহলে সেটা আপনাদের পক্ষে ভালো হবে না। আমি বলে গেলাম।’

বক্তা রাজ্যের পরিষদীয় ও পর্যটনমন্ত্রী। শ্রোতা ভক্তিনগর থানার আইসি। শুক্রবার আশিঘর ফাঁড়ি চত্বরে দাঁড়িয়ে পুলিশকর্তাকে হুঁশিয়ারি দিলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। ডাবগ্রাম-১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য বাড়ছে, অথচ পুলিশ নিষ্ক্রিয়। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন এলাকার মানুষ অভিযোগ জানানোর পরও প্রশাসন নীরব। ডাবগ্রাম-২ এলাকায় মন্ত্রী শংকর ঘোষ শুক্রবার পা রাখতেই তাঁর সামনে ক্ষোভ উগরে দিলেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভার বিজেপি কর্মীরা। মন্ত্রীর সঙ্গে থাকা পদ্ম নেতৃত্বও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। এরপর শংকরকে ওই কথাগুলো বলেন।

*এরপর দশের পাতায়*

## ভাঙা রাস্তায় শংকর, গেলেন না শিখা

**শমিদীপ দত্ত ও প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস**

**শিলিগুড়ি, ২৬ জুন :** ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ের মনে এখন অভিমানের পুরু স্তর। তা কখন লঘু হবে কারও জানা নেই।

শিখার বিধানসভা এলাকার নরেশ মোড় থেকে ফাড়াবাড়ি যাওয়ার বেহাল রাস্তা নিয়ে পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষকে ‘ডেডিকেট’ করে স্থানীয় এক মহিলা সম্প্রতি গান বেঁধেছিলেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই গান ভাইরাল হতেই শংকর শুক্রবার সংশ্লিষ্ট রাস্তাটি পরিদর্শনে যান। তবে সেই কর্মসূচিতে তাঁর সঙ্গী হিসেবে স্থানীয় বিধায়ক শিখা উপস্থিত না থাকায় রাজনৈতিক মহলে জোর গুঞ্জন শুরু হয়। পর্যটনমন্ত্রীর বক্তব্য গুঞ্জন আরও বাড়িয়ে দেয়, ‘শিখাদির সঙ্গে কথা বলেছিলাম। ওঁকে এখানে আসতেও বলেছিলাম। তবে জনপ্রতিনিধিদের অনেক কাজ থাকে। উনি নিশ্চয়ই কোনও কাজে ব্যস্ত ছিলেন।’ অন্যদিকে অভিমানের সুরে শিখার বক্তব্য, ‘এটা আমার বিধানসভা। এলাকার সমস্ত সমস্যার কথা জানি। অন্য কাজ ছিল, তাই যাইনি। ওরা শংকরকে ডেকেছে। তাই শংকরই যাক।’

দুই জনপ্রতিনিধির এই মনকষাকষি ফুলবাড়ির ভবসুন্দর কলোনিতে কার্যত দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। সম্প্রতি এখানে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে একই পরিবারের মা ও ছেলের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় এদিন দুপুরে ওই শোকসন্তপ্ত পরিবারের সঙ্গে প্রথমে দেখা করতে যান। সমবেদনা জানিয়ে বাড়ি থেকে বেরোনোর পর তিনি একই রাস্তার কিছুটা এগিয়ে এলাকার বিদ্যুতের কাজের তদারকি করছিলেন। ঠিক সেই সময়ই পর্যটনমন্ত্রী ওই এলাকায় এসে পৌঁছান। তিনি ওই পরিবারের সঙ্গে দেখা করে যখন বাড়ি থেকে বেরোচ্ছিলেন, তখন তাঁর অনুগামীরা একটি বিশেষ আবেদন করে বসেন। দূর থেকে শিখাকে দেখিয়ে অনুগামীরা একাধিকবার মন্ত্রীকে অনুরোধ করেন, ‘ওখানে বিদ্যুতের কাজ হচ্ছে। শিখাদিও রয়েছেন। ওখান থেকে একবার ঘুরে আসুন।’

*নরেশ মোড়ের কাছে বেহাল নালার ছবি তুলছেন মন্ত্রী। -সঞ্জীব সূত্রধর*

*এরপর দশের পাতায়*

দুর্ঘটনাস্থলে দুমড়ে যাওয়া এনবিএসটিসি-র সেই বাস। ময়নাগুড়িতে। -ফাইল চিত্র

# দুর্ঘটনার তদন্তে বাধা প্রযুক্তি

**শমিদীপ দত্ত**

**শিলিগুড়ি, ২৬ জুন :** আপাতত বিশবাঁও জলে ময়নাগুড়ির উল্লারডাবড়িতে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনার তদন্ত।

এর আগে বহু চেষ্টা সত্ত্বেও বাসের ব্ল্যাক বক্স চালু করা যায়নি। প্রস্তুতকারক সংস্থার নির্দেশিকা মেনে বক্সের ভেতর থেকে চিপ খুলে কম্পিউটারের সাহায্যে তথ্য পেতে চেয়েছিলেন কর্তারা। তাও সম্ভব হল না। শুক্রবার নতুন করে জটিলতা দেখা দেওয়ায় তদন্তের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তৈরি পিছিয়ে গেল প্রায় এক সপ্তাহ।

নিগম সূত্রে খবর, ব্ল্যাক বক্সের ভেতর থেকে চিপ বের করে কম্পিউটারে ঢোকানো হয়েছিল এদিন। তবে, ভিডিও বা অডিও পাওয়া যায়নি। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, সফটওয়্যার সংক্রান্ত সমস্যার কারণেই সম্ভব হচ্ছে না। তাহলে বিকল্প হিসেবে অন্য কোন সফটওয়্যার ব্যবহার করা যেতে পারে? উত্তর নেই নিগমের আইটি সেলের কাছে। পুরো ঘটনায় সেল কর্মীদের ব্ল্যাক বক্সের প্রযুক্তিগত ধারণা অস্পষ্ট থাকার বিষয়টি সামনে আসছে।

তিন বছর আগে প্রস্তুতকারী সংস্থার লোকজন এসে এই সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। মাঝে আর নতুন করে প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেয়নি এনবিএসটিসি। কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলছে কর্মচারী সংগঠনগুলি। নিগমের এক কর্তার বক্তব্য, 'আট বছর আগে একটি দুর্ঘটনার তদন্তে নেমে ব্ল্যাক বক্স খুলতেই দেখা গিয়েছিল ক্যামেরা, মনিটর সবকিছু থাকলেও রেকর্ডার বিকল। অর্থাৎ, কিছুই রেকর্ড হয়নি। এবারে অবশ্য তেমন হয়নি। এক জিবি ক্ষমতাসম্পন্ন চিপে মাত্র আট এমবি ফাঁকা রয়েছে। তাই আপাতত মনে হচ্ছে, চিপ থেকে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিলবে। তবে, সম্ভবত সফটওয়্যার সংক্রান্ত সমস্যার জেরে এদিন কিছু পাওয়া যায়নি। আমরা ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করেছি।' সেই সংস্থার কর্মীদের এক সপ্তাহ পর আসার কথা।

ময়নাগুড়িতে ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনার পর থেকেই পূর্ণাঙ্গ রিপোর্টের অপেক্ষায় জেলা প্রশাসন। অপেক্ষা আরও দীর্ঘ হচ্ছে প্রযুক্তিগত জটিলতার কারণে। নিগমের অন্দরেও এখন শুধু 'ব্ল্যাক বক্স'-কে ঘিরে আলোচনা। সেই প্রসঙ্গ ধরে অভিযোগ উঠছে, বছর

## চিপ থেকে তথ্য পেতে ব্যর্থ

তিনেক আগে দেওয়া প্রশিক্ষণ যেন অর্থহীন হয়ে পড়ল। আইটি সেলের অনেকেই নাকি যোগ দেননি শিবিরে। এমনকি সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মীদের বদলে প্রতিটি ডিভিশন থেকে অন্য বিভাগের কর্মীদের পাঠানো হয়েছিল দায়সারাভাবে। এই নিয়ে সেসময় নিগমের অন্দরে কম জলঘোলা হয়নি। ময়নাগুড়িতে বাস দুর্ঘটনার পর তার খেসারত আইটি সেলের কর্মীদের দিতে হচ্ছে, মত এনবিএসটিসি কর্তাদের একাংশের।

অন্য বাসে ব্ল্যাক বক্স লাগিয়ে পাওয়ার অন করে চালানোর চেষ্টা থেকে বক্স খুলে চিপের ব্যবহার, প্রতিটি ক্ষেত্রেই হোঁচট খেতে হচ্ছে। কবে ব্ল্যাক বক্সের চিপ থেকে ভিডিও-অডিও থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হবে, আদৌ সম্ভব হবে কি না, কবেই বা পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট জেলা প্রশাসনের কাছে জমা পড়বে- তার উত্তর এইমুহূর্তে কারও কাছে নেই।

# তিনবিঘায় শহিদদের শ্রদ্ধা বিধায়কের

**মেখলিগঞ্জ, ২৬ জুন :** মেখলিগঞ্জে পালিত হল তিনবিঘা শহিদ দিবস। শুক্রবার সকাল থেকে দফায় দফায় এসইউসিআই (সি), সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লক, অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের পাশাপাশি বিজেপির তরফেও শহিদ বেদিগুলিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এদিন প্রথমেই শহিদ ক্ষিতেন অধিকারীর বেদিতে মালা দেন মেখলিগঞ্জের বিধায়ক দধিরাম রায়। এরপর তিনবিঘা করিডর সংলগ্ন এলাকায় শহিদ সুধীর রায়ের বেদিতে মাল্যদান করেন তিনি। সবশেষে শহিদ জিতেন রায়ের বেদিতে মাল্যদান করেন বিধায়ক। শহিদ সুধীর রায়ের ছেলে ভূপেন রায় বলেন, 'আজকের দিনটি আমাদের জন্য দুঃখের দিন। এদিন সবাই শহিদ বেদিগুলিতে শ্রদ্ধা জানাতে আসেন।'

মেখলিগঞ্জের বিধায়ক দধিরাম রায় বলেন, 'আন্দোলন করতে গিয়ে যাঁরা শহিদ হয়েছিলেন, সরকার তাঁদের প্রতিটি পরিবারের জন্য একটি করে সরকারি চাকরির ব্যবস্থা করেছে। এছাড়াও, যাঁরা এই আন্দোলন করতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয়েছিলেন, তাঁদের পরিবারের বিষয়েও আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে জানাব। শহিদ পরিবারগুলির বিষয়টি দেখার পর, তাঁদের বিষয়টিকেও দেখা হবে।'

কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ ব্লকের তিনবিঘা করিডর হস্তান্তরের প্রতিবাদে আন্দোলন চলাকালীন শহিদ হন তিন গ্রামবাসী। ১৯৮১ সালে তিনবিঘা হস্তান্তরের জন্য জমি মাপজোখের কাজ শুরু হতেই কুচলিবাড়ি সংগ্রাম কমিটির নেতৃত্বে আন্দোলন শুরু হয়। ওই বছর ২৩ জুলাই শহিদ হন সুধীর রায়। দীর্ঘ ১১ বছর পর ১৯৯২ সালের ২৬ জুন তিনবিঘা হস্তান্তরের দিন আন্দোলন করতে গিয়ে শহিদ হন ক্ষিতেন অধিকারী ও জিতেন রায়। সেদিন আন্দোলনে গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয়েছিলেন তিনজন। যাঁদের মধ্যে দুজন ইতিমধ্যেই প্রয়াত।

এদিন বিধায়ক জানান, সমাজতান্ত্রিক ফরওয়ার্ড ব্লক এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল। পরবর্তী সময়ে তারা বামফ্রন্টে মিশে যায়। বাম সরকার পরিবারগুলিকে সরকারি চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু তারা সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেনি। এরপর তৃণমূল সরকারও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেনি।

> আজকের দিনটি আমাদের জন্য দুঃখের। এদিন সবাই শহিদ বেদিগুলিতে শ্রদ্ধা জানাতে আসেন।
>
> **ভূপেন রায়** শহিদ সুধীর রায়ের ছেলে

বিধায়ক বলেন, 'বিজেপি যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, ক্ষমতায় আসার পর সেসব কিছু রক্ষা করার চেষ্টা চলছে। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী শহিদ পরিবারগুলির জন্য সরকারি চাকরির ঘোষণা করেছেন। সেই অনুযায়ী তাদের কাগজপত্র জায়গামতো জমা দেওয়া হয়েছে। এখন পরিবারগুলির সদস্যদের হাতে নিয়োগপত্র দেওয়া শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা। খুব শীঘ্রই তাঁরা কাজে যোগ দেবেন।'

শহিদ বেদিতে মাল্যদান করছেন মেখলিগঞ্জের বিধায়ক দধিরাম রায়।

# হাসপাতাল ঘুরে দেখলেন মন্ত্রী বিশাল

**হাসিমারা, ২৬ জুন :** শুক্রবার সন্ধ্যায় মালঙ্গি চা বাগানের সেন্ট্রাল হাসপাতাল পরিদর্শন করলেন রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামা। বাগানের শ্রমিকরা হাসপাতালটি পুনরুজ্জীবিত করার দাবিতে মন্ত্রীকে স্মারকলিপি দেন। মন্ত্রী শ্রম দপ্তরে কথা বলে সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন। গত শুক্রবার ভার্নোবাড়ি চা বাগানের এক শিশুকন্যা বাগান সংলগ্ন ভোলানালায় জলে ডুবে মৃত্যু হয়। মন্ত্রী এদিন বাগানের ক্লাব লাইনের বাড়িতে গিয়ে শিশুটির পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন।

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**PWD e-TENDER NOTICE**
NIT No.: WBPWD/AE/JESD/NIT 03e/T of 2026-27, Tender Id No.: 2026_WBPWD_5015450_1. Name of Work:- SITC of new Split ac machines and allied EI works at office of the Commissioner, Jalpaiguri Division. The last date for submission of tender 06-07-2026 instead of 25/06/2026 at 11:10 A.M. All details can be seen from the website - http://etender.wb.nic.in or http://www.pwdwb.in or office of the undersigned during office hours. Sd/- A.K.DAN, AE/JESD/JALPAIGURI.
ICA T11196(1)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**PWD e-TENDER NOTICE**
Publication of e-NIT No.: WBPWD/EE/JED/NIT 08e/T of 2026-27, Tender Id No.: 2026_WBPWD_5016007_1, Name of work: Repair & Renovation of Internal & External Electrical Installation work of Quarter no. 11, 12, 13 & 14 for Nursing Officers (G+1 building, 4 Nos. 2BHK Quarter) at Mal SDH, Jalpaiguri. The last date for submission of tender on 07-Jul-2026 at 12:00 PM. All details can be seen from the website- https://tenders.wb.gov.in or https://www.wbpwd.gov.in or office of the undersigned during office hours. Sd/- K Deb. EE/JED/JALPAIGURI.
ICA-T11200(2)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**PWD (ROADS) TENDER NOTICE**
AE, Cob Hwy. Sub-Divn. No-III, P.W. (Roads) Dte. invites online e tender for the work of – 1) Preparation of DPR with all necessary Survey, Field Works, Traffic Census, Soil Investigation, Pavement Design, axle load survey and with necessary Estimate for upcoming project work of Chilakhana-Natabari road, from 0.00 km to 9.80 km, strengthening work under Cooch Behar Highway Division in the District of Cooch Behar." Including preparation of PPT of DPR. ENIQ No. 03 (E) of 2026-27. Tender ID : 2026_WBPWD_5016000_1. Bid submission Start date (online) : 01/07/2026 from 9:00 A.M. Bid submission closing date (online) : 07/07/2026 up to 6:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from : https://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, Cooch Behar Highway Sub-Division-III, Cooch Behar.
ICA-T11201(2)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**TENDER NOTICE**
Executive Engineer, Uttar Dinajpur Highway Division, P.W.(Roads) Directorate invites Electronic Tender Notice No. 03 of 2026-27 of Executive Engineer, Uttar Dinajpur Highway Division. Name of Work: 1. Installation of Height Restriction Bar at both end of damaged Box Bridge at 2nd km of Makdampur Bhatol Road under Uttar Dinajpur Highway Division in the District of Uttar Dinajpur during the year 2026-2027. Tender ID: 2026_WBPWD_5015981_1, Estimated Amount: Rs. 9,96,654.00. Bid Submission start date (online) on 01.07.2026 from 10.00 AM. Closing date of Bid Submission on 07.07.2026 up to 5.00 PM. Corrigendum, if any, will be published in website only. Details may be seen from the following website- http://etender.wb.nic.in Sd/- Executive Engineer, Uttar Dinajpur Highway Division, P.W.(Roads) Directorate.
ICA-T11197(3)/2026

## সোনা ও রুপোর দর

| | |
|---|---|
| পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১৪২২৫০ |
| পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১৪৩০০০ |
| হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১৩৫৯০০ |
| রুপোর বাট (প্রতি কেজি) | ২২৫৩০০ |
| খুচরো রুপো (প্রতি কেজি) | ২২৫৪০০ |

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

**উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে — ই-টেন্ডার নোটিস**
[illegible]

**উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে — ই-টেন্ডার নোটিস**
[illegible]

## কর্মখালি

Cook & Waiters required for Cafe in Siliguri. Accommodation available. Contact : 9547660375. (K)

•

কোম্পানিতে অভিজ্ঞ গ্র্যাজুয়েট Female Office Assistant প্রয়োজন। আকর্ষণীয় Salary সাথে PF, ESI ও অন্যান্য সুবিধে। Con-Darshan Plaza, Sevoke Road, Siliguri. Ph. 9564014111. (C/122250)

## অ্যাফিডেভিট

খতিয়ান নং L.R. 835, JL No. 030, মৌজা : কালজানী আমার নাম Jiban Sarkar (আমার ডাক নাম) নথিবদ্ধ হয়েছে। গত 24.6.26, J.M. 1st Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা Animesh Sarkar এবং Jiban Sarkar এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার পুরো এবং শুভ নাম Animesh Sarkar প্রতিষ্ঠিত করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। গ্রাম ও পো : কালজানী, থানা : পুণ্ডিবাড়ি, জেলা : কোচবিহার। প:ব: (ভারত)। (C/121462)

•

আমি, Sushil Kumar Saha, S/o Late Rohini Saha, আমার 2002 সালে ভোটার লিস্টে আমার ডাক নাম Rabi Saha উল্লেখ আছে, সুতরাং গত 25/6/26 তারিখে শিলিগুড়ি Ld. E.M দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, আমি, Rabi Saha থেকে Sushil Kumar Saha নামে পরিচিত হলাম, উভয় একই ব্যক্তি। (C/122540)

## বিক্রয়

আলিপুরদুয়ার - ভাটিবাড়ী রাস্তায় পদ্মেশরী স্কুল সংলগ্ন উত্তম পরিবেশে প্রধান রাস্তায় ধারে ৫০ ডেসি: জমি (৬৫০০ স্কো: ফুট গোডাউন সহ), ১০ ফুট সীমানা-প্রাচীর সহ জমি বিক্রি হবে। মো : 7908445616 (W/A). (A/K)

## ত্যাজ্যপুত্র

আমি সোনালী পাল, স্বামী - স্বর্গীয় বিমল পাল, রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়ি নিবাসী Dt. 25.06.2026 নোটারি পাবলিক শিলিগুড়ি কোর্টের আদেশানুসারে আমার পুত্র বিলটু পাল কে ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা করলাম। (C/122251)

**পূর্ব রেলওয়ে**
**ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি**
সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা (অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক), মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘরঃ ঝলঝলিয়া, জেলাঃ মালদা, পিনঃ ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) এতদ্বারা মালদা ডিভিশনে এসএলআর-তে পার্সেল স্পেস পরিচালনার জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। ই-অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-তে প্রকাশিত হয়েছে।
অকশন ক্যাটালগ নং.: পার্সেল-ইএ-জেইউএল-৬
[illegible]
অকশন শুরুঃ ১১.০৭.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা। সম্ভাব্য বিডদাতাদের আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
MLD-112/2026-27
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
West Bengal Tourism Development Corporation Limited.
(A Govt. of West Bengal Undertaking)
**NOTICE INVITING e-TENDER**
NIT No. 01/WBTDCL OF 2026-27 (Technical)
Tender ID- 2026_WBTDC_1029759_1
WBTDCL invites e-Tender for the work: "Soil Investigation work at the bed of Holong River infront of Aranya Tourism Property, Madarihat." From the reputed, bonafide and experienced agencies in similar works. Start date & time of documents download: 25.06.2026 - 17:40 Hrs. Last date & time of Bid Submission: 06.07.2026 - 15:00 Hrs. Details are available in website: wbtdcl.wbtourismgov.in / wbtenders.gov.in Sd/- Superintending Engineer, West Bengal Tourism Development Corporation Limited
ICA-T11194(3)/2026

**জুলাই, ২০২৬ মাসে রেলওয়ের বর্জ্য সামগ্রী বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি**

ডেপুটি সিএমএম/এনএফআর/নিউ জলপাইগুড়ি -র আওতাধীন ইউনিট-ভিত্তিক রেলওয়ের স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রয়ের জন্য জুলাই, ২০২৬ মাসের ই-নিলাম কর্মসূচিটি নিম্নরূপ নির্ধারণ করা হয়েছে:-

জিএসডি-নিউ জলপাইগুড়ি -এর জন্য

| ক্রম নং | মাস | নির্ধারিত তারিখ |
|---|---|---|
| ১ | জুলাই, ২০২৬ | ১৬-০৭-২০২৬ ও ৩০-০৭-২০২৬ |

আলিপুরদুয়ার ডিভিশন -এর জন্য

| ক্রম নং | মাস | নির্ধারিত তারিখ |
|---|---|---|
| ১ | জুলাই, ২০২৬ | ১৬-০৭-২০২৬ ও ৩০-০৭-২০২৬ |

কাটিহার ডিভিশন -এর জন্য

| ক্রম নং | মাস | নির্ধারিত তারিখ |
|---|---|---|
| ১ | জুলাই, ২০২৬ | ১৬-০৭-২০২৬ ও ৩০-০৭-২০২৬ |

আগ্রহী দরদাতাদের নিবন্ধন, প্রশিক্ষণ এবং ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট (www.ireps.gov.in) -এর মাধ্যমে বিড দাখিল করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
ডেপুটি চিফ মেটেরিয়ালস ম্যানেজার, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

**আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে পে এণ্ড ইউজ টয়লেটের জন্যে ই-নিলাম**

কোচবিহার, নিউ ময়নাগুড়ি, নিউ কোচবিহার (পশ্চিম/ক্ষ) এবং কামাখ্যাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে পে এণ্ড ইউজ টয়লেটের জন্যে ই-নিলাম। রেট ইউনিটঃ বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। ট্রিপস/দিনঃ ১০১৬।
অকশন ক্যাটালগ সংখ্যা. সি-এপি-পাণ্ডু-০৪-২
[illegible]
বন্ধ হওয়ার সময় আইআরইপিএসের ই-নিলাম মডিউলে অবলোকন করতে পারবেন।
টোকাঃ বিস্তৃত তথ্যের জন্যে প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।
মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

**Short NIT**
**Short NIT No. WBIW/EE/APD/S NIT-08(m)/2026-27**
Open tender is invited by The Executive Engineer, Alipurduar Irrigation Division, College Halt, Alipurduar on behalf of Governor of W.B for the work mentioned in the NIT under through manual tendering process from the eligible & resourceful Contractors having sufficient credential & financial capacity for execution of work of similar nature. Last date & time limit for receiving application at the office of the undersigned on: 30.06.2026 up to 15:00 hrs. Details of NIT & Tender documents will be available from the O/o the undersigned on & from 30.06.2026 after 16:00 hrs. up to 17.00 hrs. Bid submission end date 01.07.2026 up to 15.00 hrs.
Sd/-
Executive Engineer
Alipurduar Irrigation Division
Irrigation and Waterways Directorate

# বালতিতে পড়ে মৃত্যু শিশুর

**শীতলকুচি, ২৬ জুন :** বাড়ির শৌচালয়ের জলভর্তি বালতিতে পড়ে মৃত্যু দু'বছরের শিশুর। শুক্রবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে শীতলকুচি ব্লকের গাদোপোঁতা এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত শিশুর নাম আরিয়ান মিয়াঁ। এদিন দুপুরে বাড়ির উঠোনে খেলছিল আরিয়ান। সেই সময় পরিবারের সদস্যদের চোখ এড়িয়ে সে একাই বাড়ির শৌচালয়ে চলে যায়। সেখানে রাখা জলভর্তি বালতিতে পড়ে যায় সে।

বেশ কিছুক্ষণ তাকে দেখতে না পেয়ে পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুঁজি শুরু করে বালতি থেকে শিশুটিকে উদ্ধার করেন। দ্রুত শীতলকুচি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

শীতলকুচি থানার পুলিশ জানিয়েছে, দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মাথাভাঙ্গার মর্গে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

**সিসিএস এনআইএএম-এর ইনোভেশন অ্যান্ড এন্টারপ্রেনারশিপ ফেডারেশন**
**(সিসিএস এনআইএএম-এর আইইএফ)**
নিবন্ধিত কার্যালয় : সি/ও সিসিএস এনআইএএম, কোটা রোড, বামবালা, জয়পুর, রাজস্থান
(আরকেভিওয়াই ইনোভেশন এবং এগ্রি-এন্টারপ্রনারশিপ প্রোগ্রাম, এমওএ এবং এফডব্লিউ, জিওআই-এর অন্তর্গত কৃষি ব্যবসা ইনকিউবেটর)

পিএম আরকেভিওয়াই-এর অধীনে কোহর্ট-১৪-এর জন্য ভারতীয় কৃষি স্টার্টআপ এবং কৃষি উদ্ভাবকদের কাছ থেকে আবেদনের আহ্বান।

| ছাত্রছাত্রীদের পরিচিতিমূলক কর্মসূচি | কৃষি উদ্যোক্তা পরিচিতিমূলক কর্মসূচি (ধারণা থেকে প্রোটোটাইপ) | কৃষি ব্যবসা ইনকিউবেটর স্টার্টআপ কর্মসূচি (প্রোটোটাইপ থেকে এমভিপি) |
|---|---|---|
| ১. এক মাসের জন্য অনলাইন/ আবাসিক প্রশিক্ষণ<br>২. টাকা : ৪ লক্ষ পর্যন্ত সরকারি অনুদান। | ১. এক মাসের জন্য অনলাইন/ আবাসিক প্রশিক্ষণ<br>২. টাকা : ৫ লক্ষ পর্যন্ত সরকারি অনুদান। | ১. এক মাসের জন্য অনলাইন/ আবাসিক প্রশিক্ষণ<br>২. টাকা : ২৫ লক্ষ পর্যন্ত সরকারি অনুদান। |

আবেদনের জন্য শেষ তারিখ :- ৩১শে জুলাই,২০২৬
আরও বিবরণের জন্য : www.niam-nabi.com-এ পরিদর্শন করুন
ইমেল: nabi@cssniam.ac.in, মোবাইল নং- +৯১৮০৫৮৬৮২৩২৩/ ৯০৩৬৯১৬৯০৭
CBC 01375/11/0003/2627

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**Tender Notice**
The Executive Engineer, Siliguri Division, Housing Dte., Siliguri has invited open tender against e-N.I.Q. No. 01 (Sl. No. 01 and 02) 2nd Call of 2026-27 Tender ID: 2026_HSD_1029735_1 and _2 for Hiring of light commercial vehicle under Siliguri Division, Housing Dte. The last date of Submission of Bid (online) – 15.07.2026 up to 15:00 hrs. (IST). Details may be had from the office Notice Board on any working day within office hour and from the website www.wbetenders.gov.in. Corrigendum if any will be published in website only. Sd/-Executive Engineer, Siliguri Division, Housing Dte.

## বিজ্ঞপ্তি

সূত্রঃ- পূর্ববর্তী বিজ্ঞপ্তি ২০.০৬.২০২৬ তারিখে উত্তরবঙ্গ সংবাদ এবং ২১.০৬.২০২৬ তারিখের দ্য স্টেটসম্যান এর সূত্রানুসারে পুনরায় সর্বসাধারণকে জানানো হইতেছে যে, সরজমিনে তদন্ত চলাকালীন ব্লক-মেখলিগঞ্জ, নিম্নলিখিত মৌজা সমূহের অন্তর্ভুক্ত জমির কোনও রেকর্ডকৃত মালিক বা তাহাদের বৈধ উত্তরাধিকারীর সন্ধান পাওয়া যায় নাইঃ-

| ক্রমিং নং | মৌজা | জে.এল. নম্বর |
|---|---|---|
| ১ | দক্ষিণ মেখলিগঞ্জ | ১১৪ |
| ২ | ছোট ফুলকাডাবরি | ১১২ |
| ৩ | দক্ষিণ ফুলকাডাবরি খরখরিয়া | ১২৫ |
| ৪ | কুচলিবাড়ি বালাপুকুড়ি | ১২৬ |
| ৫ | উত্তর উপানচৌকি কুচলিবাড়ি | ১৩৭ |
| ৬ | ফুলকাডাবরি কাশিয়াবাড়ি | ১৩৬ (শিট নং-১, ৩) |
| ৭ | ফুলকাডাবরি | ১৩০ (শিট নং-১, ২) |
| ৮ | আন্দরন খরখরিয়া | ১২৭ |
| ৯ | দক্ষিণ ভোটবাড়ি | ১১৩ |
| ১০ | উত্তর আন্দরন কুচলিবাড়ি | ১২৪ |
| ১১ | দক্ষিণ ফুলকাডাবরি | ১২৯ |
| ১২ | মধ্য ফুলকাডাবরি খরখরিয়া | ১২৮ |
| ১৩ | উত্তর বাজেজামা | ১০৯ |
| ১৪ | মেখলিগঞ্জ | ১১১ |
| ১৫ | উত্তর জমালদা বালাপুকুরি | ১৪০ |
| ১৬ | জমালদা | ৫০ |
| ১৭ | মোকরারি জমালদা | ৫৩ |
| ১৮ | নগর চ্যাংরাবান্ধা | ৮২ |
| ১৯ | কামাত চ্যাংরাবান্ধা | ৭৭ |

উক্ত জমিতে বিএসএফ-এর জন্য এক-সারি কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের জন্য সীমানা নির্ধারণের কাজ চলিতেছে। অতএব, উক্ত জমির বিষয়ে কোনও ব্যক্তি বা সংস্থার বৈধ দাবি থাকিলে, পূর্ববর্তী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ৪২ দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় প্রমাণপত্রসহ মেখলিগঞ্জ বিএলআরও অফিসে যোগাযোগ করিতে অনুরোধ করা হইতেছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনও দাবি উত্থাপিত না হইলে, উক্ত জমির ক্ষেত্রে সরকারি আইন অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবে। সংশ্লিষ্ট জমির মালিক অথবা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে জানানো যাইতেছে যে, এই বিষয়ে উক্ত মৌজার সংশ্লিষ্ট দাগ সমূহের তথ্য নিম্নলিখিত ওয়েবসাইটে পাওয়া যাইবে।
website : coochbehar.gov.in (News and updates portion)
আদেশানুসারে
অতিরিক্ত জেলাশাসক ও জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক
কোচবিহার
তারিখ ঃ ২৭/০৬/২০২৬

**e-NIQ (3rd Call) No. 2202/2026-27/MGNEGA dt - 22/06/2026**
e-NIQ (3rd Call) is hereby invited on behalf of District Magistrate & District Programme Co-ordinator (MGNREGS), Dakshin Dinajpur. Last date of submission is 01/07/2026.
Details of NIT may be seen in the website **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Additional Executive Officer(ZP) & Addl. District Programme Co-ordinator (MGNREGS). Dakshin Dinajpur, Balurghat

## আজ টিভিতে

দ্য ডুয়ার্স ওয়ার্ল্ড বিকেল ৫.১৮ অ্যানিমাল প্ল্যানেটে

### সিনেমা

**জলসা মুভিজ :** সকাল ৯.৩০ ককপিট, দুপুর ১২.৩০ গুরু, বিকেল ৪.০০ সাত পাকে বাঁধা, সন্ধে ৭.০০ পাগলু-টু, রাত ১০.১৫ মিস কল

**কালার্স বাংলা সিনেমা :** সকাল ৯.৪৫ সবুজ সাথী, দুপুর ২.৩০ বন্ধন, বিকেল ৪.৩০ মহাগুরু, রাত ৮.১৫ বড়বউ, ১১.৩০ পাপী

**জি বাংলা সোনার :** সকাল ৯.০০ আশীর্বাদ, বেলা ১১.৩০ মেমসাহেব, দুপুর ২.০০ আক্রোশ, বিকেল ৫.০০ রাখালরাজা, রাত ৮.০০ আজকের সন্তান

**ডিডি বাংলা :** দুপুর ২.৩০ দাদু নম্বর ওয়ান

**কালার্স বাংলা :** দুপুর ২.০০ মা

**আকাশ আট :** বিকেল ৩.০৫ অধিকার

**অ্যান্ড পিকচার্স :** বেলা ১১.৪৯ হোগি পেয়ার কি জিত, দুপুর ২.১৮ কহো না পেয়ার হ্যায়, বিকেল ৫.১৪ অপরিচিত, সন্ধে ৭.৫৯ এক দিওয়ানে কি দিওয়ানিয়ত, রাত ১০.৩৬ ভোলা

**সোনি ম্যাক্স ওয়ান :** দুপুর ২.২৩ স্ট্রিট ডান্সার, বিকেল ৫.২৩ হাউসমেটস, সন্ধে ৭.৫৯ দ্য মমি, রাত ১০.০৭ ওয়ার্নিং-টু

মহাগুরু বিকেল ৪.৩০ কালার্স বাংলা সিনেমা

এক দিওয়ানে কি দিওয়ানিয়ত সন্ধে ৭.৫৯ অ্যান্ড পিকচার্স

খনার কাহিনী সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

## আজকের দিনটি

**শ্রীদেবাচার্য্য**
**৯৪৩৪৩১৭৩৯১**

মেষ : আর্থিক সমস্যার সমাধান হবে। শারীরিক সমস্যায় ডাক্তারের পরামর্শ নিন। বৃষ : পড়ুয়াদের সাফল্য ধরে রাখতে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। অপ্রয়োজনীয় খরচে রাশ টানুন। মিথুন : বহুজাতিক কোম্পানিতে লোভনীয় চাকরির প্রস্তাব পেতে পারেন। হারানো জিনিস খুঁজে পেয়ে স্বস্তি। কর্কট : প্রতিবেশীদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলুন। বাবা-মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা কেটে যাবে। সিংহ : কর্মপ্রার্থীরা নতুন কাজের সন্ধান পাবেন। কোনও আত্মীয়ের কারণে দাম্পত্যে অশান্তি হতে পারে। কন্যা : দূরের কোনও আত্মীয়ের সহায়তায় ব্যবসায় লোকসান কাটিয়ে উঠতে পারবেন। ঝুঁকিপূর্ণ কাজ এড়িয়ে চলুন। তুলা : বন্ধুর সাহায্যে কঠিন পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হবেন। প্রেমে শুভ। বৃশ্চিক : রাজনীতিবিদদের সামাজিক সম্মান বাড়বে। কোনও প্রয়োজনীয় দ্রব্য হারিয়ে যেতে পারে। ধনু : কর্মক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন এবং অর্থনৈতিক উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথির আগমন। মকর : অপ্রত্যাশিত কোনও সুযোগ পেতে পারেন। ব্যবসায় আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞের পরামর্শ নিন। কুম্ভ : পারিবারিক জীবনে কথাবার্তায় একটু সংযমী হন। উচ্চশিক্ষায় আর্থিক সমস্যার বাধা কাটবে। মীন : কোনও প্রতারকের পাল্লায় পড়ে প্রচুর অর্থ নষ্ট হতে পারে। ভাইবোনদের সঙ্গে সম্পর্ক মধুর হবে।

## দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১২ আষাঢ় ১৪৩৩, ভাঃ ৬ আষাঢ়, ২৭ জুন ২০২৬, ১২ আহার, সংবৎ ১৩ জৈষ্ঠ সুদি, ১১ মহরম। সূঃ উঃ ৪।৫৭, অঃ ৬।২৪। শনিবার, ত্রয়োদশী রাত্রি ১২।৪৮। অনুরাধানক্ষত্র রাত্রি ১১।০। সাধ্যযোগ দিবা ২।১০। কৌলবকরণ দিবা ১২।৫৩ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ১২।৪৮ গতে গরকরণ। জন্মে- বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা, রাত্রি ১১।০ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী- দক্ষিণে, রাত্রি ১২।৪৮ গতে পশ্চিমে। কালবেলাদি ৬।৩৮ মধ্যে ও ১।২১ গতে ৩।২ মধ্যে ও ৪।৪৩ গতে ৬।২৪ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।৪৩ মধ্যে ও ৩।৩৮ গতে ৪।৫৭ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ৬।৩৮ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে নিষেধ, রাত্রি ৯।১২ গতে দক্ষিণেও নিষেধ, রাত্রি ১২।৪৮ গতে মাত্র পূর্বে নিষেধ, রাত্রি ৩।৩৮ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ৬।৩৮ গতে অপরাহ্ণ ৪।৪৩ মধ্যে বিপণ্যারম্ভ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- ত্রয়োদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৫।৫৭ মধ্যে ও ৯।৩০ গতে ১২।৯ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৩।৪২ গতে ৬।২৪ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪ গতে ৭।৪৭ মধ্যে ও ১১।২১ গতে ১।২৯ মধ্যে ও ২।৫৫ গতে ৪।৫৭ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

শিল্পে নতুন উদ্যোগ

# ফিরছে ব্র্যান্ড বেঙ্গল, দাবি টিম বিজেপির

অর্কজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

**কলকাতা, ২৬ জুন :** দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা শিল্প-খরার মেঘ কাটিয়ে অবশেষে রাজ্যে বিনিয়োগের নতুন সূর্যোদয়। শুক্রবার বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের 'দ্য ডন অফ বিকশিত বেঙ্গল' সম্মেলনে রাজ্য সরকারের বার্তা অন্তত সেই আশারই পারদ চড়াল। টাটাদের বিদায়ের পর রাজ্যের গায়ে যে শিল্প-বিরোধী তকমা সেঁটে গিয়েছিল, তা মুছে ফেলার স্পষ্ট অঙ্গীকার শোনা গেল ভারপ্রাপ্ত অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তের গলায়। শিল্পপতিদের সামনে তাঁর অকপট বার্তা, 'বেঙ্গল ইজ ব্যাক। ব্যাক উইথ আ ব্যাং।' তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বীকার করেন, বিগত দিনে বাংলা আক্ষরিক অর্থেই একটি 'অখুশি রাজ্যে' পরিণত হয়েছিল। সেই ক্ষোভ দূর করে শিল্পবান্ধব পরিবেশ ফেরাতে সরকার এখন যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মাঠে নেমেছে।

শুধুই প্রতিশ্রুতি নয়, বণিকসভায় শিল্প টানতে একগুচ্ছ আধুনিক নীতির কথাও ঘোষণা করেছে নতুন সরকার। দীর্ঘদিনের দাবি মেনে জমি-সিলিং আইনের সরলীকরণ এবং নির্দিষ্ট শর্তে রাজ্যে ২৪ ঘণ্টা খুচরো ব্যবসা চালানোর ছাড়পত্র দেওয়ার কথা জানান অর্থমন্ত্রী। একই সুরে শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়ও লালফিতের ফাঁস কাটিয়ে অনুমোদন প্রক্রিয়া সহজ ও স্বচ্ছ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা সঞ্জীব সান্যালের গলায় শোনা গেল বাঙালির হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের ডাক। পরিসংখ্যান দিয়ে তিনি প্রমাণ করেন, বাঙালি ব্যবসা পারে না, এটা নিছকই অপবাদ। ব্যবসার রক্ত বাঙালির ধমনিতে বইলেও, তারা কেবল ইচ্ছা হারিয়েছিল। কলকাতাকে ফের পূর্ব ভারতের মূল অর্থনৈতিক ইঞ্জিন হিসেবে গড়ে তোলাই যে এখন প্রধান লক্ষ্য, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন এই বাঙালি আমলা।

এদিন সম্মেলনে রীতিমতো লগ্নির জোয়ার আছড়ে পড়ে। অর্থমন্ত্রীর দাবি অনুযায়ী, ইতিমধ্যেই প্রায় ১৬০০ কোটি টাকার প্রস্তাব এসেছে। পুজোর আগেই রাজ্যে ৬০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন প্ল্যান্ট গড়ছে হিন্দুস্তান পেট্রোকেমিকাল। এল অ্যান্ড টি তৈরি করবে ৩০ মেগাওয়াটের ডেটা সেন্টার, যেখানে কাজ পাবেন অন্তত ২৫ হাজার সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ১০০০ কোটি টাকা ঢালছে পিয়ারলেস গোষ্ঠী, যার মধ্যে

- পুজোর আগেই রাজ্যে ৬০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন প্ল্যান্ট গড়ছে হিন্দুস্তান পেট্রোকেমিকাল
- এল অ্যান্ড টি তৈরি করবে ৩০ মেগাওয়াটের ডেটা সেন্টার
- স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ১০০০ কোটি টাকা ঢালছে পিয়ারলেস গোষ্ঠী

ক্যানসার চিকিৎসায় ৪০০ কোটি এবং বারাসত হাসপাতালের উন্নয়নে ১৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ। পাশাপাশি, আগামী তিন বছরে আবাসন ও শপিং মলে আরও ৫০০ কোটি টাকা বিনিয়ো গ করবে তারা। রাজ্যের সেমিকনডাক্টর নীতির শরিক হতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে বিখ্যাত সংস্থা পিডব্লিউসি-ও।

সব মিলিয়ে, একসময়ের 'অখুশি বাংলা' এখন ফের শিল্প-মানচিত্রে নিজের রাজকীয় প্রত্যাবর্তনের জন্য আক্ষরিক অর্থেই প্রস্তুত।

# দুর্নীতির শ্বেতপত্র প্রকাশে তোড়জোড়

স্বরূপ বিশ্বাস

**কলকাতা, ২৬ জুন :** বাংলায় গত এক দশকে শিক্ষাক্ষেত্র, স্বাস্থ্য, র‍্যাশন দপ্তরে দপ্তরে ঠিক কত টাকার দুর্নীতি হয়েছে, তা তথ্যপ্রমাণ সহ রাজ্যবাসীর সামনে আনতে রাজকীয় 'শ্বেতপত্র' প্রকাশের তোড়জোড় শুরু হল নবান্নে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে ইতিমধ্যেই সব দপ্তরের সচিবদের পুরোনো ফাইলের ধুলো ঝেড়ে নথিপত্র ও পরিসংখ্যান খোঁজার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শুক্রবার নবান্ন সূত্রে খবর, এই শ্বেতপত্র প্রকাশের নীলনকশা তৈরি করতে অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। কারণ, এই শ্বেতপত্রের মূল লক্ষ্যই হল আর্থিক কেলেঙ্কারি ফাঁস করা। তৃণমূল আমলের লাগামহীন দুর্নীতি আর কাটমানি সংস্কৃতির জেরে রাজ্যের কোষাগার কীভাবে শূন্য হয়ে গেল, আর সেই দেউলিয়া দশা ঢাকতে রাজ্যকে কীভাবে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার ঋণের জালে ডুবিয়ে দেওয়া হল, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব জনসমক্ষে আনবে অর্থ দপ্তর। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় বাজেট অধিবেশনের জবাবি ভাষণে অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত এই শ্বেতপত্রের হুঁশিয়ারি দেওয়ার পর থেকেই নবান্নের অলিন্দে আমলা ও শীর্ষ আধিকারিকদের মধ্যে তৎপরতা শুরু হয়েছে। মুখ্যসচিব মনোজকুমার আগরওয়াল নিজে সব দপ্তরকে সক্রিয় করার দায়িত্ব নিয়েছেন।

নবান্ন সূত্রে খবর, এই শ্বেতপত্রে নিয়োগ দুর্নীতি এবং হাজার কোটি টাকার র‍্যাশন কেলেঙ্কারির হিসাব যেমন থাকবে, তেমনই কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য প্রকল্পের টাকা কীভাবে বেআইনিভাবে অন্য খাতে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তার খতিয়ানও তুলে ধরা হবে। তাছাড়া অতিমারির সময় 'প্রতিরোধমূলক কর্মসূচি'র বিপুল অর্থ কীভাবে নয়ছয় করা হয়েছিল বা ফেলে রাখা হয়েছিল, তারও পর্দাফাঁস হবে।

মুখ্যমন্ত্রী চান না যে, এই দুর্নীতির আলোচনা শুধু বিধানসভার চার দেওয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকুক। বরং সিএজি রিপোর্টের মারাত্মক সব পর্যবেক্ষণ এবং ক্যাশ মেমোর গরমিলকে হাতিয়ার করে এমন এক অকাট্য দলিল তৈরি করতে চলেছেন অর্থমন্ত্রী, যা আইনি ও রাজনৈতিকভাবে তৃণমূলকে একেবারে কোণঠাসা করে দেবে।

# তারাতলায় এখনও উদ্ধারকাজ

তারাতলায় চলছে উদ্ধারকাজ।

## মৃত্যু বেড়ে ১৬

অর্কজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

**কলকাতা, ২৬ জুন :** তারাতলার ট্রান্সপোর্ট ডিপো রোডের সেই ধসে পড়া গুদামের সামনে এখনও থামেনি অ্যাম্বুল্যান্সের সাইরেন। ধ্বংসস্তূপের ফাঁকফোকর থেকে এখনও ভেসে আসছে আশা আর আশঙ্কার মিশ্র সুর। দু'দিন পেরিয়ে গেলেও, ভাঙা কংক্রিট আর মোচড়ানো লোহার বিমের স্তূপের নীচে এখনও কেউ আটকে রয়েছেন কি না, সেই উত্তর খুঁজতেই জানকবুল লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন উদ্ধারকারীরা।

এদিকে তারাতলাকাণ্ডে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৬। কাজ করতে আসা বিহারের মুঙ্গের জেলার একই পরিবারের ছ'জন শ্রমিকের মধ্যে দুজনের ইতিমধ্যে মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন ১৯ বছরের মন্নু কুমার। ধ্বংসস্তূপ থেকে তাঁকে জীবিত উদ্ধার করা হলেও শুক্রবার ভোরে এসএসকেএমে মৃত্যু হয় তাঁর। বৃহস্পতিবার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মৃত্যু হয়েছিল মন্নুর ভাই ঘি কুমারের। তাঁদের বাবা রাজেন্দ্র রাম হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন। বাকি দু'জন আত্মীয় মানিকচাঁদ ও শহিদ কুমার ট্রমা কেয়ারে চিকিৎসাধীন। তাঁদের পরিবারের আরও এক সদস্য শিরচাঁদ কুমার এখনও নিখোঁজ। এছাড়াও সাহিল সর্দার ও খালেক সরকার নামে আরও দুই শ্রমিকেরও মৃত্যু হয়েছে। জানা গিয়েছে, দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তীর বাসিন্দা খালেক ক্রিটিকাল কেয়ারে ভর্তি ছিলেন। প্রশাসনের আশঙ্কা, ধ্বংসস্তূপের নীচে এখনও কয়েকজন আটকে থাকতে পারেন।

ঘটনাস্থলে শুক্রবারও উদ্ধারকাজ চালিয়ে যাচ্ছেন সেনাবাহিনী, জাতীয় ও রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, কলকাতা পুলিশ, দমকল এবং অন্যান্য সংস্থার কর্মীরা। বিশাল কংক্রিটের চাঁই ও প্যাঁচ খাওয়া লোহার কাঠামো কেটে সরাতে চলছে সময়ের বিরুদ্ধে লড়াই। উদ্ধারকারীরা ধ্বংসস্তূপের নীচে ক্যামেরা ঢুকিয়ে সম্ভাব্য জীবিতদের খোঁজ চালাচ্ছেন। পাশাপাশি, সক্রিয় থাকা মোবাইল ফোনের টাওয়ার লোকেশনও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। উদ্ধারকাজে হাত বাড়িয়েছে ভারতীয় রেলও। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর অনুরোধে রেলের কর্মীরা অক্সি-কাটিং যন্ত্র নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে মোচড়ানো ইস্পাতের কাঠামো কেটে সরানোর কাজে নেমেছেন।

তারাতলাকাণ্ডে অভিযুক্ত নির্মীয়মাণ সংস্থা আয়ান ট্রেডার্স ও সংশ্লিষ্ট আর্কিটেক্টকে ইতিমধ্যে কালোতালিকাভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। শুক্রবার এই ঘোষণা করে ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'নিয়মের লঙ্ঘন বরদাস্ত করা হবে না। এটা সবে শুরু হল। এইভাবে বেআইনি ও দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজ যাঁরা করছেন, আগামীদিনে পুরসভা সেইসব সংস্থাকে কালো তালিকাভুক্ত করবে।' এই ঘটনায় ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কলকাতা পুরসভার প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিমের আপ্তসহায়ক কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। শুক্রবার আদালতে পুলিশ জানিয়েছে, 'একটি নেটওয়ার্কে কাজ করতেন প্রভাবশালী কালী। বাতিল হতে পারে এমন নকশাও তিনি অনুমোদন করিয়ে দিতে পারতেন। নেটওয়ার্কের বাকি সদস্যদের ও তাঁদের মাথার খোঁজ চলছে।' সরকারপক্ষের আইনজীবী সওয়াল করেন, 'হেপাজতে না নিলে ধৃত কালীর থেকে সব তথ্য জানা যাবে না।'

যদিও সেই দাবিকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে ধৃতের আইনজীবীর দাবি, 'যে নথির কথা বলা হচ্ছে তা পাবলিক ডোমেনেই রয়েছে। তারজন্য পুলিশি হেপাজতে নেওয়ার দরকার কী?' আগামী ৪ জুলাই পর্যন্ত কালীকে পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে আলিপুরের পুলিশ আদালত।

# বহুতল নির্মাণে আপাতত রাশ

**কলকাতা, ২৬ জুন :** তারাতলা বিপর্যয় থেকে বেআইনি নির্মাণ বন্ধে জিরো টলারেন্স নীতি নিল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সরকার। শুক্রবার ময়দানের পিডব্লিউডি তাঁবুতে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী জানান, আপাতত এক মাসের জন্য কলকাতা ও শহরতলির সমস্ত 'জি+৫' (ছয়তলা বা তার বেশি উচ্চতার) বেসরকারি বাণিজ্যিক ভবনের নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কলকাতা পুর এলাকা, বিধাননগর, রাজারহাট, নিউটাউন, বালি, পূজালি,

- বহুতলগুলির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে ১১ সদস্যের বিশেষজ্ঞ অডিট কমিটি গঠন
- নকশায় বড়সড়ো জালিয়াতি মিললে প্ল্যান চিরতরে বাতিল করা হবে
- কমিটির সবুজ সংকেত মিললে ১ অগাস্ট থেকে নতুন করে কাজ শুরুর অনুমতি

বারুইপুর, মহেশতলা, রাজপুর-সোনারপুর, দক্ষিণ দমদম, কামারহাটি ও বরানগর-এই ১২টি পুরসভার এলাকা কড়া নজরদারি ও অডিটের আওতায় আসছে।

সরকারের অবস্থান ব্যাখ্যা করে শুভেন্দু বলেন, 'রাজ্যে নগরায়ণ আটকে দেওয়া সরকারের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু মানুষের জীবনের দাম অনেক বেশি। সে কারণেই নির্মাণকাজ আইন মেনে ঠিকঠাক হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখা অত্যন্ত জরুরি।' নকশায় বড়সড়ো ত্রুটি মিললে চিরতরে তা বাতিল করে দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তিনি। তবে এই কড়াকড়ির জেরে সাধারণ মানুষের আতঙ্কিত হওয়ার বা বিভ্রান্ত হওয়ার কোনও কারণ নেই। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, সাধারণ মানুষের বসতবাড়ির সংস্কার, সংস্কারমূলক কাজ বা মেরামতি এই নিয়মের এক্তিয়ারভুক্ত নয়। এই এক মাসের নিষেধাজ্ঞা চলাকালীন আমজনতা তাঁদের নিজস্ব বসতবাড়ির যাবতীয় নির্মাণ ও মেরামতির কাজ নির্দ্বিধায় চালিয়ে যেতে পারবেন।

তারাতলার ঘটনার পরেই একগুচ্ছ কড়া ও নজিরবিহীন সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানিয়েছেন, বহুতলগুলির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে একটি ১১ সদস্যের বিশেষজ্ঞ অডিট কমিটি গঠন করা হয়েছে। পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল, দপ্তরের সচিব খলিল আহমেদ এবং পুলিশ কমিশনারকে নিয়ে বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কমিটির কাজের জন্য সুনির্দিষ্ট ডেডলাইনও বেঁধে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ৭ দিনের মধ্যে বহুতলগুলির নকশা ঠিক আছে কি না, তা দেখে প্রাথমিক রিপোর্ট দিতে হবে। নকশায় বড়সড় জালিয়াতি মিললে বহুতলের প্ল্যান চিরতরে বাতিল করা হবে। ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে এই স্পেশাল অডিট শেষ হবে এবং কমিটির সবুজ সংকেত মিললে তবেই ১ অগাস্ট থেকে নতুন করে কাজ শুরুর অনুমতি পাবে নির্মাণ সংস্থাগুলি। এছাড়া ৯০ দিনের মধ্যে সমস্ত হাইরাইজ বিল্ডিংগুলির অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা এবং লাইটনিং অ্যারেস্টার অডিট করে চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা দিতে হবে।

পোস্তা ও গার্ডেনরিচের মতো পুরোনো বিপর্যয়ের কথা টেনে পূর্বতন তৃণমূল সরকারকে তীব্র নিশানা করে শুভেন্দুর তোপ, 'পূর্বতন সরকারের আমলে সিন্ডিকেট আর কাটমানির বিনিময়ে যেভাবে বেআইনি নির্মাণের ছাড়পত্র দেওয়া হত, আজ তার পাপের ফল ভুগছে শহর। তবে আমাদের সরকারে অপরাধী যে দলেরই হোক, কাউকেই রেয়াত করা হবে না।'

APAI-WB Pre Counselling & Education Fair 2026

The biggest exposition of educational and career opportunities in engineering, pharmacy, management, and applied sciences for students post-class X, XII, and graduation.

Silicon Bengal

Organised by:
APAI
www.apaiwb.com
ASSOCIATION OF PROFESSIONAL ACADEMIC INSTITUTIONS WEST BENGAL

Date : 27th June 2026 | Time : 11:00 AM to 7:00 PM
Venue : COURTYARD BY MARRIOTT, SILIGURI
ENTRY FREE

Discover unparalleled opportunities to engage directly with leading self-financed institutions of West Bengal, offering diverse courses in Engineering/Technology (CSE, AIML, Data Science, Cyber Security, Iot, etc.), Pharmacy, and Architecture, paving the way to completing degrees such as B.Tech, B.Pharm, B.Arch., M.Tech, MCA, MBA, BCA, BBA, BHM, and securing your dream job on a global scale.

ADDITIONAL PROGRAM: BBA/BCA/BHM/B.HMCT/MCA MBA/DIPLOMA/B.SC. MEDIA SC. & Hospitality etc.

All courses are approved by AICTE, New Delhi & affiliated to Maulana Abul Kalam Azad University of Technology, West Bengal. Most of the colleges are also accredited to NAAC & NBA

These institutions provide a platform to develop skills aligned with cutting-edge technologies that are highly sought after in today's industries. Additionally, a diverse range of applied courses in fields such as management, hospitality, commerce, and accounting are available.

Member colleges of APAI-WB account for 85% of engineering and pharmacy seat intakes under WBJEEB. Take advantage of Bengal's affordable tuition fees, complemented by various scholarships, concessions, and government-supported credit facilities offered at minimum interest rates.

Member colleges of APAI-WB have been contributing to national progress by facilitating thousands of student placements in leading multinational corporations worldwide as well as in esteemed domestic industries for over two decades.

APAI Member Colleges:
- Abacus Institute of Engineering & Management (IV), Mogra, Hooghly
- Academy of Technology, Hooghly
- Asansol Engineering College (V), Asansol
- B. P. Poddar Institute of Management & Technology, Kolkata
- Bankura Unnayani institute of Engineering, Bankura
- BCDA College of Pharmacy & Technology, Barasat
- Bengal School of Technology, (A College of Pharmacy) Chinsurah
- Bengal College of Pharmaceutical Science & Research, Durgapur
- Bengal College of Engineering and Technology, Durgapur
- Bhawanipur Global Campus, Kolkata
- Bharat Technology, Uluberia, Howrah
- Budge Budge Institute of Technology, Budge Budge
- Calcutta Institute of Technology, Uluberia, Howrah
- Calcutta Institute of Pharmaceutical & Allied Health Science, Uluberia, Howrah
- College of Engineering & Management, Kolaghat
- Darjeeling Hill Institute of Technology & Management
- Dr. B.C. Roy Engineering College, Durgapur
- Dr. B.C. Roy College of Pharmacy & Allied Health Sciences, Durgapur
- Dream Institute of Technology, Kolkata
- Elitte College of Engineering
- Future Institute of Engineering & Management, Kolkata
- Future Institute of Technology, Kolkata
- Gargi Memorial institute of Technology, Kolkata
- Greater Kolkata College of Engineering & Management (JV), Baruipur
- George College, Kolkata
- Global Institute of Management and Technology, Krishnanagar
- Gupta College of Tecnological Sciences, Asansol
- Haldia Institute of Technology, Haldia
- Heritage Institute of Technology, Kolkata
- Hooghly Engineering & Technology College, Hooghly
- Ideal Institute of Engineering, Kalyani
- Institute of Engineering & Management under School of University of Engineering & Management, Kolkata

JIS Group Educational Initiatives
- Dr. Sudhir Chandra Sur Deegree Engineering College Kolkata
- Guru Nanak institute of Technology, Kolkata
- Guru Nanak institute of Pharmaceutical Science & Technology, Kolkata
- JIS College of Engineering, Kalyani
- Narula Institute of Technology, Kolkata
- Institute of Science & Technology, Chandrakona
- JLD Engineering and Management College, Baruipur
- Kingston College of Advanced Engineering and Management, Barasat
- Mallabhum institute of Tecnology, Bishnupur, Bankura
- MCKV Institute of Engineering, Liluah, Howrah
- NSHM Knowledge Campus, Durgapur
- OmDayal College of Engineering, Uluberia, Howrah
- Pailan College of Management & Technology, Kolkata
- Sanaka Educational Trust's Group of Institutions, Durgapur
- Seacom Engineering College, Howrah
- Supreme Knowledge Foundation Group of Institutions, Mankundu, Chandannagar
- St. Thomas College of Engineering & Technology, Kolkata

Swami Vivekananda Group of Institutes
- Regent Education & Research Foundation Group of Institutions, Barrackpore
- Swami Vivekananda Institute of Science & Technology, Sonarpur

Techno India Group
- Meghnad Saha Institute of Techonology, Kolkata
- Netaji Subhas Engineering Collage, Garia, Kolkata
- Siliguri Institute of Technology, Siliguri
- Techno Bengal Institute of Technology, Kolkata
- Techno College, Hooghly
- Techno Institute of Engineering & Management, Banipur
- Techno International New Town, Kolkata
- Techno International, Batanagar
- Techno Main, Salt Lake

Colleges with Modern Campus Futuristic Facilities and Experienced Faculties
Producer of Skilled and Quality Manpower to Different Parts of the Country and World
Attractive Placement across all Growing Sectors

-: In assistance with :-
Higher Education Dept., Govt. of West Bengal
Maulana Abul Kalam Azad University of Technology, West Bengal
West Bengal Joint Entrance Examination Board

ASSOCIATE SPONSORS :
JIS GROUP Educational Initiatives · TECHNO INDIA GROUP · DR. B.C. ROY ENGINEERING COLLEGE, DURGAPUR SOCIETY · SNU SISTER NIVEDITA UNIVERSITY · BRAINWARE UNIVERSITY · IEM · ADAMAS UNIVERSITY · BP PODDAR · MCKV · PAILAN GROUP OF INSTITUTIONS · OmDayal Group of Institutions · techno india university WEST BENGAL
Event Managed by Career Planner edu fair

আপন প্রাণ বাঁচিয়ে

সংঘাতের আবহে।। *শুক্রবার জয়ন্তীর পথে। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী*

## পুলিশ পাচ্ছে ইন্ডোর ফায়ার রেঞ্জ

**শিলিগুড়ি, ২৬ জুন :** ভৌগোলিক ও কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 'চিকেন নেক' অঞ্চলের নিরাপত্তা সুদৃঢ় করতে এবং পুলিশকর্মীদের নিয়মিত আগ্নেয়াস্ত্র প্রশিক্ষণের পরিকাঠামোগত ঘাটতি মেটাতে অবশেষে নিজস্ব ইন্ডোর ফায়ার রেঞ্জ পেতে চলেছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। মাল্লাগুড়িতে পুলিশ কমিশনারেট চত্বরের ভেতরেই এই আধুনিক ফায়ার রেঞ্জটি স্থাপন করা হচ্ছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এর প্রয়োজনীয় অনুমোদন মিলেছে এবং এই প্রকল্পের পরিকল্পনাও শুরু হয়েছে বলে পুলিশের এক পদস্থ কর্মকর্তা নিশ্চিত করেছেন। সম্প্রতি পুলিশ প্রশাসনের পরিকাঠামোগত উন্নয়নে জোর দেওয়ার বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশনার পরই দীর্ঘদিনের এই দাবিটি পূরণ হতে চলেছে।

নিজস্ব ফায়ার রেঞ্জ না থাকায় এতদিন পুলিশকর্মীদের আগ্নেয়াস্ত্র প্রশিক্ষণে বিএসএফ ও এসএসবি-র অনুমতির ওপর নির্ভর করতে হত। পুলিশের পাঠানো রিকুইজিশন বা আবেদনের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাঁদের ফায়ার রেঞ্জ ব্যবহারের অনুমতি মিলত। তবে এই অনুমতি পাওয়ার প্রক্রিয়াটি সহজ ছিল না এবং প্রশিক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট সময় চেয়ে অপেক্ষা করতে হত। নিজস্ব ইন্ডোর ফায়ার রেঞ্জ তৈরি হলে এই সমস্যা আর থাকবে না। পুলিশকর্মীরা তাঁদের সুবিধাজনক সময়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন।

গত বছরের জুন মাসে হিলকার্ট রোডের একটি সোনার দোকানে বড় ডাকাতির ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনার পর থেকেই পুলিশকর্মীদের নিয়মিত ও উন্নতমানের আগ্নেয়াস্ত্র প্রশিক্ষণের বিষয়টি আরও বেশি জরুরি হয়ে পড়ে। কিন্তু নিজস্ব পরিকাঠামোর অভাবই এতদিন এই প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে মূল প্রতিবন্ধকতা ছিল। পুলিশের এক কর্মকর্তা জানান, প্রস্তাবিত এই ইন্ডোর ফায়ার রেঞ্জটি দেখতে অনেকটা কনটেনারের মতো হবে, যার ভেতরে আগ্নেয়াস্ত্র প্রশিক্ষণের যাবতীয় আধুনিক সুযোগসুবিধা ও নিখুঁত পরিকাঠামো থাকবে।

## নেতা ধৃত

**চোপড়া, ২৬ জুন :** শুক্রবার চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে দাপুটে তৃণমূল নেতা মহম্মদ ইসমাইলকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। তাঁর বাড়ি কুমারটোল এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, ইসমাইলের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে। ধৃতকে শনিবার ইসলামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

## ঝুলন্ত দেহ

**চোপড়া, ২৬ জুন :** চোপড়া থানার প্রসাদগছ এলাকায় শুক্রবার এক মহিলার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃতার নাম সুমিত্রা মুর্মু (৩৫)। বিকেলে তাঁর বাড়ির শোয়ার ঘর থেকে দেহ মেলে। ময়নাতদন্তের জন্য দেহ ইসলামপুর হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ।

### 'ওয়েট অ্যান্ড ওয়াচ' নীতি

# মমতা না ঋতব্রত, দোলাচলে নেতারা

**রণজিৎ ঘোষ**

**শিলিগুড়ি, ২৬ জুন :** শিলিগুড়ির তৃণমূল কংগ্রেসেও এখন 'ওয়েট অ্যান্ড ওয়াচ' নীতি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় না ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, কোন শিবিরে নাম লেখালে ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত, বুঝতে না পেরে জল মাপছেন অনেকেই।

আঙুল থেকে ভোটের কালি ওঠার আগেই ক্ষমতাচ্যুত তৃণমূল দ্বিখণ্ডিত। শিলিগুড়ির তৃণমূলেও অভ্যন্তরীণ সংকট প্রকট। নেতানেত্রীদের কার্যত মুখ দেখাদেখি বন্ধ। সিংহভাগই বাড়ির বাইরে পা মাড়াচ্ছেন না। এরই মধ্যে একটা অংশ ঋতব্রতর সঙ্গে সরাসরি অথবা প্রতিনিধি মারফত যোগাযোগ রাখছেন। দু'দিন আগে কলকাতায় ঋতব্রতর সভায় দেখা গিয়েছে তৃণমূলের প্রাক্তন দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষকে। যদিও ফোন না ধরায় পাপিয়ার বক্তব্য পাওয়া যায়নি। ঋতব্রত বলেছেন, 'দু'দিন অপেক্ষা করুন আরও অনেককিছু জানতে পারবেন। আমি নিজেও কিছুদিনের মধ্যে উত্তরবঙ্গে যাব।' জানা গিয়েছে, এমন পরিস্থিতিতে মমতাপন্থী শিবিরের তরফে শিলিগুড়ির দুই নেতাকে কালীঘাটের বৈঠকে ডাকা হয়েছিল। কিন্তু দুই নেতার একজনও সেখানে যাননি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই দুই নেতার বক্তব্য, এখনই কোনও শিবিরে যাওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়নি। এক শিবিরে গিয়ে অন্য শিবিরের বিরাগভাজন হওয়ার দরকার নেই।

এরই মধ্যে তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা কমিটির চেয়ারম্যান গৌতম দেব বৃহস্পতিবার রাতে সদ্য প্রাক্তন কাউন্সিলারদের কয়েকজনকে নিয়ে বৈঠক করেন। বৈঠকে পুরনিগমে প্রশাসক বসানোর সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আদালতে যাওয়ার বিষয়ে প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে। আইনজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলার জন্য দুজন প্রাক্তন কাউন্সিলারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। গৌতম বলেছেন, 'রাজনীতিতে থাকলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেই থাকব। শিবির বদলের কোনও সম্ভাবনা নেই।'

> **রাজনীতিতে থাকলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেই থাকব। শিবির বদলের কোনও সম্ভাবনা নেই।**
>
> **গৌতম দেব**
> *তৃণমূল নেতা*

রাজ্যে সরকার বদল হওয়ার পর থেকেই রাস্তায় কাউন্সিলারদের বাইরে তেমনভাবে আর দেখা যেত না তৃণমূল নেতানেত্রীদের। মেয়র পদে গৌতমের ইস্তফা এবং কিছুদিনের মধ্যে পুরনিগমে প্রশাসক শাসন কায়েম হওয়ায় এখন অন্তরালে কাউন্সিলাররা। তৃণমূলের পাশাপাশি দলের নেতাদের ভবিষ্যৎ নিয়েও সাধারণ মানুষের মধ্যে চর্চার শেষ নেই। নিজেদের ভবিষ্যৎ ভাবনায় দলের নেতারাও। যে কারণে দলের অনেকেই ঋতব্রতর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছেন। এর মধ্যে মহকুমা পরিষদের সদস্য থেকে প্রাক্তন কাউন্সিলাররা রয়েছেন। মহানন্দা নদীর ওপারের এক সদ্য প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলারের বক্তব্য, 'শুধু আমি নই, ঋতব্রত শিবিরের সঙ্গে অনেকেই যোগাযোগ রাখছে। বোর্ডে থাকা নিয়েও ঋতব্রতরা মাথা ঘামিয়েছিলেন। কিন্তু শেষমেশ বোর্ডে থাকা গেল না।'

মমতা এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কথা বলতে চাওয়ায় কালীঘাটে ডাকা হয়েছিল গ্রামের এক প্রভাবশালী নেতাকে। না যাওয়ার কারণ হিসেবে তিনি বলছেন, 'পরিস্থিতি কোন দিকে যাচ্ছে, সেটা আগে কিছুদিন পর্যবেক্ষণ করার পর সিদ্ধান্ত নেব।' ওই বৈঠকে ডাক পাওয়া শহরের এক নেতার বক্তব্য, 'কালীঘাটের ডাক এসেছিল। কিন্তু আমি এত দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে চাইছি না।'

### বেনোজল ঠেকাতে উদ্যোগী আরএসএস

# বিজেপির সঙ্গে সমন্বয় বৈঠক

**নীতেশ বর্মন**

**শিলিগুড়ি, ২৬ জুন :** অবাধ যোগদানে লাগাম টানল আরএসএস। পালাবদলের পর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘে যোগদানের হিড়িক পড়ে গিয়েছে। বেনোজলের প্রবেশ রুখতে কড়া নজরদারির সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর শুক্রবার উত্তরবঙ্গে প্রথম সমন্বয় বৈঠক করল আরএসএস। শিলিগুড়িতে সংঘের উত্তরবঙ্গের সদর কার্যালয় মাধব ভবনে আয়োজিত ওই বৈঠকে উচ্চারিত হল বেশ কিছু সাবধানবাণী। এবার থেকে সংঘের যে কোনও শাখা সংগঠনে যোগদানের ক্ষেত্রে অনুমতির প্রয়োজন পড়বে। যিনি যোগদান করতে চাইবেন, তাঁর সম্পর্কে আগে পুঙ্খানুপুঙ্খ খোঁজখবর নেওয়া হবে। তারপর সংঘের তরফে সবুজ সংকেত মিললে তবেই তিনি যোগদান করতে পারবেন। অন্যথায় দরজা বন্ধই থাকবে।

রাজ্যজুড়ে পরিবর্তনের হাওয়া। শহর হোক বা গ্রাম, অনেক রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরাই এখন বিজেপিতে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু পদ্ম শিবির যোগদানের ক্ষেত্রে কিছুটা সতর্ক। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বললেও স্থানীয়স্তরের সিদ্ধান্ত, আপাতত তৃণমূলের কোনও নেতাকে দলে নেওয়া হবে না। কিন্তু সংঘের দরজা তো সকলের জন্য উন্মুক্ত। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে অনেকে সংঘের বিভিন্ন শাখা সংগঠনে যোগদান করছেন। জানা যাচ্ছে, গত প্রায় দুই মাসে কয়েক লক্ষ ব্যক্তি সংঘে যোগদানের জন্য আবেদন করেছেন। তাঁদের শাখা সংগঠনের মাধ্যমে সংঘের সঙ্গে যুক্ত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এর ফলে সংঘে বেনোজল প্রবেশ করবে কি না, সেই আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

> ■ গত প্রায় দুই মাসে কয়েক লক্ষ ব্যক্তি সংঘে যোগদানের জন্য আবেদন করেছেন
>
> ■ এবার থেকে যিনি যোগদান করতে চাইবেন, তাঁর সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ খোঁজখবর নেওয়া হবে
>
> ■ সংঘের তরফে সবুজ সংকেত মিললে তবেই তিনি যোগদান করতে পারবেন, অন্যথায় দরজা বন্ধ থাকবে

এখন উত্তরবঙ্গে সংঘের কমবেশি ৬০০ শাখা (আরএসএসের শারীরিক ও মানসিক বিকাশকেন্দ্র) চলছে। সংঘের লক্ষ্য আগামী এক বছরে আড়াই হাজার শাখা চালু করার। সেজন্য বিজেপি সহ নিজেদের শাখা সংগঠনগুলির সাহায্য চেয়েছেন সংঘের নেতৃত্ববৃন্দ। তবে শুধু সংগঠনের শক্তিবৃদ্ধি নয়, সমন্বয় রক্ষাই সংঘের মূল উদ্দেশ্য। বৈঠকের পরে সংঘের এক কর্তা বলেন, 'আগামীদিনে সংগঠনবৃদ্ধি আমাদের প্রধান লক্ষ্য। তবে সেজন্য সমন্বয় রেখে চলতে হবে। এই ধরনের বৈঠকে শাখা সংগঠনগুলির সুবিধা-অসুবিধার কথা শোনা হয়। বেনোজল আটকাতে সংগঠনগুলিকে নজরদারি বাড়াতে বলা হয়েছে।'

বিজেপি সূত্রে খবর, এদিনের বৈঠকে উত্তরবঙ্গের প্রত্যেক জেলার দলের জেলা সভাপতিরা উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যেকে তাঁদের জেলার সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন। অভিযোগ, সরকারের কাজে দলের অনেক নেতা খবরদারি চালাচ্ছেন। বৈঠকে সংঘের তরফে সরকারি কাজে যাতে দলের কেউ খবরদারি না চালান, তা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। তবে বৈঠকে বিধায়কদের ডাকা হয়নি। সাংসদ মনোজ টিগ্গা, রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামী বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বিজেপির এক নেতার বক্তব্য, 'সংগঠনে স্বচ্ছতা আনার লক্ষ্যেই সংঘের নজরদারি বৃদ্ধি করা হল। সমন্বয় রেখেই রাজ্যে দল ক্ষমতায় এসেছে। এই সমন্বয়ই রাজ্যে ন্যাশনালিস্ট শক্তির উন্মেষ ঘটাবে।'

## রেকর্ড লিচু পরিবহণ

**বাগডোগরা, ২৬ জুন :** লিচু বাইরে পাঠানোতে রেকর্ড গড়ল বাগডোগরা বিমানবন্দর। ২০২৬-'২৭ অর্থবছরে এই বিমানবন্দর থেকে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে মোট ৭৪১.৫২৫ মেট্রিক টন লিচু পাঠানো হয়েছে। বাগডোগরা বিমানবন্দরের ডিরেক্টর নাভিদ নাজিম তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে এই পরিসংখ্যান তুলে ধরেছেন।

তিনি জানিয়েছেন, ২০২৫-'২৬ অর্থবছরে লিচু বাইরে পাঠানোর পরিমাণ ছিল ২৭১.৪ মেট্রিক টন। সেই তুলনায় চলতি বছরে তা প্রায় ১৬০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা একটি রেকর্ড। এবছর লিচুর উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ভারতের যেসব স্থানে লিচুর চাহিদা রয়েছে, মূলত সেই রাজ্যগুলিতেই এই ফল পাঠানো হয়েছে। দিল্লি, মুম্বই সহ অন্য মেট্রো শহরগুলিতে লিচু পাঠানো হয়েছে। এর ফলে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বড় বাজারগুলির সঙ্গে প্রান্তিক এলাকার উৎপাদকদের ব্যবসার এক মজবুত মেলবন্ধন তৈরি হয়েছে।

নিখাদ আনন্দ।। *চিলাপাতার জঙ্গলে বানিয়া নদীর ছবিটি তুলেছেন কোচবিহারের সঞ্জয় বণিক।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

# স্কুলের জমি ঘেরার অভিযোগ

**খোকন সাহা**

**বাগডোগরা, ২৬ জুন :** শুক্রবার রাজ্যের স্কুলগুলিতে ছিল মহরমের ছুটি। আর সেই সরকারি ছুটির সুযোগ কাজে লাগিয়ে স্কুল চত্বরে ঢুকে জমি দখলের চেষ্টার অভিযোগ উঠল বাগডোগরার আঠারোখাই এলাকায়। আঠারোখাইয়ের শ্রীনরসিংহ বিদ্যাপীঠ চত্বরের ভেতর আচমকা টিন ও বাঁশ দিয়ে জমি ঘেরাকে কেন্দ্র করে এদিন চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি স্কুলে পৌঁছে দখলে বাধা দেয় স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। পরে মাটিগাড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এলে দখলকারীদেরই একজন বাধ্য হয়ে সেই টিনের ঘেরা অংশ ভেঙে দেন।

বিষয়টি স্কুলের টিচার ইনচার্জ রথীন খাসনবিশকে ফোনে জানানো হলে তিনি বলেন, 'এটি শ্রীনরসিংহ বিদ্যাপীঠ এবং ডুমরিগুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জয়েন্ট ক্যাম্পাস। এখানে জমি দখলের অভিযোগটি আমিও জানতে পেরেছি। আমি জলপাইগুড়িতে একটি অনুষ্ঠানে এসেছি। ফিরে গিয়ে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব।' প্রাথমিক বিদ্যালয় ভিলেজ এডুকেশন কমিটির সভাপতি স্বপ্না নিয়োগীর বক্তব্য, 'স্কুলের জমি কেউ ঘিরে দিয়েছে বলে আমিও খবর পেয়েছি। পুলিশ আসার পর তা ভেঙে দেওয়া হয়েছে। আমরা উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা নেব।' ডুমরিগুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা স্বপ্না ব্রজবাসীর কথায়, 'আজ ছুটির দিন থাকায় বাড়িতেই ছিলাম। আমাকে কেউ কিছু বলেনি।'

*টিন দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে স্কুল ক্যাম্পাসের জমি। শুক্রবার।*

এদিন দুপুরে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায়, স্কুলের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে প্রায় ১৫ কাঠা জমি টিন ও বাঁশ দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে। সেই টিনের বেড়ার গায়ে রং-তুলি দিয়ে নাম লিখছিলেন ললিন সিংহ নামের এক ব্যক্তি। তাঁকে চেপে ধরেন বিজেপির কিষান মোর্চার জেলা সভাপতি সুমিত ঘোষ এবং বিজেপির আঠারোখাই মণ্ডল সভাপতি সুভাষ ঘোষ। ললিন তাঁদের বলেন, 'আমাকে নৃপেন সিংহ বেড়ায় তাঁর নাম লিখতে বলেছেন। এর জন্য আমাকে ৭০০ টাকা হাজিরা দেবেন বলেছেন। আমি এর বেশি কিছু জানি না।' স্কুলের নিরাপত্তাকর্মী চিত্তরঞ্জন রায়ের দাবি, 'আমাকে বলা হয় ভেতরে কাজ হবে। তাই আমি গেট খুলে দিয়েছিলাম।'

ঘটনা প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা সুমিতের মন্তব্য, 'আমরা ছোটবেলায় এই স্কুলে পড়েছি। স্কুলে দীর্ঘদিন ধরেই সীমানা প্রাচীর দেওয়া রয়েছে। তারপরও বাইরে থেকে কেউ এসে গায়ের জোরে জমি দখল করবে, এটা আমরা মেনে নেব না।' সুভাষের বক্তব্য, 'স্কুলের মেইন গেট খুলে ট্রাকে টিন-বাঁশ নিয়ে ভেতরে ঢুকে জমি ঘিরে ফেলাটা সম্পূর্ণ পূর্বপরিকল্পিত। নাহলে এই ছুটির দিনকে কেন বেছে নেওয়া হবে? আমরা ভাগ্যিস ঠিক সময়ে এসেছিলাম। সরকারি জমি যে বা যারাই দখল করুক, স্কুল কর্তৃপক্ষের উচিত অবিলম্বে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া।'

## কনস্টেবলকে ঘিরে 'চোর' স্লোগান

**শিলিগুড়ি, ২৬ জুন :** এক পুলিশ কনস্টেবলের বিরুদ্ধে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নির কাগজপত্র জালিয়াতি করে নিজের পিসির সম্পত্তি 'গিফট ডিড' করে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। এনিয়ে শুক্রবার আশিঘর মোড় এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। মিনতি দাস নামের এক বৃদ্ধা তাঁর পরিবারের সদস্যদের নিয়ে এলাকার একটি বাড়ির সামনে গিয়ে উপস্থিত হন। বাড়িটির প্রবেশপথে বসে পড়ে তিনি বাড়িটি ফেরত পাওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। ওই সময় বাড়ির গলিতে উত্তেজনা তৈরি হয়। অভিযুক্ত কনস্টেবল বাইক নিয়ে বের হওয়ার সময় বৃদ্ধা ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা তাঁকে ঘিরে 'চোর' স্লোগান দিতে থাকেন।

পরে আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এদিন পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় বৃদ্ধা ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা মন্ত্রীর গাড়ি থামিয়ে অসহায় অবস্থার কথা জানান। মন্ত্রী বিষয়টি পুলিশকে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন। পরে শংকর বলেন, 'জনপ্রতিনিধি হিসেবে সকলের সমস্যা দেখাই আমাদের কর্তব্য। পুলিশ-প্রশাসন যাতে এই বিষয়টা গুরুত্ব সহকারে দেখে প্রকৃত আইনি ব্যবস্থা নিতে পারে, সে জন্য তাদের সঙ্গে কথা বলেছি।' অভিযুক্ত কনস্টেবলকে ফোন করা হলে তিনি সাড়া দেননি।

## দাসপাড়া ফাঁড়িতে এডিজি

**চোপড়া, ২৬ জুন :** চোপড়া থানার অধীনস্থ দাসপাড়া পুলিশ ফাঁড়ি পরিদর্শন করলেন রাজ্য পুলিশের এডিজি (উত্তরবঙ্গ) কালিয়াপ্পান জয়রামন। বর্তমানে দাসপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পুরোনো ভবনে এই পুলিশ ফাঁড়ির কাজকর্ম চলছে। ফাঁড়ির বর্তমান ভবনটি একদিকে যেমন জরাজীর্ণ, তেমনই রয়েছে পর্যাপ্ত ঘরের অভাব। তাই নতুন ভবনের একান্ত প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এদিকে, দাসপাড়া ফাঁড়িকে পূর্ণাঙ্গ থানায় উন্নীত করার জন্য ইতিমধ্যেই ইসলামপুর পুলিশ জেলার তরফে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রস্তাবও পাঠানো হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে ইসলামপুরের পুলিশ সুপার রাকেশ সিং বলেন, 'দাসপাড়ায় থানা করার বিষয়ে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। সেই বিষয়গুলি খতিয়ে দেখতেই এদিন এডিজি এলাকা পরিদর্শনে এসেছিলেন।' প্রস্তাব অনুযায়ী, চোপড়ার মোট আটটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ঘিরনিগাঁও, দাসপাড়া, লক্ষ্মীপুর ও চুটিয়াখোর- এই চারটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা নিয়ে নতুন থানা গঠনের পরিকল্পনা রয়েছে। এলাকায় নতুন থানা ভবন তৈরির জন্য ঘিরনিগাঁওয়ের লালবাজার এলাকায় এক বছর আগেই প্রায় এক একর জমি চিহ্নিত করা হয়। শুক্রবার সেই চিহ্নিত জমিও ঘুরে দেখেন এডিজি।

## র‍্যালি

**চোপড়া, ২৬ জুন :** আন্তর্জাতিক মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী দিবস উপলক্ষ্যে শুক্রবার চোপড়া থানার পুলিশের উদ্যোগে সদর এলাকায় একটি সচেতনতামূলক র‍্যালির আয়োজন করা হয়।

### উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

# বিকল এক্স-রে মেশিন, হয়রানি

**শিলিগুড়ি, ২৬ জুন :** ফের বিকল এক্স-রে মেশিন। ফলে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে এসে হয়রানির শিকার হচ্ছেন রোগী ও তাঁদের পরিজনরা।

মেডিকেলের জরুরি বিভাগের পাশেই পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের (পিপিপি) মাধ্যমে একটি এক্স-রে ইউনিট চালানো হয়। তবে গত তিনদিন ধরে মেশিনটি বিকল হয়ে যাওয়ায় বিঘ্নিত হচ্ছে পরিষেবা। ফলে সমস্ত রোগীকে সুপারস্পেশালিটি ব্লকে থাকা সরকারি এক্স-রে ইউনিটে পাঠানো হচ্ছে। কিন্তু সেখানেও প্রচুর ভিড় থাকায় বহু রোগী পরিষেবা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বলে অভিযোগ। অনেকে আবার বাইরের বেসরকারি প্যাথল্যাব থেকে এক্স-রে করাতে বাধ্য হচ্ছেন। মেডিকেলের সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিকের আশ্বাস, 'দ্রুত পরিষেবা স্বাভাবিক হবে।'

সূত্রের খবর, পিপিপি মোডের এক্স-রে'র প্রিন্টার খারাপ হয়ে গিয়েছে। সে কারণেই বিঘ্নিত হচ্ছে পরিষেবা। সেটি মেরামতির জন্য এজেন্সিকে বলা হয়েছে। শনিবারের মধ্যে পরিষেবা স্বাভাবিক হয়ে যাবে। এই পরিস্থিতিতে সুপারস্পেশালিটি ব্লকের এক্স-রে ইউনিটে লোকবল বাড়িয়ে কেন ২৪ ঘণ্টা পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে না সেই প্রশ্ন উঠছে।

শুক্রবার হাসপাতালে গিয়ে দেখা গেল, পিপিপি মোডের এক্স-রে ইউনিটের দরজা বন্ধ। সেখানে থাকা নিরাপত্তারক্ষী রোগীদের সুপারস্পেশালিটি ব্লকে যাওয়ার জন্য বলছেন। তবে সেখানে গিয়েও রোগীদের সুরাহা হচ্ছে না।

> ■ এক্স-রে'র প্রিন্টার খারাপ হয়ে যাওয়ায় বিঘ্নিত হচ্ছে পরিষেবা
>
> ■ তিনদিন ধরে মেশিন বিকল থাকায় হয়রানির শিকার রোগীরা

এদিন বাগডোগরা থেকে আসা সুবল বিশ্বাস বললেন, 'সকালে ডাক্তার দেখিয়ে এক্স-রে করার জন্য সুপারস্পেশালিটি ব্লকে গিয়েছিলাম। সেখানে মারাত্মক ভিড়। আমার ২৪৫ নম্বরে নাম পড়েছে।' তাঁর আরও বক্তব্য, 'মাঝেমধ্যেই সেখানে অন্তর্বিভাগে চিকিৎসাধীন রোগীদের এনে এক্স-রে করিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ওখানে যে পরিস্থিতি দেখলাম তাতে আমার নম্বর আসার আগেই রাত্রি হয়ে যাবে।'

হাসপাতাল সূত্রে খবর, পিপিপি মডেলে চলা এক্স-রে ইউনিটে সবচেয়ে বেশি ভিড় হয়। প্রতিদিন এখানে অন্তত ৩৫০ জনের এক্স-রে করা হয়। অন্যদিকে, সুপারস্পেশালিটি ব্লকে থাকা সরকারি এক্স-রে ইউনিটে প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ১২০-১৫০ জনের এক্স-রে করা হয়। তাছাড়া সরকারি এক্স-রে ইউনিটে সবসময় প্লেট সরবরাহ স্বাভাবিক থাকে না। এমনকি রিপোর্ট পেতেও অনেকটাই দেরি হয়। যার জেরে চিকিৎসকরা রোগীদের পিপিপি মোডের এক্স-রে ইউনিটেই যাওয়ার পরামর্শ দেন। যার জেরে দিনভর এই এক্স-রে ইউনিটে রোগীদের লম্বা লাইন থাকে।

মৌমিতা বিশ্বাস নামে কাওয়াখালির এক রোগী জানালেন, এক্স-রে করানোর জন্য তিনদিন ধরে ঘুরছেন। বিরক্তির সঙ্গে বললেন, 'চিকিৎসক বুকের এক্স-রে করাতে বলেছেন। সুপারস্পেশালিটি ব্লকে গিয়েছিলাম। সেখানে বলা হচ্ছে, ভিড় রয়েছে। এক সপ্তাহ পরে আসুন। এখানেও মেশিন খারাপ। বাইরে থেকে এক্স-রে করাতে ৩৮০ টাকা চাইছে। কী করবে বুঝতে পারছি না।'

# 'নাগমণি' ও 'এস২'-এর রুটিনেও বদল

**তমালিকা দে**

**শিলিগুড়ি, ২৬ জুন :** বাসস্থান পরিবর্তন হতেই রয়েল বেঙ্গল টাইগার 'নাগমণি' ও 'এস২'-এর খাবারের রুটিনেও এল পরিবর্তন। 'অ্যানিমাল এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম'-এর মাধ্যমে বৃহস্পতিবার দার্জিলিংয়ের পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিক্যাল পার্ক থেকে বেঙ্গল সাফারিতে আনা হয়েছে সাদা রয়েল বেঙ্গল টাইগার নাগমণিকে। অন্যদিকে, বেঙ্গল সাফারি থেকে দার্জিলিংয়ের চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার শীলার সন্তান এস২-কে।

নাগমণি পাহাড়ের ঠান্ডা আবহাওয়ায় অভ্যস্ত ছিল। তাই সমতলের আবহাওয়ায় তার কোনও অসুবিধা হচ্ছে কি না, সেদিকে নজর রাখছে সাফারির পশু চিকিৎসকের বিশেষ দল। অন্যদিকে, শিলিগুড়ি থেকে পাহাড়ে যাওয়া এস২ সেখানকার আবহাওয়ায় এখনও সুস্থই রয়েছে বলে খবর। বেঙ্গল সাফারিতে থাকার সময় সোমবার এস২-এর 'মিল অফ' রাখা হত। পাহাড়ে গিয়ে তা পরিবর্তন করে বৃহস্পতিবার করা হয়েছে। ঠিক একইভাবে, দার্জিলিং চিড়িয়াখানায় নাগমণির 'মিল অফ' থাকত বৃহস্পতিবার। বেঙ্গল সাফারিতে এসে সেটা পরিবর্তন হয়ে সোমবার হয়েছে। এছাড়া দুই জায়গাতেই দুই নতুন অতিথিকে আপাতত কড়া নজরদারিতে রাখা হয়েছে।

চিড়িয়াখানা সূত্রে খবর, শুক্রবার সকালে পাহাড়ি আবহাওয়ায় এস২-কে সুস্থ ও স্বাভাবিক আচরণ করতে দেখা গিয়েছে। এদিন তাকে মাংস খেতে দেওয়া হয় এবং তা খেয়ে সে বিশ্রাম নিয়েছে।

খাওয়ার পর তার শারীরিক কোনও অসুবিধা হচ্ছে কি না, তাও পরীক্ষা করে দেখেছেন চিকিৎসকরা। দার্জিলিং চিড়িয়াখানার এক আধিকারিক জানান, এস২-কে আপাতত কোয়ারান্টিনে রাখা হয়েছে এবং সে সুস্থ রয়েছে।

অন্যদিকে, বেঙ্গল সাফারিতেও এদিন স্বাভাবিক আচরণ করতে দেখা গিয়েছে নাগমণিকে। নতুন পরিবেশে মানিয়ে নিতে তার যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, সেজন্য সবরকম ব্যবস্থা রেখেছে সাফারি কর্তৃপক্ষ। নাগমণির দেখাশোনার জন্য দার্জিলিং চিড়িয়াখানা থেকে একজন 'জু-কিপার'-কে পাঠানো হয়েছে। কয়েকদিন তিনি বেঙ্গল সাফারিতে নাগমণির দেখভালের দায়িত্বে থাকবেন। বেঙ্গল সাফারিতে কয়েকদিন কোয়ারান্টিনে থাকবে নাগমণি। দুই চিড়িয়াখানাতেই নতুন অতিথিদের খাবারের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। কঠিন খাবার (সলিড) থেকে শুরু করে তারা কতটা জল পান করছে, সবদিকেই সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন চিকিৎসকরা।

# বিপজ্জনক বোল্ডার সরাতে গিয়ে যানজট

সাগর বাগচী

**সেবক, ২৬ জুন :** ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে সেবকের ধসকবলিত এলাকায় রাস্তার পাশে পাহাড়ের গায়ে বিপজ্জনকভাবে বিশালাকার বোল্ডার ঝুলে রয়েছে। সামান্য বৃষ্টি হলেই মাটি সরে সেই পাথর যে কোনও সময় নীচে যাতায়াতকারী যানবাহনের ওপর ভেঙে পড়তে পারে। এই চরম আশঙ্কা থেকে শুক্রবার সেবকের ধসপ্রবণ এলাকায় ঝুলন্ত বোল্ডার নীচে নামানোর জন্য দমকলকে ডেকে আনা হয়। নীচ থেকে পাইপের মাধ্যমে তীব্র গতিতে জল স্প্রে করে দিনভর সেই বোল্ডার নামানোর চেষ্টা চালানো হয়।

দমকলের এই অভিযানের কারণে পুলিশ দিনভর দফায় দফায় যান চলাচল বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়। যার জেরে সেবক থেকে শিলিগুড়ি আসার পথে আট মাইল এলাকা পর্যন্ত ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। ধসের আশঙ্কায় এদিন দার্জিলিং জেলা পুলিশের তরফে সেবক হয়ে ভারী যানবাহন চলাচল দিনভর নিয়ন্ত্রণ করা হয়। পাশাপাশি, দফায় দফায় সিকিম ও কালিম্পং থেকে শিলিগুড়ির দিকে আসা যানবাহনের মুখ ডুয়ার্সের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে বৃহস্পতিবারের মতো এদিনও সাধারণ যাত্রীদের চরম নাকাল হতে হয়।

বুধবার রাত থেকে বৃহস্পতিবার বিকেল পর্যন্ত সেবকে ধসের জেরে প্রায় ১৭ ঘণ্টা ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে যান চলাচল সম্পূর্ণ স্তব্ধ ছিল। বৃহস্পতিবার বিকেলের দিকে ধস সরানো সম্ভব হলেও পাহাড়ের গায়ে বিপজ্জনকভাবে আটকে থাকা দুটি বড় বোল্ডার মাটি কেটে নামাতে বেশ কয়েক ঘণ্টা সময় লেগে যায়।

কিন্তু তারপরও পাহাড়ের গায়ে প্রায় ১০০ ফুট উঁচুতে আরও কিছু বোল্ডার বিপজ্জনকভাবে ঝুলে থাকায় পুলিশ গভীর চিন্তায় পড়ে। সেই কারণে এদিন পুলিশ প্রথমে বন দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করে। বনকর্মীরা এসে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলেও পাথর নীচে নামানো যে তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়, তা পুলিশকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন। এমন পরিস্থিতিতে

*সেবকে ধস নামার জায়গায় দমকলকর্মীরা কাজ করছেন। শুক্রবার। ছবি - সূত্রধর*

শিলিগুড়ি থেকে দমকলের ইঞ্জিন তলব করা হয়। কিন্তু রাস্তার তীব্র যানজট পেরিয়ে সেবকে পৌঁছাতে দমকলের গাড়িগুলির অনেকটা সময় লেগে যায়। শেষপর্যন্ত দুই দফায় দুটি ইঞ্জিন সেবকে পৌঁছায়। সেবক পুলিশের উপস্থিতিতে জল স্প্রে করে পাথরগুলি নামানোর চেষ্টা করা হলেও তাতে তেমন একটা লাভ হয়নি।

দমকলের এই কাজ চলাকালীন সিকিম ও কালিম্পং থেকে শিলিগুড়িগামী বহু যানবাহনকে করোনেশন সেতু হয়ে পুলিশ ঘুরিয়ে দেয়। সেই গাড়িগুলি ডুয়ার্স হয়ে শিলিগুড়ির দিকে রওনা দেয়। তবে জল ছেটানো বন্ধ হলে ফের সেবক হয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। প্রধাননগরের বাসিন্দা পেশায় মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ সুমন রায় এদিন শিলিগুড়ি থেকে গ্যাংটক যাচ্ছিলেন। সুমনের কথায়, 'সেবকে যেভাবে ধস নামছে তা সত্যি বিপজ্জনক। তিস্তা বাজার পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গাও ধসপ্রবণ। দমকল নিয়ে এসে কতটা পাথর নামানো সম্ভব হবে তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। প্রবল বৃষ্টি হলে মাটি সরে গিয়ে এই পাথর নেমে আসে।' দীনেশ সাহুরও একই অভিজ্ঞতা হয়। তিনি শিলিগুড়ি থেকে বিদ্যুতের কিছু সামগ্রী কিনে কালিম্পং যাচ্ছিলেন। কালিম্পংয়ের আলগারাতে তাঁর একটি দোকান রয়েছে।

দীনেশের কথায়, 'বর্ষার শুরুতে ধসের যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। আগামী কয়েকদিন ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। মনে হচ্ছে এই ধস ভোগাবে।' এদিকে, এদিন মালবোঝাই যানবাহন যাতে শিলিগুড়ি থেকে সেবকের দিকে যেতে না পারে, সেজন্য শালুগাড়া চেকপোস্টে সেই গাড়িগুলির মুখ ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। ওই গাড়িগুলি গজলডোবা, ডুয়ার্স হয়ে সিকিম ও কালিম্পংয়ের দিকে রওনা দেয়।

*ট্রাকের সারি। শুক্রবার ফুলবাড়ির ক্যানাল রোডে।*

# বেহাল রাস্তায় আটকে গাড়ি

## চরম দুর্ভোগ ফুলবাড়িতে

সাগর বাগচী

**শিলিগুড়ি, ২৬ জুন :** জলে ভরাট রাস্তায় অজস্র গর্ত। সেই গর্তে আটকে অসংখ্য ট্রাকের চাকা। ফলে কোনও গাড়ি এগোতে পারছে না। চেষ্টা করেও বড় গর্ত থেকে পণ্যবাহী ট্রাকগুলিকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছেন না চালকরা। শুক্রবার ফুলবাড়ির ক্যানাল রোডে প্রায় ১২ ঘণ্টা এভাবেই আটকে থাকল অসংখ্য ট্রাক, ট্যাংকার। পথে আটকে চরম হয়রানি চালক এবং তাঁদের সহযোগীদের। পানীয় জল ও খাবার না থাকায় কার্যত দিশেহারা পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয় তাঁদের। এমন দুর্দশা দেখে এগিয়ে আসেন স্থানীয়রা। অতিথি আপ্যায়নের মতো জল, বিস্কুট এবং গরম চা নিয়ে তাঁরা পৌঁছে যান ট্রাকচালক ও খালাসিদের কাছে। যা দেখতে পেয়ে জলের বোতল নিয়ে এগিয়ে যান নিউ জলপাইগুড়ি থানা ও ফুলবাড়ি ট্রাফিক গার্ডের আধিকারিকরাও।

ঘটনাটি জানার পর আর্থমুভার দিয়ে কিছু গর্ত ভরাট করে দেয় শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ)। স্থানীয়দের সাহায্যে গর্তে আটকে থাকা গাড়িগুলিকে তোলা হয়।

গত বছর থেকেই ফুলবাড়ির বাইপাসের ওই ১ কিলোমিটার ২০০ মিটার রাস্তাটি বেহাল। এই পথে গাড়ির চাকা আটকে যাওয়া বা দুর্ঘটনা এখন প্রতিদিনের ঘটনা। বছরের পর বছর টোল আদায়ের পরেও কেন রাস্তাটি যান চলাচলের উপযুক্ত করেনি এসজেডিএ, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে এদিনও। রাস্তার পরিস্থিতি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন ট্রাকচালকরা। বর্ষার শুরুতেই রাস্তার পরিস্থিতি এমন হলে আগামী দিনগুলিতে কী হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। তামিলনাড়ু থেকে অসমের গুয়াহাটিতে মালবোঝাই ট্রাক নিয়ে যাচ্ছিলেন মহম্মদ জামির। শুক্রবার ভোর ৪টে নাগাদ তাঁর ট্রাকের চাকা আটকে যায় গর্তে। গাড়িতে পর্যাপ্ত জল না থাকায় চরম সমস্যায় পড়েন তিনি।

জামির বলেন, 'এই রাস্তার জন্য দিনটা নষ্ট হল। কেন রাস্তাটি ঠিক করা হচ্ছে না বুঝতে পারছি না। রাস্তাটি দ্রুত ঠিক করার দাবি জানাচ্ছি।' জম্মু থেকে ট্রাক নিয়ে অসমের দিকে যাচ্ছিলেন জগজিৎ সিং। তিনি বলেন, 'স্থানীয়রা জল দেওয়ায় কিছুটা স্বস্তি পেয়েছি। আমার গাড়ির সামনে থাকা একটি ট্রাকের চাকা স্থানীয়রা ঠেলে তুলতে সাহায্য করেছেন। আর কতদিন এখানে সমস্যায় পড়তে হবে বুঝতে পারছি না।' এসজেডিএ সূত্রে খবর, রাস্তাটির সংস্কারে চার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তবে কবে কাজ শুরু হবে, তা স্পষ্ট নয়।

- গর্তে আটকে গাড়ির চাকা, বেহাল ফুলবাড়ি ক্যানাল রোডে ১২ ঘণ্টা আটকে শতাধিক গাড়ি
- জল ও খাবার না পেয়ে চরম সমস্যায় চালক-খালাসিরা, জল-বিস্কুটে আপ্যায়ন স্থানীয়দের
- কেন রাস্তা মেরামত হচ্ছে না প্রশ্ন চালকদের, চার কোটি টাকা বরাদ্দের ঘোষণা এসজেডিএ-র

# সরকারি কর্মী সভা

**বাগডোগরা, ২৬ জুন :** শুক্রবার শিবন্দিরে মাটিগাড়া বিডিও অফিস ক্যাম্পাসে ঠাকুর পঞ্চানন ভবনে রাজ্য সরকারি কল্যাণ সংঘের সভা হয়। এই সভার মূল উদ্দেশ্য ছিল 'পরিচিতি পর্ব' এবং একটি অ্যাড হক কমিটি গঠন। এদিন জেলার সমতল এবং পার্বত্য এলাকা থেকেও সরকারি কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। সংগঠন জেলা সম্পাদক সুবোধ মৃধা বলেন, 'তৃণমূলের পরাজয়ের পর রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার গঠন হওয়ার পর থেকে জোড়াফুলের থ্রেট কালচারে বিখ্যাত কিছু নেতা বিজেপিতে নাম লিখিয়ে বা বিজেপি সেজে কর্মচারীদের মধ্যে ভুল বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করছে। এরাই নিজেদের বিজেপির কর্মচারী সংগঠন বলে প্রচার করে কর্মচারীদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করেছে। এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে তথাকথিত কিছু বিজেপি সমর্থক, দলে জায়গা না পাওয়া কিছু ব্যক্তিও। তারাও এদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সংগঠনের কাজে যুক্ত হয়েছে।

দলের তরফে এই ভুল বার্তা দূর করতে কর্মচারী সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে কোনওরকম বিভ্রান্তি যাতে সৃষ্টি না হয়। এটি তারই একটি প্রচেষ্টা। রাজ্যে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর আমাদের সমর্থিত সরকারি কর্মচারী সংগঠনে যাঁরা যুক্ত হয়েছেন, তাঁদের সংগঠিত রাখতে আজকের এই পরিচিতি পর্ব ছিল।' সভায় আরএসএস, বিএমএসের গঠনতন্ত্র, নিয়ম নিয়ে আলোচনা করা হয়।

# জনতার শাসন

## তৃণমূল কর্মীর কোমরে দড়ি, লাঠি দিয়ে মার

বুল নমদাস

**নয়ারহাট, ২৬ জুন :** পাঁচ মিনিট দুই সেকেন্ডের একটি ভাইরাল ভিডিও। সেই ভিডিওয় (যদিও ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ) যে নিষ্ঠুরতার ছবি ধরা পড়েছে তা মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেও যেন হার মানায়। বিজেপির পার্টি অফিসে কয়েকজন মিলে এক তৃণমূল কর্মীর কোমরে দড়ি বেঁধে তাঁকে টেনে বের করে বাজারে ঘোরাচ্ছেন। তাঁকে লাঠি দিয়ে সমানে পেটাচ্ছেন আরেকজন। মারের চোটে 'মা, মা' বলে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেও নিস্তার মেলেনি তৃণমূল কর্মীর। তাঁকে বাঁচাতে বাজারের কেউ এগিয়েও আসেননি। মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের কেদারহাট বাজারের এই ভিডিও ভাইরাল হতেই নানা মহলে নিন্দার ঝড় উঠেছে। আক্রান্ত তৃণমূল কর্মীর নাম দিলীপ বর্মন। তাঁকে জনসমক্ষে নিগ্রহের ঘটনায় অভিযুক্ত বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে এখনও কেন ব্যবস্থা নেওয়া হল না, সে প্রশ্নও উঠছে। মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ জানিয়েছে, বিষয়টি তাদের জানা নেই।

ভিডিওটি চলতি মাসের ১৩ তারিখের হলেও বৃহস্পতিবার রাতে ভাইরাল হয়েছে। ভিডিওয় দেখা গিয়েছে, প্রথমে বিজেপির পার্টি অফিসে তৃণমূল কর্মী দিলীপের কোমরে দড়ি বাঁধা হয়। নিরুপায় দিলীপ হাতজোড় করে ক্ষমা চাইলেও রেহাই মেলেনি। মারতে মারতে ওই অবস্থায় তাঁকে কেদারহাট বাজারে ঘোরানো হয়। পরপর কয়েকটা ডিমও ছুড়ে মারা হয়। 'মা, মা' বলে আর্তনাদ করলেও বিজেপি নেতা-কর্মীরা কোনও ভ্রূক্ষেপ করেননি। ওই ঘটনায় নাম জড়িয়েছে ভবেশ বর্মন, মৃণাল বর্মন, রঞ্জিত রায় সহ দলের কয়েকজনের। ভবেশ বিজেপির স্থানীয় কার্যকর্তা। মৃণাল বিজেপির যুব মোর্চার ৩ নম্বর মণ্ডল সাধারণ সম্পাদক পদে রয়েছেন। বিজেপির তপশিলি মোর্চার সংশ্লিষ্ট মণ্ডল সভাপতি পদে রয়েছেন রঞ্জিত। ভবেশ ও রঞ্জিত গত ১৩ জুনের ঘটনা বলে স্বীকার করলেও মৃণালের দাবি, ভিডিওটি ২০১৯ সালের। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কেউ হয়তো এখন ভিডিওটি ভাইরাল করেছেন।

ভবেশের বক্তব্য, '২০২১-এর ভোটের পরে কেদারহাট বাজারে আমার দোকান সহ চারটি দোকানে তৃণমূল ভাঙচুর ও লুটপাট চালিয়েছিল। দিলীপও ওই সন্ত্রাসে

*ভাইরাল ভিডিওর দৃশ্য।*

> **২০২১-এর ভোটের পরে কেদারহাট বাজারে আমার দোকান সহ চারটি দোকানে তৃণমূল ভাঙচুর ও লুটপাট চালিয়েছিল। দিলীপও ওই সন্ত্রাসে যুক্ত ছিলেন। তাই তাঁকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে।**
>
> **ভবেশ বর্মন** এলাকাবাসী

যুক্ত ছিলেন। তাই তাঁকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে।' রঞ্জিতও বলেন, '২০২১-এর ভোট পরবর্তী সময়ে দোকান ভাঙচুরের ঘটনায় দিলীপ সহ অন্যদের নামে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হলেও সেসময় পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। ১৩ জুন দিলীপের ওপর ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।'

স্থানীয় সূত্রে খবর, ওইদিন বিকেল তিনটে নাগাদ কেদারহাট বাজারে চিঁড়ে ভাঙাতে যান দিলীপ। একা পেয়ে তাঁর ওপর অমানবিক নির্যাতন করা হয়। যদিও দোকান ভাঙচুরের অভিযোগ অস্বীকার করে দিলীপ বলেন, 'বিজেপির লোকজন জনসমক্ষে আমাকে চরম হেনস্তা করেছে। এ লজ্জা রাখার জায়গা নেই।'

ওই ভাইরাল ভিডিও নিয়ে সমাজেও নিন্দার ঝড় উঠেছে। অধ্যাপক তাপস বর্মনের কথা, 'মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকা প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার। জনসমক্ষে ওই ব্যক্তিকে কোমরে দড়ি বেঁধে বাজারে ঘোরানো ও মারধরের ঘটনায় তাঁর মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে, যা ফৌজদারি অপরাধ।' বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারাও বিষয়টি নিয়ে নিন্দা প্রকাশ করেছেন। কংগ্রেস নেতা বিশ্বজিৎ সরকারের বক্তব্য, 'আমার দল এ ধরনের কার্যকলাপ কখনও সমর্থন করে না। কেউ সন্ত্রাস করলে আইনের মাধ্যমেই শাস্তি চাওয়া যায়। কিন্তু প্রকাশ্যে কোমরে দড়ি বেঁধে ঘোরানোর ঘটনায় সমাজে ভুল বার্তা পৌঁছায়।' সিপিএম নেতা প্রসেনজিৎ সরকার মনে করেন, 'কাউকে কোমরে দড়ি বেঁধে ঘোরানো মানে আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া। এ ধরনের ঘটনা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু, যা কখনোই সমর্থনযোগ্য নয়।'

অনেকেই বলছেন, বিজেপি নেতৃত্ব বারবার বলেন, এবার ভয় আউট, ভরসা ইন। কিন্তু কেদারহাটের ঘটনা দেখিয়ে দিল, বাস্তবে আইনের শাসন এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এখনও ওই বর্বরোচিত ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বিজেপি দলীয়ভাবে কোনও পদক্ষেপ না করায় নানা মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। যদিও শীতলকুচির বিধায়ক বিজেপির সাবিত্রী বর্মনের বক্তব্য, 'অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার জন্য মণ্ডল সভাপতিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' সংশ্লিষ্ট মণ্ডল সভাপতি লক্ষ্মীকান্ত বর্মন অবশ্য বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

## বাড়ি থেকে বেরোচ্ছেন না দিলীপ

**নয়ারহাট, ২৬ জুন :** বছর ৩৮-এর দিলীপ বর্মন এলাকায় দীর্ঘদিনের তৃণমূল কর্মী হিসাবেই পরিচিত। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর এই পরিচয়ের জন্যই যে তাঁকে জনসমক্ষে হেনস্তার শিকার হতে হবে, স্বপ্নেও তা ভাবেননি তিনি। গত ১৩ জুন মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের কেদারহাট বাজারে কোমরে দড়ি বেঁধে তাঁকে ঘোরানো হয়। বেধড়ক মারধরও করা হয় তাঁকে। ডিম ছুড়ে মারা হয়। ২০২১-র ভোট পরবর্তীকালে কেদারহাট বাজারে দোকান ভাঙচুরের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগ তুলে বিজেপির কয়েকজন কর্মী তাঁকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নিগ্রহ করেন। বৃহস্পতিবার রাতে একটি ভাইরাল ভিডিও-তে এই ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। ঘটনার পর থেকেই মুষড়ে পড়েছেন দিলীপ। বাড়ির বাইরে তাঁকে আর দেখাও যাচ্ছে না। আতঙ্কে রয়েছে তাঁর পরিবারও।

সামান্য জমির আবাদ ও হাটে হাটে ধান বেচাকেনা করে তাঁর দিন চলে। রাজনীতি তাঁর নেশা। দিলীপ শিক্ষিত। অর্থাভাবে বিএ ফাইনাল পরীক্ষা দিতে পারেননি। কিছুদিন চাকরির চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তা না হওয়ায় কৃষিকাজ ও ধানের পাইকারি করেই জীবিকানির্বাহ করেন। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি সক্রিয় তৃণমূল কর্মী। কিন্তু পার্টি করার জন্যই চরম মূল্য দিতে হয়েছে বলে তাঁর আক্ষেপ। তিনি বলেন, 'আমি কখনোই কোনও সন্ত্রাসের ঘটনায় যুক্ত ছিলাম না। তবু বিজেপির লোকজন আমাকে একা পেয়ে মারধরের পাশাপাশি কোমরে দড়ি বেঁধে বাজার ঘুরিয়েছে। এই অপমান কোনওদিন ভুলতে পারব না।' দিলীপের অভিযোগ, '১৩ জুন ওই ঘটনার পর বিজেপির লোকজন আমার হাটবাজারে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। এখন কার্যত ঘরে বসেই দিন কাটছে। এভাবে কতদিন চলতে পারব জানি না।'

সেদিনের ঘটনা নিয়ে থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন? দিলীপের জবাব, অভিযোগ জানিয়ে কী হবে? আমার দল এখন ক্ষমতায় নেই। আমাকে সুরক্ষা দেওয়ারও কেউ নেই। আমার কিছু হয়ে গেলে পরিবার কে দেখবে? এদিকে, স্বামীর জন্য সর্বক্ষণ চিন্তায় থাকতে হচ্ছে বলে জানিয়েছেন দিলীপের স্ত্রী প্রতিমা বর্মন।

*ব্যবসায়ীদের হুঁশিয়ারি। শুক্রবার ক্ষুদিরামপল্লিতে।*

# নালা পরিষ্কারে উদ্যোগী শিখা

**শিলিগুড়ি, ২৬ জুন :** ড্রেন দখল করে তৈরি হয়েছে দোকান। ড্রেন বন্ধ হয়ে থাকায় আবর্জনা-জল বেরোতে পারছে না। ফলে সামান্য বৃষ্টিতেই জল জমছে বাইপাসের ধারে ক্ষুদিরামপল্লি এলাকায়। শুক্রবার বাইপাসে এসে রাস্তার ধারে ড্রেন থেকে হাত দিয়ে আবর্জনা সরালেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়। ট্রাফিক বিভাগকে বললেন ব্যবসায়ীদের নোটিশ দিয়ে ড্রেনের জায়গা ছাড়ার নির্দেশ দিতে।

বৃহস্পতিবারের টানা বৃষ্টির পর প্রায় জলের তলায় চলে গিয়েছে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির ক্ষুদিরামপল্লি এলাকা। প্রতিটি বাড়ির ভেতরে তো বটেই, এমনকি রান্নাঘরে পর্যন্ত ঢুকে গিয়েছে জল। এলাকা প্রায় জলের তলায় চলে যাওয়ায় এদিন সকাল থেকেই বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন থাকে এলাকা। রাস্তায় এসে ক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন স্থানীয়রা। এক বাসিন্দা চন্দন সরকার বলেন, 'প্রতি বর্ষায় এই সমস্যায় পড়তে হয়। নিকাশি ব্যবস্থা এতটাই খারাপ যে বৃষ্টির জল এলাকা থেকে বেরোতে পারে না। সকাল থেকে এলাকায় বিদ্যুৎ নেই। বাড়ির ভেতরে পর্যন্ত জল। এভাবে কতদিন চলবে জানি না।'

সকালে বিধায়কের কাছে গিয়েছিলেন তাঁরা। বিধায়ক লিখিতভাবে সমস্যার বিষয়টি জমা দিতে বলেন। সেই মতো স্থানীয়রা তাঁদের সমস্যার কথা লিখেও ফেলেন। আর তখনই ডাম্পিং গ্রাউন্ড এলাকা পরিদর্শন করে ইস্টার্ন বাইপাসের পাশেই ওই এলাকায় যান শিখা।

তিনি বলেন, 'ড্রেন দখল করে দোকান তৈরি হয়েছে। ড্রেন বুজে থাকছে, ফলে জল বেরোতে পারছে না। এলাকাবাসীকে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।' এ কথা বলার পরে তিনি নিজেই ড্রেন পরিষ্কারের কাজে নেমে পড়েন। স্ল্যাব সরিয়ে আবর্জনা হাত দিয়ে সরান। তবে এতে বাধে আরেক কেলেঙ্কারি। আবর্জনা সরানোর পর জল বেরিয়ে বাইপাসের মেইন রাস্তা এবং ক্ষুদিরামপল্লির পাশের রাস্তায় জল ঢুকে যায়। বাসিন্দারা বলেন, 'সমস্যা তো আরও বেড়ে গেল। অন্য এলাকাতেও জল ঢুকল আবার দোকানগুলোতেও জল ঢুকল।' আশিঘর সাব-ট্রাফিক গার্ডের এসআই-কে শিখা বলেন, 'ব্যবসায়ীদের নোটিশ দিন। ড্রেন দখল করে রাখা যাবে না। কথা না মানলে বুলডোজার চালানো হবে।'

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের এক কর্তা বলেন, 'আমরা বিষয়টি দেখছি। যারা ড্রেন দখল করছে তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

এদিন ডাম্পিং গ্রাউন্ড এলাকাও পরিদর্শনে যান শিখা। শিখা এলাকাবাসীকে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়ে বলেন, 'নতুন পুর বোর্ড যদি আমরা গঠন করতে পারি, তাহলে আরও শক্তভাবে করা যাবে।'

# বিক্ষোভ

**ফাঁসিদেওয়া, ২৬ জুন :** প্রাচীন মন্দিরের জমিতে হরিণঘাটার মিট প্ল্যান্ট তৈরি করা হয়েছে। কারখানা বন্ধের দাবিতে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় মানুষ। শুক্রবারের এই ঘটনা ফাঁসিদেওয়া ব্লকের হাতিরামজোতের। খবর পেয়ে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ পৌঁছোয়।

ওয়েস্টবেঙ্গল লাইভস্টক ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের আওতায় রয়েছে ওই মিট প্ল্যান্ট। অভিযোগ, ২০১৭ সালের আগে এলাকার একটি প্রাচীন শিব মন্দিরের জমি দখল করে খাসজমিতে পরিণত করে রাজ্য সরকার। আন্দোলনকারীদের পক্ষে প্রবীর বিশ্বাস বলেন, 'অবিলম্বে এই মিট প্ল্যান্ট সরিয়ে মন্দিরের জমি ছাড়তে হবে।' পাশাপাশি তাঁদের দাবি, ওই এলাকায় কয়েকশো বিঘা খাসজমি পড়ে রয়েছে। স্থানীয়দের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সেখানে একটি নতুন শিল্প কারখানা গড়ে তোলা হোক। জোড়া দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি জমা দেবেন বলে জানান বিক্ষোভকারীরা। তাঁরা জানিয়েছেন, কোনওভাবেই শিল্পের বিরোধী নন তাঁরা। কিন্তু মন্দিরের জমিতে নয়। প্ল্যান্ট কর্তৃপক্ষ বা প্রশাসনের তরফে প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

# তাজিয়ায় গেরুয়া ছোঁয়া

**মালদা, ২৬ জুন :** তখত বদল, রং বদল। মহরমের শোভাযাত্রাতেও এবার মিশে গেল গেরুয়া রং। বিবিগ্রাম মহরম কমিটির ট্যাবলোয় স্থান পেল নরেন্দ্র মোদি ও শুভেন্দু অধিকারীর ছবি। সঙ্গে প্রদর্শিত হল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রকল্প অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উৎসবে প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর ছবি যেন উলটপুরাণ। তাহলে কি মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যেও জনপ্রিয়তা বাড়ছে নরেন্দ্র মোদির? উদ্যোক্তাদের বক্তব্য, দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সাফল্যের সঙ্গে দেশ শাসন করছেন। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলি সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের মাধ্যমে মহিলাদের সশক্তিকরণ করা হচ্ছে। তাই মহরমের ট্যাবলোর থিমে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার। মালদার এই ছবি যদি গোটা রাজ্যের প্রতীক হয় তবে প্রশ্ন উঠতেই পারে, তাহলে কি

*মালদায় ট্যাবলোয় নরেন্দ্র মোদির ছবি। শুক্রবার।*

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবার সংখ্যালঘুদের মন থেকেও ফিকে হতে শুরু করেছেন? যদি তাই হয় সেটা তাঁর ঘুরে দাঁড়ানোর পক্ষে নিশ্চিতভাবেই অশনিসংকেত বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

মহরমের ট্যাবলোয় অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার এবং নরেন্দ্র মোদি ও শুভেন্দু অধিকারীর ছবি প্রসঙ্গে জেলা বিজেপির দক্ষিণ মালদার সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির লক্ষ্য হল সবকা সাথ, সবকা বিকাশ। সর্বস্তরের মানুষের কাছে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছাচ্ছে। অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের সুবিধাও সকলে পাচ্ছেন বলেই মহরমের ট্যাবলোতে স্থান পাচ্ছে। আমি উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানাই।'

শুক্রবার সারা দেশের সঙ্গে মালদায় সাড়ম্বরে পালিত হল মহরমের দশমী। এদিন সকাল থেকে মসজিদে মসজিদে কোরান পাঠ, বিশেষ দোয়া, একাধিক জায়গায় শিরনি বিতরণ ও হজরত মহম্মদের দৌহিত্র ইমাম হোসেনের সম্মানে মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ২৫টি লাঠিখেলা দল এদিন সন্ধ্যা নামতেই নিজ নিজ আখড়া ছেড়ে রাস্তায় নামে। সব লাঠিখেলা দল মিরচক ইমামবাড়া ছুঁয়ে ফুলবাড়ি এনএস রোড, মকদুমপুর রোড ধরে এগিয়ে যায়। নেতাজি মোড় থেকে শহরের এলআইসি মোড় পর্যন্ত দর্শনার্থীদের ভিড় উপচে পড়ে। তবে ক্রমেই ফিকে হচ্ছে লাঠিখেলার সেই জৌলুস। মহরম কমিটিগুলোর ঝোঁক বেড়েছে ট্যাবলো প্রদর্শনীতে। প্রতিটি দল একে অপরকে ছাপিয়ে যেতে নিজেদের সেরা ট্যাবলো প্রদর্শনে টাকা খরচ করছে। সামাজিক সচেতনতার ওপর একাধিক ট্যাবলো এদিন চোখে পড়ে।

# মহরমের মিছিলে লাঠিখেলা

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

**২৬ জুন :** শুক্রবার উত্তরবঙ্গজুড়ে নানা আঙ্গিকে মহরম পালিত হয়। ইসলামপুরে বিভিন্ন ক্লাব ও সংগঠনের তরফে শোভাযাত্রা বের করা হয়। এদিন তাজিয়া প্রদর্শনের পাশাপাশি লাঠিখেলা ও বিভিন্ন কসরত প্রদর্শন চোখে পড়ার মতোই ছিল। মহরমকে কেন্দ্র করে শহরের বিভিন্ন এলাকায় কড়া পুলিশি নজরদারিও ছিল। অন্যদিকে, খড়িবাড়িতে প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ধারালো অস্ত্র নিয়ে মিছিলের ছবি দেখা গেল। মিছিলে ডিজে ও ধারালো অস্ত্র সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ বলে মহরমের আগে শান্তি বৈঠকে প্রশাসনের তরফে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এদিন খড়িবাড়ি ব্লকের বিভিন্ন মহরম কমিটি তাজিয়া নিয়ে শোভাযাত্রা বের করে। এর পাশাপাশি লাঠিখেলা, আগুন নিয়ে খেলা ও ধারালো অস্ত্র প্রদর্শন চলতে দেখা যায়। খড়িবাড়ি বাজার মহরম কমিটি ও প্রেতাজোত মহরম কমিটি

*মহরমের মিছিল খড়িবাড়িতে। শুক্রবার।*

সহ একাধিক সংগঠন এই মিছিলে অংশ নেয়। প্রশাসনের কড়া নির্দেশ সত্ত্বেও খড়িবাড়ি বাজার ও সংলগ্ন এলাকায় অনেকের হাতে ধারালো অস্ত্র দেখা যায়। খড়িবাড়ি পুলিশ সূত্রে খবর, অস্ত্র নিয়ে ঘোরার অভিযোগে ইতিমধ্যে একজনকে আটক করা হয়েছে। আরও কয়েকজনকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

চোপড়ার ছবিটা ছিল কিছুটা ভিন্ন। ঘিরনিগাঁওয়ের আমতলায় শতাব্দী প্রাচীন মেলা এবার বসেনি। তবে ব্লকের একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নিয়ম মেনে মেলার আয়োজন হয়েছে। সদর চোপড়ায় অন্যান্য বছরের মতো এবার মহরমের তাজিয়া বের করা হয়নি। রবীন্দ্রনগর কলোনি এলাকার মুনলাইট স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে প্রতিবছর এখানে মহরম ঘিরে ব্যাপক আয়োজন হত। তাজিয়া তৈরি, শোভাযাত্রা, লাঠিখেলা এবং প্রদর্শন ঘিরে এলাকায় উৎসাহ থাকত তুঙ্গে। কিন্তু এবার এসব আয়োজনের কিছুই দেখা যায়নি।

মুনলাইট স্পোর্টিং ক্লাবের সিদ্ধান্ত নিয়ে কমিটির সদস্যরা জানান, কয়েক বছর ধরে এখানে সম্প্রীতির নজির তৈরি হয়েছে। কমিটিতে দুই সম্প্রদায়ের মানুষই যুক্ত ছিলেন। চোপড়া রুরাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে প্রতিবছর মহরম উপলক্ষ্যে এক সপ্তাহের বেশি ধরে ধর্মীয় আলোচনা সভা করা হত। সংগঠনের সম্পাদক শেখ নাজিম জানান, আয়োজক কমিটির একাংশ সহমত না হওয়ায় এবার ১০ দিনের বদলে একদিনের অনুষ্ঠান করা হয়েছে। মহরম উপলক্ষ্যে হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েতের চুরামন, চুটিয়াখোরের কুটিপাড়া এবং দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের গোয়াবাড়ি এলাকায় মেলার আয়োজন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার ধন্দগছে একদিনের মেলা বসে।

■ ৪৭ বর্ষ ■ ৪০ সংখ্যা, শনিবার, ১২ আষাঢ় ১৪৩৩

# নাগরিকত্বের গোলকধাঁধা

পাসপোর্ট নাগরিকত্বের প্রমাণ নয় বলে বিদেশমন্ত্রকের সাম্প্রতিক ঘোষণায় দেশজুড়ে আলোড়ন পড়েছে। কেন্দ্রের ভাষায়, পাসপোর্ট শুধুমাত্র ট্রাভেল ডকুমেন্ট। নাগরিকত্ব প্রমাণে এর আইনি বৈধতা নেই। এই দাবির সপক্ষে ১৯৬৭ সালের পাসপোর্ট আইন এবং ২০১৩ সালের বম্বে হাইকোর্টের একটি নির্দিষ্ট রায়ের উল্লেখ করছে সরকার।

বিদেশমন্ত্রকের ব্যাখ্যা, এই অবস্থান নতুন নয়, বরং বহু পুরোনো। কিন্তু সরকারি ব্যাখ্যা সাধারণ মানুষ বা বিরোধী দলগুলিকে সন্তুষ্ট করতে পারছে না। প্রশ্ন উঠছে, তাহলে নাগরিকত্বের আসল প্রমাণ কী! এতদিন বিশ্বাস ছিল, পুলিশ ভেরিফিকেশন এবং কঠোর ঝাড়াই-বাছাইয়ের মধ্যে দিয়ে যেহেতু পাসপোর্ট হাতে আসে, তাই সেটা নিশ্চিতভাবে নাগরিকত্বের অকাট্য প্রমাণ। কেন্দ্রের ঘোষণায় সেই বিশ্বাসে বিরাট ধাক্কা লেগেছে।

শুধু পাসপোর্ট নয়, এর আগে একাধিকবার বিভিন্ন আইনি ও প্রশাসনিক পদক্ষেপে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, প্যান কার্ড, জন্মের শংসাপত্র, মাধ্যমিকের অ্যাডমিট, সার্টিফিকেট, ব্যাংকের পাসবই কিংবা ড্রাইভিং লাইসেন্স ইত্যাদি কোনওটিই নাগরিকত্বের চূড়ান্ত এবং অকাট্য প্রামাণ্য নথি নয়। অথচ একজন নাগরিক জীবনের অনেকটা সময়, অর্থ এবং শ্রম ব্যয় করেন রাষ্ট্রের বেঁধে দেওয়া নিয়ম মেনে পরিচয়পত্রগুলি সংগ্রহ করতে।

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, স্কুলে ভর্তি হওয়া থেকে শুরু করে চাকরি পাওয়া, জমি কেনা বা সামান্য মোবাইলের সিম কার্ড সংগ্রহ করা ইত্যাদি প্রতি পদে এই নথিগুলোর প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। অথচ রাষ্ট্র জানিয়ে দিচ্ছে, এইসমস্ত নথির কোনওটিই নাগরিকত্বের গ্যারান্টি নয়। স্বাভাবিকভাবে অত্যন্ত সংগত প্রশ্ন হল- ভারতে নাগরিকত্বের আসল প্রমাণ তবে কী? যদি ওই অত্যাবশ্যকীয় নথিপত্রগুলি নির্দিষ্ট সরকারি বা বেসরকারি সুযোগসুবিধা পাওয়ার মাধ্যম হয়ে থাকে, তবে নাগরিকের অস্তিত্ব প্রমাণের মাপকাঠি ঠিক কী?

বিশিষ্ট আইনজীবী কপিল সিবাল যথার্থ জানতে চেয়েছেন, কোন নির্দিষ্ট নথিটি নাগরিকত্বের প্রমাণ হিসেবে শেষ কথা বলবে, তা যদি সরকারের কাছেই স্পষ্ট না থাকে, তবে একজন সাধারণ বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও) কীভাবে কারও নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেন? সরকার ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনের দোহাই দিয়ে দাবি করছে, ওই আইনে স্পষ্ট করা আছে, কারা ভারতের নাগরিক এবং কীভাবে নাগরিকত্ব পাওয়া যায়।

কিন্তু আইনের কেতাবি ব্যাখ্যা সাধারণ মানুষের ধোঁয়াশা কাটাতে ব্যর্থ। পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারে এসআইআর-এ, সামান্য সন্দেহের বশে, প্রশাসনিক জটিলতায় বা নামের বানানের ছোটখাটো ভুলে ভোটার তালিকা থেকে বাদ গিয়েছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। বাংলায় বাদ পড়া ২৭ লক্ষ মানুষের ভবিষ্যৎ এখনও বিশবাঁও জলে। বিভিন্ন সরকারি সুযোগসুবিধা যেমন বিনামূল্যে র‍্যাশন, অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের মতো প্রকল্প থেকে তাঁদের বঞ্চিত করার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে।

কারা প্রকৃত নাগরিক, সেটা সরকার ঠিকমতো ঠাহর করতে না পারলে কীসের ভিত্তিতে ২৭ লক্ষ ভোটারের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হল? পাসপোর্ট, আধার কার্ড, ভোটার কার্ড বা প্যান কার্ড ইত্যাদি নাগরিকত্বের প্রমাণই যদি না হয়, তবে কেন এই নথিগুলি তৈরি বা একটির সঙ্গে অন্যটির লিংক করানো ও মোবাইল নম্বর সংযুক্তির জন্য এত কড়াকড়ি?

নথিপত্রের অস্পষ্টতাকে হাতিয়ার করে খেয়ালখুশিমতো কাউকে, বিশেষত প্রান্তিক ও সংখ্যালঘু মানুষকে অনুপ্রবেশকারী বলে দেগে দেওয়া, পড়শি মুলুকে পুশব্যাক করার চেষ্টা আসলে মানবতার চূড়ান্ত অপমান। একটি স্বাধীন দেশে নাগরিকত্বই যদি অনন্ত সন্দেহের গোলকধাঁধায় থাকে, তবে তা গণতন্ত্রের পক্ষেও বিপজ্জনক। দেশের মানুষকে অধিকারহীন করে, তাঁদের ওপর সর্বদা রাষ্ট্রহীন হওয়ার খাঁড়া ঝুলিয়ে রাখার এই প্রবণতা অত্যন্ত উদ্বেগের এবং ভারতীয় সংবিধানের মূল চেতনার পরিপন্থী। নাগরিকত্বের মতো স্পর্শকাতর ও মৌলিক বিষয়ে রাষ্ট্রের এই লুকোচুরি খেলা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া প্রয়োজন।

## অমৃতধারা

নিজে শান্ত না হইলে কখনও শান্তি পাওয়া যায় না। মানুষ শান্তিই খুঁজিয়া বেড়ায়, কিন্তু কী কৌশলে যে উহাকে লাভ করিতে হয় তাহা জানে না। ভালো মন্দ, জয় পরাজয় লইয়া থাকিলে কামনা বাসনা দুর হয় না এবং চিত্তের উদ্বেগ ও দৈন্য অপসারিত হয় না। ইহার ফলে চিরদিন হাহাকার ও ছুটাছুটি করিয়াই আমাদিগকে বেড়াইতে হয়। কেমন করিয়া প্রকৃত শান্তি লাভ করা যায়, কেমন করিয়া জন্মজন্মান্তরের জ্বালা জুড়াইতে পারা যায়-এই প্রশ্ন স্বতঃই আমাদের মনে উদিত হয়। কিন্তু কয়জন ইহার মীমাংসা করিতে পারিয়াছেন? তিনি বলেন- নিত্য বস্তু বা স্বভাবের সঙ্গে না করিলে দুঃখের হাত হইতে এড়াইবার আর অন্য উপায় নাই। নিজের কর্তৃত্ববুদ্ধি একেবারে বিসর্জন করিতে না পারিলে শান্তিলাভ করা অসম্ভব।

-শ্রীশ্রীরাম ঠাকুর

# ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা যখন বিপন্নতার নাম

ফুটবলে মেসি-ভিনিসিয়াসরা থাকলেও সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে স্বস্তিতে নেই ফুটবলের দুই মহাশক্তি।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

যে শহরে তাঁদের দেশের ফুটবল ম্যাচ, সেই শহরটি একদিন আগে থেকে তাঁদের দখলে চলে যায় রাতারাতি। বিমানবন্দর থেকে রেলস্টেশন, সব জায়গাতেই তো তাঁদের পতাকা। এইখানে ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার মানুষ একাকার।

যে রাশিয়া হোক, বা সে আমেরিকা। সে জাপান হোক, বা দক্ষিণ আফ্রিকা বা জার্মানি। সব বিশ্বকাপের দেশে ভিড়ের মধ্যে নানা বাদ্যযন্ত্র নিয়ে তাঁদের নাচানাচি দেখে মনে হয়, ওঁরা কি সুখেই না আছেন নিজের দেশে!

মনে তো হয় না।

সাংবাদিক বা কৃষক, শিক্ষক বা সরকারি কর্মী, যাঁরা এসেছেন আমেরিকায়, তাঁদের সঙ্গে কথা বলে একটা সিদ্ধান্তে আসা যায়। ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা, কোনও দেশই ভালো জায়গায় নেই সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে। দুটো দেশের নেতারাই আশায়, ফুটবল বিশ্বকাপ জিতলে সব যন্ত্রণা চাপা পড়ে যাবে।

পৃথিবীর সব দেশের নেতারাই বোধহয় একই অঙ্ক করে ফেলেছেন এতদিনে। আমাদের ভারত সরকার যেমন। যে খেলা এখন মানুষের ধর্মে পরিণত, সেই ক্রিকেটটাকে বিজেপির শাখা করে ফেলার কাজ অনেকটাই সারা।

আর্জেন্টিনা বা ব্রাজিলের প্রেসিডেন্টরা অত বোকা নন। অন্তত কিছু চক্ষুলজ্জা রয়েছে তাঁদের। তাই সেটা এখনও হয়নি। জাতীয় দলের সঙ্গে অন্তত নাম জড়ায়নি তাঁদের পার্টির।

দুটো দেশ আমেরিকায় যে প্রান্তেই খেলতে যাচ্ছে, সেখানে মানুষের সমুদ্র। আম আমেরিকানরা হতভম্ব। ফুটবল দেখতে এত কষ্ট করে অন্য প্রান্তে যায় মানুষ? দেখতে দেখতে ভাবি একটা কথা। বিমানের ভাড়া এত, হোটেলের ভাড়া এত— কী করে এঁরা যাতায়াত করছেন সর্বত্র। অবশ্যই কষ্ট করে থাকছেন অনেকে। তবু যাতায়াতের খরচ তো কম নয়! গ্যালারির সেই উন্মাদনা শেষ হলে লাতিন আমেরিকার এই দুই প্রতিবেশী কোন বাস্তবতায় চোখ খোলে? মাঠের বাইরের খেলায় কে কোথায় দাঁড়িয়ে?

ব্রাজিলের অর্থনীতিকে বলা চলে মাঠের সেই দক্ষ স্ট্রাইকারের মতো, যে মাঝেমধ্যে চমৎকার ড্রিবলিং করে গোল দিয়ে দেয়। কিন্তু রক্ষণভাগ নড়বড়ে হওয়ায় ম্যাচ জেতা কঠিন হয়ে পড়ে। লুলা দা সিলভার বামপন্থী সরকার ক্ষমতায় আসার পর বেকারত্ব কিছুটা কমেছে, আমজনতার হাতে কিছুটা টাকা এসেছে। কিন্তু সমস্যা অন্য জায়গায়। দেশের জিডিপি বৃদ্ধির গতি বড্ড মন্থর। বড় বড় কৃষিপণ্য রপ্তানি করে দেশটা কোনওমতে টিকে ঠিকই, কিন্তু মানুষের দৈনন্দিন জীবনের মানোন্নয়ন থমকে।

ব্রাজিলের বিভিন্ন ওয়েবসাইটে দেখা যাচ্ছে, সবচেয়ে বড় ধাক্কাটা দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা থেকে। রিও ডি জেনেইরো বা সাও পাওলোর বস্তি, মানে ফাবেলাগুলোতে আইনের সমান্তরালে চলে অপরাধীচক্রের নিজস্ব শাসন। ড্রাগ লর্ড আর স্থানীয় মাফিয়াদের দাপটে সাধারণ মানুষ তটস্থ। এ তো আমরা ২০১৪ বিশ্বকাপে গিয়েই দেখেছি। পুলিশি অভিযান হয়, রক্তক্ষয় হয়, কিন্তু পরিস্থিতির স্থায়ী বদল হয় না। সরকার লড়ছে, কিন্তু মাঠের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি নিজের হাতে রাখতে পারছে না।

নির্বাচন এ বছরই। রাজনীতিতে লুলা বনাম বলসোনারোপন্থীদের কাদা ছোড়াছুড়ি

চলছেই। একপক্ষ একটু বামে বাঁক নিতে চাইলে অন্যপক্ষ ডানে টানছে।

ফুটবল যদি হয় শিল্পের খোঁজ, ব্রাজিলের সমাজ এখন সেই শিল্পের পেছনে লুকিয়ে থাকা এক চরম মেরুকরণের গল্প। মানুষের মনে ক্ষোভ, কারণ দেশে বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদের সুফল শুধু এক শ্রেণির মানুষের পকেটেই। আমাজন অববাহিকার পরিবেশ রক্ষা নিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে কথা হলেও দেশের ভেতরের মাফিয়াতন্ত্র সেই অরণ্য ধ্বংসের খেলায় মেতে। লুলা বারবার এই পরিস্থিতির পরিবর্তনের কথা বললেও কাজে তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না।

আর্জেন্টিনার গল্পটা আবার একেবারেই আলাদা। তারা এখন খেলছে এক চরম ঝুঁকিপূর্ণ পেনাল্টি শুটআউট। প্রেসিডেন্ট হাভিয়ের মিলেই ক্ষমতায় এসে দেশের অর্থনীতিতে যে 'শক থেরাপি' বা বড়সড়ো ওলটপালট শুরু করেছিলেন, এখন তার ফল মিলছে অদ্ভুতভাবে। যে দেশে মুদ্রাস্ফীতি একসময় আকাশ ছুঁয়েছিল, সেখানে এখন সরকারি খাতায় বাজেট উদ্বৃত্ত দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ সরকারের আয়ব্যয়ের চেয়ে বেশি।

আর্জেন্টিনার সাংবাদিকরা বলছেন, এই আর্থিক শৃঙ্খলা আনতে গিয়ে সাধারণ মানুষের পকেট পুরোপুরি ফাঁকা। মিলেইর কঠোর সংস্কারের জেরে হুহু করে বেড়েছে দারিদ্র্য, কমেছে মানুষের প্রকৃত মজুরি। তিনি এই সময়টাকে কাঠামোগত সংস্কারের বছর বলছেন। শ্রমিক ইউনিয়নগুলোর ক্ষমতা ছাঁটা হচ্ছে, কাজের সময় নিয়ে নতুন নিয়ম হচ্ছে। সরকারি ভরতুকি রাতারাতি তুলে নেওয়ার ফলে গ্যাস, বিদ্যুৎ আর গণপরিবহণের ভাড়া সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে।

আর্জেন্টিনার মানুষ এখন এমন এক রেফারি পেয়েছে, যে ফাউল দেখলেই লাল কার্ড দেখাচ্ছে, কিন্তু সেই লাল কার্ডে গ্যালারির দর্শক কতটা খুশি, তা বলা মুশকিল। বুয়েনস আয়ার্সের রাস্তায় এখন মাঝেমধ্যেই ক্ষোভের আগুন। পেনশনের টাকা বাড়ানোর দাবিতে বয়স্ক মানুষেরা যখন লাঠি হাতে রাস্তায় নামছেন, তখন পুলিশের লাঠি তাঁদের স্বাগত জানাচ্ছে। সমাজটা ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গিয়েছে। একদল ভাবছে এই কষ্ট সাময়িক, এরপর সুদিন আসবে। অন্যদল দেখছে শুধু অন্ধকার।

দুই দেশের সামাজিক বিন্যাস তুলনা করলে দেখব, সমস্যাগুলো আলাদা হলেও যন্ত্রণার গভীরতা একইরকম। ব্রাজিলে অপরাধ আর বৈষম্য সমাজকে কুরে-কুরে খাচ্ছে। সেখানে গায়ের চামড়ার রঙের ওপর ভিত্তি করে মানুষের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায় অনেক সময়। ফুটবল টিমে ভিনিসিয়াস যতই মহাতারকা হোন, কালো বা মিশ্র বর্ণের মানুষেরা সেখানে অনেক ক্ষেত্রে আজও ব্রাত্য। ওদিকে আর্জেন্টিনায় মধ্যবিত্ত সমাজটাই এখন বিলুপ্তির পথে। যে দেশ লাতিন আমেরিকার মধ্যে সবচেয়ে শিক্ষিত আর সচ্ছল মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্য গর্ব করত, সেই দেশ এখন শুধু স্রেফ টিকে থাকার লড়াই লড়ছে। হাসপাতালের লাইনে ওষুধ মিলছে না, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার টাকা বন্ধ।

আর্জেন্টিনার তরুণ প্রজন্ম তাই এখন দলে দলে দেশ ছাড়ার পরিকল্পনা করছে। তাঁদের চোখে আর মারাদোনা বা মেসির দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনও স্বপ্ন নেই। তাঁরা শুধু চান একটা ইউরোপীয় পাসপোর্ট আর দেশ ছাড়ার টিকিট। ব্রাজিলের যুবসমাজ অবশ্য দেশ ছাড়ার চেয়েও বেশি লড়ছে বেঁচে থাকার জন্য। রিও-র ফাবেলা বা বস্তিগুলোতে ফুটবলটাই একমাত্র মুক্তির পথ, কিন্তু সেই পথ দিয়ে ক'জন আর তারকা হতে পারে?

রাজনীতির ময়দানেও দুই প্রতিবেশী এখন দুই ভিন্ন মেরুতে দাঁড়িয়ে। ব্রাজিলে লুলার বামপন্থী জোট কোনওমতে জোড়াতালি দিয়ে শাসন চালাচ্ছে। সংসদে তাঁর দলের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই। ফলে প্রতিটি আইন পাশ করাতে তাঁকে দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে আপস করতে হচ্ছে। তিনি চাইলেও পুরোপুরি নিজের নীতি প্রয়োগ করতে পারছেন না। আর্জেন্টিনায় মিলেই একাই একশো। তিনি সংসদকে তোয়াক্কা না করে একের পর এক জরুরি ডিক্রি জারি করে দেশ চালাচ্ছেন। তাঁর এই স্বৈরতান্ত্রিক মানসিকতা আর্জেন্টিনার গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে দুর্বল করে দিচ্ছে। বিচার বিভাগের সঙ্গেও তাঁর সংঘাত এখন চরমে।

ব্রাজিলের সাংবাদিকদের কাছে শুনলাম, দুই দেশেই এক অদ্ভুত অস্থিরতা কাজ করছে। ব্রাজিলের মানুষ ক্লান্ত পুরোনো দুর্নীতির গল্প শুনতে শুনতে, আর আর্জেন্টিনার মানুষ আতঙ্কিত আগামীকালের নতুন সরকারি ঘোষণার কথা ভেবে।

অর্থনৈতিক দিক থেকে ব্রাজিল তাও কিছুটা স্থিতিশীল, কারণ তাদের বিশাল অভ্যন্তরীণ বাজার এবং আমিরশাহি বা চিনের মতো দেশের সঙ্গে শক্তিশালী বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু আর্জেন্টিনা অনেকটা আইএমএফের ঋণের ওপর নির্ভরশীল। ঋণের শর্ত মানতে গিয়েই মিলেইকে সাধারণ মানুষের ওপর এই অত্যাচারের চাবুক চালাতে হচ্ছে। ব্রাজিলের মুদ্রা 'রিয়েল' কিছুটা শক্তি দেখালেও আর্জেন্টিনার 'পেসো'র অবস্থা শোচনীয়। ডলারের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে দেশের মানুষের সঞ্চয় স্রেফ কর্পূরের মতো উড়ে গিয়েছে। ফলে মাঠের ফুটবলে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা যতই নান্দনিক হোক, বাস্তব জীবনের পিচে দুই দেশই এখন ফাউল এড়াতে আর গোল লাইন বাঁচাতে ব্যস্ত।

লাতিন আমেরিকার এই দুই শক্তি যখন বিশ্বমঞ্চে ফুটবল নিয়ে মেতে ওঠে, তখন মনে হয় সব দুঃখ বুঝি ভুলে গিয়েছে তারা। ভারতের মতো বহু দেশের মানুষ তাঁদের দিকে তাকিয়ে আনন্দ-দুঃখের মালা পরে। তবে স্টেডিয়ামের আলো নিভে যাওয়ার পর, যখন মাঝরাতে এক সাধারণ আর্জেন্টিনীয় বা ব্রাজিলীয় ঘরে ফেরেন, তখন তাঁকে হিসাব করতে হয় কালকের রুটি বা জলের দাম কত হবে। ফুটবল সেখানে স্রেফ একটা খেলা নয়, একটা আফিম। যা কয়েক ঘণ্টার জন্য ভুলিয়ে রাখে, তাঁদের দেশটা আসলে এক গভীর খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে। হায়, বিশ্বকাপ নিয়ে ফিরলেও পালটাবে না ছবিটা!

*(লেখক সাংবাদিক)*

## আজ

**১৯৩৯**

আজকের দিনে জন্মেছিলেন সংগীতশিল্পী রাহুল দেব বর্মন।

**১৯৮০**

অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম আজকের দিনে।

## আলোচিত

কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে যদি গ্রেপ্তার করা হয়, তাহলে যিনি ম ছিলেন, যাঁর স্বাক্ষর ছিল, তাঁকে কেন ধরা হবে না? ইতিমধ্যে সিট গঠন করা হয়েছে। এই সিট প্রাক্ত সরকারের সিট নয়। ১৫ বছর বাংলার মানুষকে হুমকি দিয়েছে। ডিজে বাজাবে বলেছে। ডিজে বাজানো কাকে বলে, শুভেন্দু অধিকারীর সরকার দেখিয়ে দেবে

– অগ্নিমিত্রা প

## ভাইরাল/১

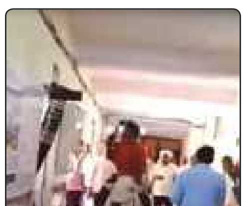

ঋণ মকুবের দাবিতে ষাঁড়ের পিঠে কৃষক! মহারাষ্ট্রের চন্দ্রপুরের ওই কৃষক বহুদিন ধরে ঋণ মকুবের আবেদন করছিলেন। সুরাহা না হওয়ায় প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বিশাল এক ষাঁড়ের পিঠে চেপে তহশিল অফিসে হাজির হ তিনি।

## ভাইরাল/২

দুঙ্গারপুর জেলার বিছিওয়ারা থানায় চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর দু'পা তুলে আরাম করছেন মহিলা কনস্টেবল। এক বৃদ্ধ অভিযোগ দায়ের করতে গিয়েছিলেন। কনস্টেবল অভিযোগ শোনার আগ্রহ দেখাননি। ছবিটি ভাইরাল হতে তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।

জনমন
জনমত

# চাকরির পরীক্ষায় লিঙ্গ ভেদাভেদ

পশ্চিমবঙ্গের নতুন সরকারের প্রথম বাজেটে মাত্র এক লক্ষ সরকারি চাকরির ঘোষণা করা হয়েছে। এই ঘোষণা বেকার তরুণদের আশার আলো দেখালেও এর সঙ্গে যুক্ত নতুন সংরক্ষণ নীতি বহু চাকরিপ্রার্থীর মনে গভীর হতাশা ও ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে।

সরকার বলছে, নারীর ক্ষমতায়নের জন্য চাকরিতে ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ করা হবে। কিন্তু ক্ষমতায়নের নামে কি আরেকটি নতুন বৈষম্যের সূচনা করা হচ্ছে না? একজন পরীক্ষার্থী বছরের পর বছর কঠোর পরিশ্রম করে, রাত জেগে পড়াশোনা করে, কোচিং করে, পরিবারের আশা-আকাঙ্ক্ষা বুকে নিয়ে পরীক্ষার হলে বসে। সেখানে তার পরিচয় কি একজন যোগ্য প্রার্থী, নাকি শুধুমাত্র ছেলে বা মেয়ে?

আজকের দিনে ছেলেমেয়ে উভয়েই সমানভাবে শিক্ষাগ্রহণ করছে, সমানভাবে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। তাহলে শুধুমাত্র লিঙ্গের ভিত্তিতে অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়া কতটা ন্যায্য? একজন মেধাবী সাধারণ শ্রেণির ছেলে যদি বেশি নম্বর পেয়েও চাকরি না পায়, আর কম নম্বর পেয়ে অন্য কেউ শুধুমাত্র সংরক্ষণের সুবিধায় চাকরি পেয়ে যায়, তাহলে সেই ব্যবস্থাকে কীভাবে ন্যায়সংগত বলা যায়?

সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়, চাকরির সংখ্যা সীমিত, অথচ সংরক্ষণের পরিধি ক্রমশ বাড়ছে। সরকার কি কর্মসংস্থান বাড়ানোর পরিবর্তে চাকরির সুযোগকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলছে না?

নারীদের অগ্রগতির বিরোধী নই। চাই নারী-পুরুষ উভয়েই সমান সুযোগ পাক। কিন্তু সমান অধিকারের নামে যদি এক পক্ষকে অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়া হয় এবং অন্য পক্ষের সুযোগ কমে যায়, তাহলে তা সমতা নয়, বরং নতুন ধরনের বৈষম্য।

বেকারত্বের যন্ত্রণা ছেলেমেয়ে দেখে আসে না। কর্মহীনতার কষ্টের কোনও লিঙ্গ নেই। তাই কর্মসংস্থানের নীতিও হওয়া উচিত সর্বজনীন, ন্যায্য এবং মেধাভিত্তিক। সরকারের কাছে আবেদন, বেকার তরুণ সমাজকে আর বিভাজনের রাজনীতির মধ্যে ফেলবেন না। লক্ষ লক্ষ শূন্যপদে দ্রুত নিয়োগ করুন, স্বচ্ছ ও নিয়মিত পরীক্ষা নিন, এবং এমন একটি ব্যবস্থা গড়ে তুলুন যেখানে চাকরি পাওয়ার একমাত্র পরিচয় হবে যোগ্যতা।

**রাসেল সরকার**
**হলদিবাড়ি, কোচবিহার।**

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

**Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar**
**Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,**
**Website : http://www.uttarbangasambad.in**

# ইতিহাসের নীরব সাক্ষী এক মিনার

গৌড়ের প্রান্তরে দাঁড়িয়ে থাকা ফিরোজ মিনার বাংলার এক রক্তক্ষয়ী ইতিহাসের পাথুরে দলিল।

মলয় চক্রবর্তী

গৌড়ের ধূলিধূসরিত প্রান্তরে আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে এক অনন্য স্থাপত্য, ফিরোজ মিনার। মালদা টাউন রেলস্টেশন থেকে সতেরো কিলোমিটার এবং দাখিল দরওয়াজা থেকে মাত্র এক কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত এই মিনার শুধু একটি সাধারণ ইমারত নয়। দিল্লির কুতুব মিনারের অনুপ্রেরণায় নির্মিত এই স্থাপত্যটি আসলে বাংলার এক অস্থির সময়ের নীরব সাক্ষী। পাঁচতলা এই ইমারতের গায়ে আজও যে অপরূপ পোড়ামাটির কারুকাজ দেখা যায় তা সেকালের এক আশ্চর্য নান্দনিকতার প্রমাণ বহন করে।

ইতিহাস সূত্রে জানা যায় এই মিনারের নির্মাতা হাবসি সুলতান সাইফুদ্দিন ফিরোজ শাহ। তাঁর জীবনকাহিনী যেন এক রাজনৈতিক চক্রান্তের জটিল উপাখ্যান। তাঁর আসল নাম ছিল মালিক আন্দিল। হাবসি শাসনপর্বের রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে তিনি সাইফুদ্দিন ফিরোজ শাহ নামে বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ইলিয়াস শাহি বংশের শেষ সুলতান জালালউদ্দিন ফতে শাহ-র নাবালক পুত্রকে সিংহাসনে বসানোর পরিকল্পনা ফতে শাহ-র বিধবা স্ত্রীর আপত্তিতে ভেস্তে যায়। তখন তিনি নিজেই সিংহাসন দখল করেন এবং ১৪৮৭ থেকে ১৪৮৯ সাল পর্যন্ত বাংলা শাসন করেন।

তাঁরই উদ্যোগে নির্মিত হয় এই মিনার। অনেকের মতে এটি আজান দেওয়ার মিনার, আবার অন্য একটি মত অনুসারে এটি ছিল বিজয়স্তম্ভ। স্থানীয় মানুষদের মুখে এটি চিরাগ মিনার বা পির আশা মিনার নামেও পরিচিত। এই স্থাপত্যের নির্মাণকাজের সঙ্গে একটি অত্যন্ত করুণ লোককথা জড়িয়ে আছে। কথিত আছে মিনারের নির্মাণকাজ পরিদর্শনে গিয়ে

সুলতান জানতে চেয়েছিলেন মিনারটি আরও উঁচু করা সম্ভব কি না। রাজমিস্ত্রি তখন সরলভাবে উত্তর দেন যে নির্মাণসামগ্রীর অভাবে উচ্চতা আর বাড়ানো হয়নি। এই কথা শুনে ক্রোধান্বিত সুলতান সেই কারিগরকেই মিনারের চূড়া থে নীচে নিক্ষেপের নির্মম আদেশ দেন। এই লোককথা ক্ষমত নির্মমতার এক প্রতীক হিসেবেই আজও প্রচলিত।

লোককথা অনুযায়ী পরবর্তী সময়ে সুলতানের পরিচার হিঙ্গা এবং মোরগাঁওয়ের এক ব্রাহ্মণ তরুণ সনাতনের সহায়ত দক্ষ রাজমিস্ত্রি জোগাড় করা সম্ভব হয়। শেষপর্যন্ত তাঁ উদ্যোগেই মিনারটির নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ হয়। লোকক অনুযায়ী অনেকেই এই সনাতনকে চৈতন্যদেবের প্রখ্য শিষ্য সনাতন গোস্বামীর সঙ্গে একাত্ম করে দেখেন। যদিও অভিন্নতার ঐতিহাসিক সত্যতা নিয়ে গবেষকদের মধ্যে যথে মতান্তর রয়েছে। তবে স্থাপত্যশৈলীর বিচারে ফিরোজ মিন নিঃসন্দেহে বাংলার এক ব্যতিক্রমী নিদর্শন হিসেবে নিজে জায়গা করে নিয়েছে।

নীচের তিনটি তলা বহুভুজাকার এবং ওপরের দুটি ত গোলাকার অবয়বের এই পাঁচতলা মিনারটি ক্রমশ ওপ দিকে সরু হয়েছে। এটি তুঘলক স্থাপত্যরীতির প্রভাববাহী উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। দিল্লি ও বাংলার স্থাপত্য ঐতিহ্যের মিশ্রণ প্রমাণ করে গৌড়ের সুলতানি যুগে রাজনৈতিক শক্তি পাশাপাশি শিল্প ও সংস্কৃতির আদানপ্রদান কতটা গভীর ছি প্রতিটি ইট ও পোড়ামাটির অলংকরণ সে যুগের কারুকার্য দক্ষতার নিখুঁত দলিল। শতাব্দী পেরিয়েও মিনারটি অক্ষতভা টিকে রয়েছে যা উন্নত নির্মাণকৌশলের প্রমাণ। বড় সো মসজিদ লোটন মসজিদ এবং চিকা মসজিদের প্রতিবেশী হয়ে মিনার আজও এক জীবন্ত জাদুঘর। উত্তরবঙ্গের পর্যটন ও ঐতি সংরক্ষণে এর গুরুত্ব অপরিসীম। ফিরোজ মিনারকে সংরক্ষণ ক মানে কেবল একটি স্থাপত্যকে রক্ষা করা নয়, বাংলার বহুমাত্রি ইতিহাসকেও ভবিষ্যতের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

*(লেখক প্রাবন্ধিক। ঘোকসাডাঙ্গার বাসিন্দ*

## শব্দরঙ্গ ■ ৪৪৮২

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | | | ২ | ★ | ৩ | | ৪ |
| | ★ | ★ | | ★ | | ★ | |
| | ★ | ★ | ৫ | | | ৬ | |
| ৭ | ৮ | | ★ | ★ | ★ | | ★ |
| ★ | | ★ | ★ | ★ | ৯ | | ১০ |
| ১১ | | ১২ | | ১৩ | ★ | ★ | |
| | ★ | | ★ | | ★ | ★ | |
| ১৪ | | | ★ | ১৫ | | | |

**পাশাপাশি :** ১। জলে খোলামকুচি ভাসানোর খেলা ৩। কোনও ডায়েরিতে লেখা সারাদিনের বিবরণ ৫। ফোড়া বা ঘা পেকে গিয়ে প্রচণ্ড যন্ত্রণা ৭। ডেউয়া গাছ বা তার ফল ৯। উচ্চপদস্থ সরকারি অফিসার ১১। সম্পর্কে বাবার পূর্বপুরুষ, ঠাকুর্দার বাবা ১৪। ভদ্র বা শিষ্ট ব্যবহার বা আচরণ ১৫। সমসাময়িক অবস্থা।

**উপর-নীচ :** ১। আচরণ একটু অসংলগ্ন ২। সরল প্রকৃতির সাদাসিধে ৩। ছল বা চাতুরি ৪। খই থেকে ধানের খোসা বের করতে লাগে ৬। সংগঠক বা পরিচালক ৮। হিমায়িত মিষ্টি খাবার ১০। পালিশ না করা চাল ১১। যিনি গ্রন্থ রচনা করেছেন ১২। ওস্তাদের কাছে প্রশিক্ষণ ১৩। গাছের মূল থেকে পাওয়া মশলা।

### সমাধান ■ ৪৪৮১

**পাশাপাশি :** ১। চুয়ানো ৩। রতি ৫। নাটা ৬। মক্ষিকা ৮। টিকারা ১০। তালাও ১২। মাতন ১৪। আপু ১৫। বিশ্রী ১৬। রাগবি।

**উপর-নীচ :** ১। চুনোপুঁটি ২। নোনাধরা ৪। তিরিক্ষি ৭। কাঞ্চি ৯। লামা ১০। তানপুরা ১১। ওলাবিবি ১৩। তগাবি।

## বিন্দুবিসর্গ

# সিঁদুর অভিযানে শহিদ ৬ সেনার নাম প্রকাশ

**নয়াদিল্লি, ২৬ জুন :** পহলগামে জঙ্গি হামলার যোগ্য জবাব দিতে গিয়ে সিঁদুর অভিযানে ভারতের যে বীর সেনারা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, এক বছর পর অবশেষে তাঁদের পরিচয় জনসমক্ষে আনল কেন্দ্র। একইসঙ্গে তাঁদের মরণোত্তর সম্মান প্রদানের কথাও জানানো হয়েছে।

গত বছর মে মাসে পাকিস্তানের মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদী পরিকাঠামো গুঁড়িয়ে দিতে শুরু হয়েছিল 'অপারেশন সিঁদুর'। টানা চার দিনের সেই রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে শহিদ হন ভারতীয় সেনাবাহিনীর পাঁচ সদস্য এবং বায়ুসেনার একজন জওয়ান। তাঁদের অমর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে নয়াদিল্লির জাতীয় যুদ্ধ স্মারকের 'ত্যাগ চক্র'-এর দেওয়ালে ইতিমধ্যেই নাম খোদাই করা হয়েছে।

শহিদদের তালিকায় রয়েছেন সুবেদার মেজর পবন কুমার, রাইফেলম্যান সুনীল কুমার (বীর চক্র), ল্যান্সনায়েক দীনেশ কুমার, অগ্নিবীর মুরলী নায়েক এবং হাবিলদার সুনীল কুমার সিং। এছাড়াও রয়েছেন বায়ুসেনার সার্জেন্ট সুরেন্দ্র কুমার (বায়ুসেনা পদক)। এছাড়া যুদ্ধ স্মারকের ডিজিটাল 'রোল অফ অনার'-এও তাঁদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় তাঁদের অবদানের এক স্থায়ী সরকারি স্বীকৃতি।

এর আগে এই অভিযান নিয়ে নানা জল্পনা থাকলেও এই প্রথমবার সরকারিভাবে হতাহতদের নাম প্রকাশ করা হল। বীর শহিদদের সম্মান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, 'অপারেশন সিঁদুর সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের দৃঢ় প্রতিক্রিয়া এবং জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় অটল অঙ্গীকারের প্রতিফলন।' তিনি আরও যোগ করেন, ভারতের সশস্ত্র বাহিনী সেইসময় 'অতুলনীয় সাহস, নির্ভুলতা এবং সংকল্প' দেখিয়েছিল।

# আজান বন্ধের পথে ডেনমার্ক

**কোপেনহেগেন, ২৬ জুন :** চলতি বছরের শুরুতে হিজাব নিষিদ্ধ হয়েছে ডেনমার্কে। এবার দেশজুড়ে আজান বন্ধ করার পথে হাঁটছে ইউরোপের উন্নত দেশ ডেনমার্ক। ড্যানিশ সরকারের বক্তব্য, ডেনমার্ক থাকবে ডেনমার্কের মতো। সে ইসলামাবাদের কোনও বস্তি নয়। কিন্তু সেটাই হচ্ছে।

দেশের বিভিন্ন শহর ইসলামিক চাদরে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। ডেনমার্কের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ইউরোপীয় পরিচয় বাঁচাতে কোপেনহেগেন সরকারের এই পদক্ষেপ বলে জানানো হয়েছে। নিষেধাজ্ঞার মূল রূপরেখাটি তৈরি করেছেন অভিবাসনমন্ত্রী মর্টেন বডসকভ। তিনি বলেছেন, 'ইসলামিক রীতিনীতি ডেনমার্কের স্বাভাবিক জনজীবনে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। এদেশে এসে আপনার এমন মনে হওয়া উচিত নয় যে, আপনি ইসলামাবাদে এসে পৌঁছেছেন।'

# অধীরের মামলা

**নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৬ জুন :** পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর প্রক্রিয়ায় প্রায় ২৭ লক্ষ ভোটারের নাম খামখেয়ালিভাবে বাদ দেওয়ার অভিযোগ তুলে সুপ্রিম কোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা করলেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী। তিনি অভিযোগ করেছেন, শুধুমাত্র মুর্শিদাবাদ জেলাতেই প্রায় ৫ লক্ষ ভোটারের নাম সামান্য ভুলের অজুহাতে, কোনও শুনানির সুযোগ না দিয়েই ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এর ফলে বহু সাধারণ মানুষ তাঁদের ভোটাধিকারের পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প ও সামাজিক সুরক্ষার সুবিধা থেকেও বঞ্চিত হচ্ছেন তাঁরা। তিনি জানিয়েছেন, বর্তমানে মুর্শিদাবাদে মাত্র দুটি ট্রাইব্যুনাল প্রতিদিন ৩০ থেকে ৫০টি করে মামলা শুনছে।

এই গতিতে জমে থাকা মামলার নিষ্পত্তি করতে চার থেকে পাঁচ বছর সময় লেগে যেতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে মামলায়। এসআইআরের ফলে গরিব ও অক্ষরজ্ঞানহীন লোকজন যাঁরা আদালত ও ট্রাইব্যুনালে আসতেই পারেননি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাঁরাও।

# মহরমে মৃত ৩

**ভোপাল, ২৬ জুন :** মহরমের শোভাযাত্রায় প্রাণ গেল তিনজনের। আহত ১০। শোভাযাত্রাটি বেরিয়েছিল বৃহস্পতিবার রাতে মধ্যপ্রদেশের হাটনারা গ্রামে। আচমকা হাইভোল্টেজ তারের সংস্পর্শে আসে তাজিয়া। তাতে থাকা লোহার রড থেকে বিদ্যুৎ ছড়িয়ে পড়তেই বিপত্তি। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যান তিনজন। এলাকার সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন ১০ জন। এসপি অমিত কুমার জানিয়েছেন, পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

*হায় হুসেন হায় হাসান...* মহরমের শোভাযাত্রায় মানুষের ঢল। শুক্রবার ভোপালে।

# কেরল, বাংলায় হারের কারণ খুঁজবে সিপিএম

**নবনীতা মণ্ডল**

**নয়াদিল্লি, ২৬ জুন :** সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা ভোটে কেরল, পশ্চিমবঙ্গে শোচনীয় পরাজয় কেন হল তার কারণ খুঁজতে বসেছে সিপিএম। শুক্রবার দিল্লিতে শুরু হয়েছে দলের দু'দিনের পলিটব্যুরো বৈঠক। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবি বলেন, 'ইতিহাসে এই প্রথম পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার গঠন করেছে। অন্যদিকে, কেরলে এলডিএফ সরকার মানুষের স্বার্থে একাধিক জনমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করলেও আমরা এক অপ্রত্যাশিত পরাজয়ের মুখে পড়েছি। এটি সাধারণ পরাজয় নয়, বরং একটি ধাক্কা। তাই এর কারণ গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে আত্মসমালোচনা করা প্রয়োজন।' সূত্রের খবর, কেরলে হারের নেপথ্যে যেমন দলের অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসকে কাঠগড়ায় তোলা হয়েছে ঠিক তেমনি বাংলার ক্ষেত্রে নীচুতলার কর্মীদের মধ্যে সময় থাকতে সঠিক যোগাযোগ গড়ে না তুলতে পারাকেই দায়ী করা হয়েছে।

বেবি জানান, পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলের নির্বাচনী বিপর্যয় নিয়ে ইতিমধ্যেই দলের সব স্তরে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। বিভিন্ন জেলা, এরিয়া ও স্থানীয় কমিটি স্বাধীনভাবে নিজেদের মূল্যায়ন জমা দিয়েছে। পরে পশ্চিমবঙ্গ ও কেরল রাজ্য কমিটির বৈঠকেও বিষয়টি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়। সেই সমস্ত মতামত ও মূল্যায়নের ভিত্তিতে একটি রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে। পলিটব্যুরো বৈঠকে সেই রিপোর্ট নিয়েই আলোচনা চলছে। ১১ থেকে ১৩ জুলাই কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে এই বিষয়টি উত্থাপন করা হবে।

রাজ্য কমিটিগুলির প্রস্তুত করা রিপোর্ট কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব হুবহু গ্রহণ করবে কি না, এই প্রশ্নের জবাবে এম এ বেবি বলেন, পলিটব্যুরো কী সিদ্ধান্ত নেবে, তা আগে থেকে অনুমান করা ঠিক হবে না। ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে বাংলায় বামেদের ঝুলিতে এসেছে ৪.৬৮ শতাংশ ভোট। আগামী দিনে জনগণের এই সমর্থনকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে সংগঠনকে আরও মজবুতভাবে গড়ে তোলা যায় সে বিষয়েও আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। দলীয় সূত্রে খবর, এই বৈঠকে শুধু নির্বাচনী পরাজয়ের কারণ বিশ্লেষণই নয়, ভবিষ্যৎ সাংগঠনিক পুনর্গঠন, রাজনৈতিক কৌশল এবং নেতৃত্বের দায়বদ্ধতার প্রশ্নও উঠে এসেছে। বিশেষ করে কেরলের পরাজয়ের পর দলের পুনর্গঠনের রূপরেখা এবং পিনারাই বিজয়নের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক ভূমিকা নিয়েও পলিটব্যুরোয় আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

# আসন বিন্যাস বদলাচ্ছে লোকসভায়

**নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৬ জুন :** সামনের মাসের ২০ তারিখ থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের বাদল অধিবেশন। তার আগেই তৃণমূল, শিবসেনা, ডিএমকের মতো দলগুলির আসনবিন্যাস সংক্রান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন স্পিকার ওম বিড়লা। লোকসভা সচিবালয় সূত্রে খবর, এনসিপিআই-এ যোগ দেওয়া সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার ইতিমধ্যে লোকসভা সচিবালয়ে আবেদন জানিয়ে আলাদা বসার দাবি করেছেন। শুধু কাকলিরাই নন, শিবসেনা (উদ্ধব গোষ্ঠী)-র ছয় জন সাংসদ শিবসেনা (শিন্ডে গোষ্ঠী)-তে যোগ দেওয়ার পর তাঁরাও আলাদা বসার দাবি জানিয়েছেন। অন্যদিকে, তামিলনাড়ুতে কংগ্রেসের সঙ্গে দূরত্ব বাড়িয়ে ডিএমকে-ও আলাদা বসার ইচ্ছার কথা জানিয়েছে। লোকসভা সচিবালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এই সমস্ত আবেদন ও সংশ্লিষ্ট সাংবিধানিক এবং সংসদীয় বিধি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ইতিমধ্যেই তৃণমূলের দুই পক্ষের বক্তব্য শুনেছেন স্পিকার ওম বিড়লা। একদিকে কাকলি ঘোষদস্তিদার-সহ এনসিপিআই-এ যোগ দেওয়া সাংসদরা নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন, অন্যদিকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল প্রতিনিধিদলও তাদের দাবি স্পিকারের সামনে তুলে ধরেছে। একইভাবে শিবসেনার দুই গোষ্ঠীর বিদ্রোহী ছয় সাংসদ এবং উদ্ধব ঠাকরে শিবিরের বক্তব্যও শুনেছেন স্পিকার।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূলের দাবি, দলের প্রতীকে নির্বাচিত হয়ে এনসিপিআই-এ যোগ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওই ২০ জন সাংসদ দলত্যাগ-বিরোধী আইনের আওতায় সাংসদ পদে থাকার অধিকার হারিয়েছেন। অন্যদিকে বিদ্রোহী সাংসদদের দাবি, তাঁরাই প্রকৃত তৃণমূলের প্রতিনিধিত্ব করছেন। এই পরিস্থিতিতে বাদল অধিবেশনের আগে লোকসভার আসন বিন্যাস এবং সংশ্লিষ্ট সাংসদদের সাংসদ হিসেবে স্বীকৃতি সংক্রান্ত বিষয়ে স্পিকার ওম বিড়লা কী সিদ্ধান্ত নেন সেদিকেই এখন রাজনৈতিক মহলের নজর।

অম্বুবাচির পর মন্দির খোলার দিন কামাখ্যায় ভক্তদের ভিড়। শুক্রবার।

# ধর্মেন্দ্রকে খোঁচা কংগ্রেসের

**নয়াদিল্লি, ২৬ জুন :** কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে নিট পড়ুয়াদের আত্মহত্যার প্রসঙ্গ টেনে খোঁচা দিল কংগ্রেস। ধর্মেন্দ্রকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জাতীয় শিক্ষানীতি দেশজুড়ে কার্যকর করার ব্যাপারে তাঁর ভূমিকার প্রশংসাও করেন। মোদির শুভেচ্ছাবার্তার প্রতিক্রিয়ায় শিক্ষামন্ত্রীকে বিঁধে লোকসভার বি রাহুল গান্ধি লিখেছেন, 'এই তালিকায় প্রতিটি নাম এক-একজন শিশুর যাদের স্বপ্ন, পরিবার, ভবিষ্যৎ-সবকিছু একটি ভাঙাচোরা ব্যবস্থা ধ্বংস করে দিয়েছে এবং সরকার তার থেকে শিক্ষা নিতে বা দায়স্বীকার করতে নারাজ। এই পড়ুয়াদের মনে রাখবেন। প্রত্যেককে। প্রধানমন্ত্রী মোদি যখন ধর্মেন্দ্র প্রধানকে তাঁর জন্মদিনে প্রশংসা করেন তখন তিনি কি এই ছেলেমেয়েগুলির জন্য সামান্যতম চিন্তাভাবনাও করেছিলেন?'

## ভেনেজুয়েলায় নিখোঁজ কয়েক হাজার

# ভূমিকম্পে মৃত বেড়ে ৫৮৯

**কারাকাস, ২৬ জুন :** ভেনেজুয়েলার উত্তরাঞ্চলে আঘাত হানা শক্তিশালী জোড়া ভূমিকম্পে এ পর্যন্ত অন্তত ৫৮৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ৪,৩০০ জনের বেশি মানুষ। ধসে পড়া ঘরবাড়ির নীচে এখনও হাজার হাজার মানুষ চাপা পড়ে আছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে জীবিতদের উদ্ধারে স্থানীয় বাসিন্দা ও উদ্ধারকর্মীরা আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন। বুধবার সন্ধ্যায় মাত্র এক মিনিটের ব্যবধানে ৭.২ এবং ৭.৫ মাত্রার দুটি শক্তিশালী ভূমিকম্প অনুভূত হয়, যা গত এক শতাব্দীর মধ্যে দেশটিতে সবচেয়ে ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়।

ক্ষয়ক্ষতির তীব্রতা সবচেয়ে বেশি উপকূলীয় লা গুয়াইরা অঞ্চলে। দেশের প্রধান বিমানবন্দরটি এই এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় সেটি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিমানবন্দর বন্ধ থাকায় ভেনেজুয়েলায় আন্তর্জাতিক সাহায্য পৌঁছানো কঠিন হয়ে পড়েছে। রাজধানী কারাকাসেও বহু ঘরবাড়ি এবং বহুতল ধসে পড়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আনতে অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট ডেলসি রডরিগেজ দেশজুড়ে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত হাসপাতাল ও ঘরবাড়ি পুনর্নির্মাণের জন্য ২০ কোটি ডলারের তহবিল গঠনের কথা জানিয়েছেন। উদ্ধারকাজে গতি আনতে তিনি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে ভারী যন্ত্রপাতি চেয়ে আবেদন করেছেন। প্রেসিডেন্ট রডরিগেজ লা গুয়াইরাকে 'দুর্যোগপূর্ণ অঞ্চল' হিসেবে ঘোষণা করে বলেন, 'আমরা যথাসম্ভব বেশি মানুষকে জীবিত উদ্ধার করার ব্যাপারে আশাবাদী।'

স্বাস্থ্যমন্ত্রী কার্লোস আলভারাডো বলেন, 'দুর্ভাগ্যবশত আমরা প্রায় ৫৮৯ জন আহতকে পেয়েছিলাম যাঁরা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছানোর আগেই মারা গিয়েছেন অথবা আনার পরই প্রাণ হারিয়েছেন।' লা গুয়াইরার বাসিন্দা হুয়ান আলবার্তো মেনদানিয়ো ধ্বংসস্তূপের মধ্যে চাপা পড়া এক মহিলার কথা বলতে গিয়ে রীতিমতো কেঁদে ফেলেন। তিনি বলেন, 'ঈশ্বর যেন তাঁকে দ্রুত উদ্ধার করেন। আমরা যখন চিৎকার শুনলাম, তখন আমাদের কিছুই করার ছিল না।' কারাকাসের বাসিন্দা দায়ানা ডেলগাদো তাঁর ৮ বছর বয়সি নিখোঁজ সন্তানের কথা বলতে গিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। ডেলগাদোর কথায়, 'আমি জানতে চাই আমার সন্তান কোথায়, সে কোথাও আটকে আছে নাকি কোনও আশ্রয়ে রয়েছে? সরকার যে ভারী যন্ত্রপাতির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সেগুলি কোথায়?'

- ভেনেজুয়েলায় ভয়াবহ জোড়া ভূমিকম্পে দ্রুত বাড়ছে হতাহতের সংখ্যা
- প্রধান বিমানবন্দর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় আন্তর্জাতিক ত্রাণ ও উদ্ধারকারী দল পৌঁছাতে সমস্যা হচ্ছে
- প্রেসিডেন্ট জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে ২০ কোটি ডলারের পুনর্নির্মাণ তহবিল গঠনের কথা ঘোষণা করেছেন
- সরকারি উদ্ধারকাজে ধীরগতির কারণে সাধারণ মানুষ নিজেরাই ধ্বংসস্তূপ সরানোর কাজ করছে
- বিশ্বজুড়ে ত্রাণের ঢল, মার্কিন নিষেধাজ্ঞায় সাময়িক শিথিলতা

এই ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর বিশ্বজুড়ে মানবিক সহায়তার ঢল নেমেছে। মেক্সিকো, ব্রাজিল, স্পেন, কাতার, পর্তুগাল ও কানাডা সহ বিভিন্ন দেশ জরুরি ত্রাণ, চিকিৎসক ও উদ্ধারকারী দল পাঠাতে শুরু করেছে। মার্কিন বিদেশমন্ত্রী মার্কো রুবিও দ্রুততম সময়ে কার্যকর সাহায্য পাঠানোর আশ্বাস দিয়েছেন। ত্রাণ কাজে গতি আনতে মার্কিন ট্রেজারি বিভাগ ভেনেজুয়েলার ওপর থাকা কিছু অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আগামী ২৩ অক্টোবর পর্যন্ত শিথিল করার কথা ঘোষণা করেছে। একইসঙ্গে জরুরি তথ্য আদানপ্রদানের সুবিধার্থে ভেনেজুয়েলা সরকার ২০২৪ থেকে বন্ধ থাকা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স-এর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিয়েছে।

৪৮ ঘণ্টা পরেও প্রিয়জনের খোঁজে মরিয়া। শুক্রবার ভেনেজুয়েলায়।

# ভেনেজুয়েলার পাশে ভারত

**নয়াদিল্লি, ২৬ জুন :** ভেনেজুয়েলার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ভারত। মোদি সরকারের উদ্যোগে শুরু হয়েছে 'অপারেশন আমিস্তাদ'। উত্তরপ্রদেশের হিন্দন বিমানঘাঁটি থেকে ভারতীয় বায়ুসেনার দুটি বিশেষ বিমানে ৪১ জনের সেনা-মেডিকেল দল ভেনেজুয়েলার উদ্দেশে রওনা দিয়েছে। বিখ্যাত '৬০ প্যারা ফিল্ড হসপিটাল'-এর দলটিতে ৯ জন অভিজ্ঞ সেনা চিকিৎসক রয়েছেন, যাঁরা মূলত

**শুরু 'অপারেশন আমিস্তাদ'**

জরুরি চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচারের কাজ করবেন। ভারতের বিদেশমন্ত্রকের তরফে ৬ টন জরুরি ওষুধ ও ত্রাণসামগ্রী পাঠানো হয়েছে। তবে এই অভিযানের প্রধান স্তম্ভ হল ভারতের নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি অত্যাধুনিক মোবাইল হাসপাতাল 'ভীষ্ম কিউব'। 'আরোগ্য মৈত্রী প্রোজেক্ট'-এর অধীনে পাঠানো এই মডিউলার মিনি হাসপাতালটিতে পোর্টেবল ভেন্টিলেটর, ল্যাব সরঞ্জাম, জেনারেটর এবং অক্সিজেন সাপোর্ট রয়েছে।

# রামলালা তহবিল কাণ্ডে ইস্তফা চম্পত রাইয়ের

**লখনউ, ২৬ জুন :** অযোধ্যার রাম মন্দিরে ভক্তদের পাঠানো কোটি কোটি টাকার দান এবং বহুমূল্য সামগ্রী তছরুপের অভিযোগে শেষপর্যন্ত বড় আইনি পদক্ষেপের পথে হাঁটল প্রশাসন। অর্থ তছরুপের প্রেক্ষিতে ট্রাস্টের দুই শীর্ষকর্তার ইস্তফা ও আটজনের গ্রেপ্তারি ঘিরে শুক্রবার তোলপাড় হল গোটা দেশ।

তহবিল তছরুপের নৈতিক দায় স্বীকার করে শুক্রবারই শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক চম্পত রাই এবং অনিল মিশ্র পদত্যাগ করেন। এদিন স্থানীয় আদালত ধৃত আট অভিযুক্তকে ২৯ জুন পর্যন্ত জেল হেপাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে।

বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)-এর রিপোর্টে চম্পত রাইয়ের প্রাক্তন গাড়িচালক টিন্নু যাদব ও অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ককর্মী সুভাষ শ্রীবাস্তবের নাম উঠে এসেছে। সিসিটিভি এড়িয়ে শৌচাগারে টাকা লুকোনোর মতো চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ্যে আসতেই শুক্রবার তীব্র প্রতিক্রিয়া জানান মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'ভক্তদের বিশ্বাস নিয়ে ছিনিমিনি খেলা বরদাস্ত করা হবে না। সনাতন ধর্মের মূল্যবোধে আঘাত দিলে জিরো টলারেন্স নীতি নেওয়া হবে।'

> **ভগবানের ঘরে চুরির নেপথ্যে অত্যন্ত প্রভাবশালী কিছু দানব রয়েছে। সরকার কেবল আটজন চুনোপুঁটিকে ধরে রাঘববোয়ালদের আড়াল করতে চাইছে।**
>
> **অরবিন্দ কেজরিওয়াল**

অন্যদিকে, শুক্রবার অযোধ্যা দর্শনে গিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তিনি বলেন, 'ভগবানের ঘরে চুরির নেপথ্যে অত্যন্ত প্রভাবশালী কিছু দানব রয়েছে। সরকার কেবল আটজন চুনোপুঁটিকে ধরে রাঘববোয়ালদের আড়াল করতে চাইছে।'

ট্রাস্টের সদস্য কৃষ্ণ মোহনের অভিযোগের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার রাতে পুলিশ এফআইআর দায়ের করার পরেই ধরপাকড় শুরু করে। অভিযোগ, গণনার সময় অতিরিক্ত নোট সরিয়ে এই বিপুল টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। সমাজবাদী পার্টির অভিযোগ অনুযায়ী, নয়ছয় হওয়া টাকার অঙ্ক প্রায় ৭.৫ কোটির কম নয়। লখনউয়ের ডিভিশনাল কমিশনার বিজয় বিশ্বাস পন্থের নেতৃত্বে সিট আগামী ১৫ দিনের মধ্যে চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করবে। এই চক্রের সঙ্গে কোনও ব্যাঙ্ক আধিকারিক বা অন্য কেউ যুক্ত কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

# 'লাপাতা' রাহুল!

**নয়াদিল্লি, ২৬ জুন :** 'চোখের বালি' রাহুল গান্ধির ঘনঘন বিদেশ সফর নিয়ে ফের খোঁচা দিল বিজেপি। তবে এবার আর কেবল শুকনো রাজনৈতিক বাক্যবাণ নয়, আক্রমণ শানাতে বিজেপির হাতিয়ার বলিউড।

'লাপাতা লেডিস'-এর আদলে 'লাপাতা রাহুল', 'চক দে ইন্ডিয়া'র আদলে 'ছোড় দে ইন্ডিয়া', বিরোধী দলনেতাকে বিঁধতে একের পর এক প্যারোডি পোস্টার ভাইরাল করেছে পদ্মশিবির। সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে 'ট্যুরিস্ট জিন্দা হ্যায়', 'পরদেশ' বা 'গো রাহুল গন'-এর মতো জনপ্রিয় ছবির নাম ধার করে

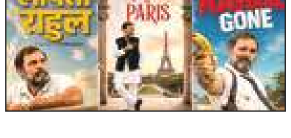


তৈরি স্যাটায়ার।

বিজেপির টিপ্পনী, রাহুলবাবুর আসলে 'স্বদেশ' নয়, 'পরদেশ'ই পছন্দ। বিজেপি মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা বলেছেন, 'রাহুলের উচিত নিজের পদের নাম বদলে 'লিডার অফ পর্যটন অ্যান্ড পার্টিং' রাখা। প্রধানমন্ত্রী যখন দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করছেন, তখন ওঁকে শুধু এই দুটো কাজই করতে দেখা যায়।' রাহুলের প্রায় ৫৫টি বিদেশ সফরের বিপুল খরচের উৎস নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন বিজেপি নেতা আরপি সিং সহ অন্যরা।

জবাবে প্রবীণ কংগ্রেস নেতা সলমন খুরশিদের দাবি, 'এত গাত্রদাহ কীসের! রাহুল গান্ধি শুধু আমাদের দেশের নেতা নন। বিশ্বের বহু মানুষ ওঁকে নেতা বলে মনে করেন। দুনিয়ার বহু প্রান্ত থেকে ওঁর কাছে আমন্ত্রণ আসে, মানুষ ওঁর কথা শুনতে চান।'

**অণ্ডাল ও দুর্গাপুর স্টেশনের মধ্যে কিছু মেল/এক্সপ্রেস ট্রেনের আংশিক বাতিলকরণ অব্যাহত থাকবে**

দুর্গাপুর স্টেশনের পরিবর্তে অণ্ডাল স্টেশনে নিম্নলিখিত মেল/এক্সপ্রেস ট্রেনগুলির লোকোমোটিভ রিভার্সাল ৩ মাসের জন্য অর্থাৎ **০১.০৭.২০২৬ তারিখ থেকে ৩০.০৯.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত** অব্যাহত থাকবে। সুতরাং, এই ট্রেনগুলি তাদের নির্ধারিত যাত্রাপথ আসানসোল-অণ্ডাল-দুর্গাপুর-অণ্ডাল-সাঁইথিয়া হয়ে চলার পরিবর্তে আসানসোল-অণ্ডাল-সাঁইথিয়া হয়ে পথ পরিবর্তন করে চলবে এবং অণ্ডাল ও দুর্গাপুর স্টেশনের মধ্যে আংশিকভাবে বাতিল থাকবে।

● **১২৫৫১ এসএমভিটি বেঙ্গালুরু-কামাখ্যা এসি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস** [যাত্রা শুরুর তারিখ ০৪/০৭, ১১/০৭, ১৮/০৭, ২৫/০৭, ০১/০৮, ০৮/০৮, ১৫/০৮, ২২/০৮, ২৯/০৮, ০৫/০৯, ১২/০৯, ১৯/০৯ এবং ২৬/০৯/২৬ (শনিবার)]। **অণ্ডালে থামার সময়ঃ** পৌঃ ২০.০০ ঘ., ছাঃ ২০.০১ ঘ. ● **১২৫৫২ কামাখ্যা-এসএমভিটি বেঙ্গালুরু এসি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস** [যাত্রা শুরুর তারিখ ০১/০৭, ০৮/০৭, ১৫/০৭, ২২/০৭, ২৯/০৭, ০৫/০৮, ১২/০৮, ১৯/০৮, ২৬/০৮, ০২/০৯, ০৯/০৯, ১৬/০৯, ২৩/০৯ এবং ৩০/০৯/২৬ (বুধবার)]। **অণ্ডালে থামার সময়ঃ** পৌঃ ০৬.৪৫ ঘ., ছাঃ ০৬.৪৭ ঘ. ● **১৩৪১৭ দীঘা-মালদা টাউন এক্সপ্রেস** [যাত্রা শুরুর তারিখ ০২/০৭, ০৯/০৭, ১৬/০৭, ২৩/০৭, ৩০/০৭, ০৬/০৮, ১৩/০৮, ২০/০৮, ২৭/০৮, ০৩/০৯, ১০/০৯, ১৭/০৯ এবং ২৪/০৯/২৬ (বৃহস্পতিবার)]। **অণ্ডালে থামার সময়ঃ** পৌঃ ০৮.১০ ঘ., ছাঃ ০৮.১১ ঘ. ● **১৩৪১৮ মালদা টাউন-দীঘা এক্সপ্রেস** [যাত্রা শুরুর তারিখ ০২/০৭, ০৯/০৭, ১৬/০৭, ২৩/০৭, ৩০/০৭, ০৬/০৮, ১৩/০৮, ২০/০৮, ২৭/০৮, ০৩/০৯, ১০/০৯, ১৭/০৯ এবং ২৪/০৯/২৬ (বৃহস্পতিবার)]। **অণ্ডালে থামার সময়ঃ** পৌঃ ১২.৪৩ ঘ., ছাঃ ১২.৪৫ ঘ. ● **১৩৪২৫ মালদা টাউন-সুরাট এক্সপ্রেস** [যাত্রা শুরুর তারিখ ০৪/০৭, ১১/০৭, ১৮/০৭, ২৫/০৭, ০১/০৮, ০৮/০৮, ১৫/০৮, ২২/০৮, ২৯/০৮, ০৫/০৯, ১২/০৯, ১৯/০৯ এবং ২৬/০৯/২৬ (শনিবার)]। **অণ্ডালে থামার সময়ঃ** পৌঃ ১৬.৪১ ঘ., ছাঃ ১৬.৪৩ ঘ. ● **১৩৪২৬ সুরাট-মালদা টাউন এক্সপ্রেস** [যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬/০৭, ১৩/০৭, ২০/০৭, ২৭/০৭, ০৩/০৮, ১০/০৮, ১৭/০৮, ২৪/০৮, ৩১/০৮, ০৭/০৯, ১৪/০৯, ২১/০৯ এবং ২৮/০৯/২৬ (সোমবার)]। **অণ্ডালে থামার সময়ঃ** পৌঃ ০০.০২ ঘ., ছাঃ ০০.০৪ ঘ. ● **১৫৬২৯ তাম্বরম-শিলঘাট টাউন নগাঁও এক্সপ্রেস** [যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬/০৭, ১৩/০৭, ২০/০৭, ২৭/০৭, ০৩/০৮, ১০/০৮, ১৭/০৮, ২৪/০৮, ৩১/০৮, ০৭/০৯, ১৪/০৯, ২১/০৯ এবং ২৮/০৯/২৬ (সোমবার)]। **অণ্ডালে থামার সময়ঃ** পৌঃ ০৩.৪১ ঘ., ছাঃ ০৩.৪২ ঘ. ● **১৫৬৩০ শিলঘাট টাউন- তাম্বরম নগাঁও এক্সপ্রেস** [যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩/০৭, ১০/০৭, ১৭/০৭, ২৪/০৭, ৩১/০৭, ০৭/০৮, ১৪/০৮, ২১/০৮, ২৮/০৮, ০৪/০৯, ১১/০৯, ১৮/০৯ এবং ২৫/০৯/২৬ (শুক্রবার)]। **অণ্ডালে থামার সময়ঃ** পৌঃ ০৮.১০ ঘ., ছাঃ ০৮.১১ ঘ. ● **১৫৬৪০ কামাখ্যা-পুরী এক্সপ্রেস** [যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫/০৭, ১২/০৭, ১৯/০৭, ২৬/০৭, ০২/০৮, ০৯/০৮, ১৬/০৮, ২৩/০৮, ৩০/০৮, ০৬/০৯, ১৩/০৯, ২০/০৯ এবং ২৭/০৯/২৬ (রবিবার)]। **অণ্ডালে থামার সময়ঃ** পৌঃ ১২.২০ ঘ., ছাঃ ১২.২২ ঘ. ● **১৫৬৬১ রাঁচি-কামাখ্যা এক্সপ্রেস** [যাত্রা শুরুর তারিখ ০১/০৭, ০৮/০৭, ১৫/০৭, ২২/০৭, ২৯/০৭, ০৫/০৮, ১২/০৮, ১৯/০৮, ২৬/০৮, ০২/০৯, ০৯/০৯, ১৬/০৯, ২৩/০৯ এবং ৩০/০৯/২৬ (বুধবার)]। **অণ্ডালে থামার সময়ঃ** পৌঃ ০২.২১ ঘ., ছাঃ ০২.২৩ ঘ. ● **১৫৬৬২ কামাখ্যা-রাঁচি এক্সপ্রেস** [যাত্রা শুরুর তারিখ ০৭/০৭, ১৪/০৭, ২১/০৭, ২৮/০৭, ০৪/০৮, ১১/০৮, ১৮/০৮, ২৫/০৮, ০১/০৯, ০৮/০৯, ১৫/০৯, ২২/০৯ এবং ২৯/০৯/২৬ (মঙ্গলবার)]। **অণ্ডালে থামার সময়ঃ** পৌঃ ০৬.৪৫ ঘ., ছাঃ ০৬.৪৭ ঘ. ● **১৫৯২৯ তাম্বরম-নিউ তিনসুকিয়া এক্সপ্রেস** [যাত্রা শুরুর তারিখ ০২/০৭, ০৯/০৭, ১৬/০৭, ২৩/০৭, ৩০/০৭, ০৬/০৮, ১৩/০৮, ২০/০৮, ২৭/০৮, ০৩/০৯, ১০/০৯, ১৭/০৯ এবং ২৪/০৯/২৬ (বৃহস্পতিবার)]। **অণ্ডালে থামার সময়ঃ** পৌঃ ০৩.৪১ ঘ., ছাঃ ০৩.৪২ ঘ. ● **১৫৯৩০ নিউ তিনসুকিয়া-তাম্বরম এক্সপ্রেস** [যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬/০৭, ১৩/০৭, ২০/০৭, ২৭/০৭, ০৩/০৮, ১০/০৮, ১৭/০৮, ২৪/০৮, ৩১/০৮, ০৭/০৯, ১৪/০৯, ২১/০৯ এবং ২৮/০৯/২৬ (সোমবার)]। **অণ্ডালে থামার সময়ঃ** পৌঃ ০৮.১০ ঘ., ছাঃ ০৮.১১ ঘ. ● **২২৬১১ এমজিআর চেন্নাই সেন্ট্রাল-নিউ জলপাইগুড়ি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস** [যাত্রা শুরুর তারিখ ০১/০৭, ০৮/০৭, ১৫/০৭, ২২/০৭, ২৯/০৭, ০৫/০৮, ১২/০৮, ১৯/০৮, ২৬/০৮, ০২/০৯, ০৯/০৯, ১৬/০৯, ২৩/০৯ এবং ৩০/০৯/২৬ (বুধবার)] **অণ্ডালে থামার সময়ঃ** পৌঃ ১৬.৫৫ ঘ., ছাঃ ১৬.৫৭ ঘ. ● **২২৬১২ নিউ জলপাইগুড়ি-এমজিআর চেন্নাই সেন্ট্রাল সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস** [যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩/০৭, ১০/০৭, ১৭/০৭, ২৪/০৭, ৩১/০৭, ০৭/০৮, ১৪/০৮, ২১/০৮, ২৮/০৮, ০৪/০৯, ১১/০৯, ১৮/০৯ এবং ২৫/০৯/২৬ (শুক্রবার)] **অণ্ডালে থামার সময়ঃ** পৌঃ ০৬.৪৫ ঘ., ছাঃ ০৬.৪৭ ঘ.

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, আসানসোল

**পূর্ব রেলওয়ে**

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

সুস্থ থাকুন

# এইচপিভি টিকাতেই ক্যানসার প্রতিরোধ

গাইনিকলজিক্যাল ক্যানসার মানেই নারীদের প্রজনন অঙ্গের (জরায়ু, ডিম্বাশয় বা ওভারি, জরায়ুমুখ বা সার্ভিক্স এবং যোনিপথ) ক্যানসার। আমাদের সমাজে নারীরা প্রায়ই পরিবারের সবার খেয়াল রাখতে গিয়ে নিজের শরীরের দিকে নজর দেওয়ার সময় পান না। এর সঙ্গে যুক্ত হয় সচেতনতার অভাব, লজ্জা আর দেরিতে পরীক্ষা করানোর প্রবণতা। ফলে এই রোগ অনেক সময় মারাত্মক রূপ নেয়। অথচ একটু সতর্ক হয়ে প্রাথমিক অবস্থায় রোগটি শনাক্ত করতে পারলে তা পুরোপুরি নিরাময় করা সম্ভব। লিখেছেন শিলিগুড়ির রাঙ্গাপানির মণিপাল হাসপাতালের কনসালট্যান্ট মেডিকেল অঙ্কোলজিস্ট

ডাঃ চিন্নু জোমি

নারীদের মধ্যে মূলত তিন ধরনের গাইনিকলজিক্যাল ক্যানসার বেশি দেখা যায়— জরায়ুমুখ (সার্ভিক্স), ডিম্বাশয় (ওভারি) এবং জরায়ুর (ইউটেরাস) ক্যানসার।

**সার্ভিক্যাল ক্যানসার :** এটি সাধারণত হিউম্যান প্যাপিলোমাভাইরাস বা এইচপিভি (HPV)-র সংক্রমণে হয়। সহবাসের পর কিংবা মেনোপজের পর হঠাৎ রক্তক্ষরণ এবং দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব এই ক্যানসারের অন্যতম প্রধান লক্ষণ।

**ওভারিয়ান ক্যানসার :** চিকিৎসাবিজ্ঞানে একে নীরব ঘাতক বলা হয়। কারণ, এর লক্ষণগুলো খুব সাধারণ হয়। সারাক্ষণ পেট ফাঁপা, অল্প খেলেই পেট ভরে যাওয়া, ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ এবং হজমের সমস্যার মতো অস্পষ্ট লক্ষণ থাকে বলে এটি সহজে ধরা পড়ে না।

**ইউটেরাইন বা জরায়ুর ক্যানসার :** অতিরিক্ত ওজন বা স্থূলতা, ডায়াবিটিস এবং শরীরে হরমোনের ভারসাম্যের অভাব থাকলে এই ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ে। মেনোপজ বা পিরিয়ড পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর যদি আবার রক্তক্ষরণ শুরু হয়, তবে তা এই ক্যানসারের একটি বড় সতর্কবার্তা।

### যেসব লক্ষণ কখনোই অবহেলা করবেন না

নারীদের শরীরের কিছু স্বাভাবিক পরিবর্তনকে বয়সের দোষ বা সাধারণ সমস্যা ভেবে এড়িয়ে যাওয়া বিপজ্জনক হতে পারে। যদি দীর্ঘদিন ধরে পিরিয়ডের নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে বা মেনোপজের পরে হঠাৎ রক্তক্ষরণ হয়, তাহলে মোটেও ফেলে না রেখে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। এছাড়া কোনও কারণ ছাড়া সারাক্ষণ পেট ফাঁপা থাকা, তলপেটে বা কোমরে তীব্র ব্যথা কিংবা গোপনাঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী চুলকানি ও ক্ষত থাকলে অবিলম্বে পরীক্ষা করানো প্রয়োজন।

### স্ক্রিনিং এবং প্রতিরোধই রক্ষাকবচ

সবচেয়ে স্বস্তির বিষয়, সার্ভিক্যাল বা জরায়ুমুখের ক্যানসার এখন শতভাগ প্রতিরোধযোগ্য। নিয়মিত প্যাপ স্মিয়ার টেস্ট এবং এইচপিভি স্ক্রিনিংয়ের মাধ্যমে ক্যানসারের জন্ম নেওয়ার আগেই তার পূর্বাভাস পাওয়া যায় এবং আটকে দেওয়া যায়। এছাড়া ৯ থেকে ১৪ বছর বয়সি মেয়েদের এইচপিভি টিকা দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। সঠিক সময়ে এই টিকা দিলে জরায়ুমুখ ক্যানসারের ঝুঁকি প্রায় সম্পূর্ণ দূর করা সম্ভব।

### আধুনিক চিকিৎসা ও নতুন আশার আলো

ক্যানসার মানেই এখন আর জীবনের শেষ কথা নয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানের অভাবনীয় অগ্রগতির ফলে এখন আর রোগীকে আগের মতো কষ্ট পেতে হয় না। রোবোটিক এবং মিনিমালি ইনভেসিভ সার্জারি বা ল্যাপারোস্কোপির মাধ্যমে এখন অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে কাটাছেঁড়া ছাড়াই বড় অস্ত্রোপচার করা সম্ভব। এর ফলে রোগীর ব্যথা কম হয় এবং খুব দ্রুত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরতে পারেন। এছাড়া চিকিৎসায় এসেছে টার্গেটেড থেরাপি এবং ইমিউনোথেরাপি। এইসব আধুনিক পদ্ধতি শরীরের ভালো কোষগুলোর ক্ষতি না করে শুধু নির্দিষ্ট ক্যানসার কোষগুলোকে ধ্বংস করে দেয়।

পরিশেষে বলব, রোগ নিয়ে লজ্জা বা ভয় পাবেন না। শারীরিক লক্ষণ লুকিয়ে না রেখে, সঠিক সময়ে চিকিৎসকের কাছে যাওয়াই এই লড়াইয়ে জেতার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। আর এখন তো রাজ্য সরকারও বিনামূল্যে এইচপিভি টিকাকরণ কর্মসূচি শুরু করেছে। সময় থাকতে এবং ক্যানসার প্রতিরোধে প্রত্যেকের অবশ্যই এই টিকা নেওয়া উচিত।

# গাঁটের ব্যথায় এসির ভূমিকা কতটা?

অফিসে হোক বা বাড়িতে, স্বস্তির জন্য এয়ার কন্ডিশনার এখন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু একটা সমস্যা হয়তো অনেকেই খেয়াল করেছেন- দীর্ঘক্ষণ এসির ঠান্ডায় বসে থাকলে ঘাড়, কোমর, হাত-পা বা হাঁটুতে ব্যথা বাড়ে। শরীর যেন আড়ষ্ট হয়ে আসে। শুধু বয়স্করাই নন, আজকাল তরুণরাও এই সমস্যার শিকার। অনেকেই ভাবেন, এসি বোধহয় সরাসরি গাঁটে ব্যথার জন্য দায়ী। কিন্তু বিজ্ঞান আসলে কী বলছে?

নয়াদিল্লির ইন্দ্রপ্রস্থ অ্যাপোলো হাসপাতালের সিনিয়ার কনসালট্যান্ট অর্থোপেডিক ও জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট সার্জন ডাঃ রাজু বৈশ্যর মতে, এসি সরাসরি আরথ্রাইটিস বা হাড় ক্ষয়ের কারণ নয়। আসল সমস্যা একটানা এক জায়গায় এবং অতিরিক্ত ঠান্ডার মধ্যে বসে থাকা।

ডাঃ বৈশ্যর কথায় সায় জানিয়েছেন কলকাতার এশিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইমিউনোলজি ও রিউমাটোলজির অ্যাকাডেমিক ডিরেক্টর ডাঃ অর্ঘ্য চট্টোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, 'এসি ঘরে দীর্ঘক্ষণ থাকলেই যে গাঁটে বা জয়েন্টে ব্যথা হবে, এমন কোনও কথা নেই। তবে দীর্ঘক্ষণ সূর্যের আলো না পাওয়া, নড়াচড়া না করা বা রক্ত সঞ্চালনে ব্যাঘাত ঘটলে গাঁটে বা জয়েন্টে ব্যথা হতে পারে।'

অর্থাৎ দীর্ঘক্ষণ ঠান্ডা পরিবেশে থাকলে রক্তনালি সংকুচিত হয়ে যায়। এর ফলে পেশি ও অস্থিসন্ধি বা জয়েন্টে রক্ত চলাচল কমে যায়। প্রয়োজনীয় অক্সিজেন ও গ্লুকোজ ঠিকমতো পৌঁছাতে না পারার কারণে পেশি শক্ত হয়ে যায় এবং শরীরে আড়ষ্টতা দেখা দেয়। এর সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ চেয়ারে বসে কাজ করার ফলে জয়েন্টের নমনীয়তা কমে গিয়ে এই অস্বস্তি আরও বাড়ে। এসি ঘরে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকা বা শোয়া সরাসরি পেশির আড়ষ্টতা ও জয়েন্টে ব্যথার কারণ হয়।

তবে শুধু এসির ঠান্ডাই যে গাঁটে ব্যথার জন্য দায়ী তা নয়, এর সঙ্গে বয়স, আরথ্রাইটিসের সমস্যা, পুরোনো কোনও চোট-আঘাত, পেশিতে টান, বসার ভুল ভঙ্গি, শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা এবং রক্ত চলাচলে পরিবর্তন ইত্যাদিরও ভূমিকা রয়েছে। আর তাই একটানা এসি ঘরে বসে কাজ করলে অনেকে বুঝতেই পারেন না, ব্যথাটা আদৌ এসির ঠান্ডা হাওয়ায় বাড়ছে, নাকি দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কোনও বদভ্যাস এর পেছনে রয়েছে।

### এসিতে বসে কাজ করলে এই ধরনের ব্যথা বা আড়ষ্টতা থেকে দূরে থাকতে যা করতে পারেন –

- এসির তাপমাত্রা সবসময় ২৫ থেকে ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রাখুন। তাপমাত্রা যেন কোনওভাবেই ২০ ডিগ্রির নীচে না নামে, সেদিকে খেয়াল রাখবেন।
- একটানা এক জায়গায় বসে থাকবেন না। মাঝে মাঝেই সিট থেকে উঠে একটু স্ট্রেচিং করুন বা সামান্য হেঁটে আসুন।
- অফিসে ৮ ঘণ্টার শিফট হলে অন্তত দু'বার বাইরের স্বাভাবিক তাপমাত্রায় কিছুটা সময় কাটিয়ে আসুন। এতে শরীর সতেজ থাকবে।
- এসির হাওয়া যেন সরাসরি আপনার গায়ে বা ঘাড়ে না লাগে। অফিসে দীর্ঘক্ষণ এসিতে বসতে হলে হালকা চাদর বা ফুলহাতা জামা পরে থাকুন, যাতে জয়েন্টগুলো সরাসরি ঠান্ডার সংস্পর্শে না আসে।
- গরম জায়গা থেকে এসিতে ঢোকার পর মানিয়ে নিতে সামান্য স্ট্রেচিং করে নিতে পারেন।
- চেয়ারে সবসময় সঠিক ভঙ্গিতে বা মেরুদণ্ড সোজা রেখে বসে কাজ করার চেষ্টা করুন।
- রক্ত চলাচল স্বাভাবিক রাখতে এবং আর্দ্রতার অভাব মেটাতে সারাদিন পর্যাপ্ত পরিমাণে জল খান।
- ঘরের বাতাস সতেজ রাখতে এসির ফিল্টার নিয়মিত পরিষ্কার করা জরুরি।

এইসব নিয়ম রোজকার রুটিনে যোগ করলে এসির আরামও নিশ্চিন্তে উপভোগ করা যাবে, আবার গাঁটের ব্যথা থেকেও দূরে থাকা যাবে।

# সর্দি লাগলে কানে শুনতে কষ্ট হয় কেন

আবহাওয়া পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জ্বর, ঠান্ডা, সর্দিকাশির মতো সাধারণ সমস্যাগুলো ঘরে ঘরে দেখা যায়। এর পাশাপাশি নাক বন্ধ হওয়া, গলা ব্যথা বা কফযুক্ত কাশিও ভোগায়। অনেকেই হয়তো খেয়াল করেছেন, খুব সর্দি হলে অনেকসময় কানে ঠিকমতো শোনা যায় না, মনে হয় যেন কান বন্ধ হয়ে আছে। সর্দি বা কাশি প্রধানত শ্বাসনালির রোগ হলেও এর সঙ্গে কানের কিন্তু সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। লিখেছেন সিনিয়ার সুপারস্পেশালিস্ট হোমিওপ্যাথ

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

বাইরে থেকে কান ও নাকের মধ্যে কোনও যোগাযোগ দেখা না গেলেও, ভেতরে এরা একটি সরু নালির মাধ্যমে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত। এই নালিটির নাম ইউস্টেশিয়ান টিউব, যা মধ্যকর্ণের সঙ্গে নাকের পেছনের অংশকে জুড়ে রাখে। এর প্রধান কাজ কানের ভেতরের বায়ুর চাপ ঠিক রাখা। এই চাপ ঠিক না থাকলেই কানে নানারকম সমস্যা দেখা দেয়। সর্দিকাশি হলে নাক ও গলার মতো এই টিউবটিও ফুলে যায়। অনেকসময় কফ বা শ্লেষ্মা জমে এটি পুরোপুরি বন্ধও হয়ে যায়। এর ফলে কানের ভেতরের চাপ আর স্বাভাবিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হতে পারে না। ঠিক তখনই আমরা কানে কম শুনি।

যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যানফোর্ড মেডিসিনের তথ্য অনুযায়ী, আমাদের কানের ভেতরের ইউস্টেশিয়ান টিউবটি সাধারণত একটি ভালভ বা গেটের মতো কাজ করে। এটি বেশিরভাগ সময় বন্ধই থাকে। তবে খাবার গেলা বা হাই তোলার সময় এটি খুলে যায়। এর মাধ্যমে মধ্যকর্ণের অতিরিক্ত শ্লেষ্মা নাক ও গলার দিকে নেমে আসে এবং কানের ভেতরের চাপ নিয়ন্ত্রিত হয়। সর্দির কারণে এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেলেই শুনতে সমস্যা হয়। দ্রুত পাহাড়ে ওঠার সময় বা বিমানে সফরের সময় বায়ুচাপের পরিবর্তনে কানে যে ধরনের অস্বস্তি হয়, সর্দির সময়ও অনেকটা সেরকমই ঘটে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, যখন সর্দি বা অন্য কোনও ভাইরাস আমাদের সংক্রামিত করে, তখন আমাদের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। এর অংশ হিসেবে নাক ও সাইনাসের কোষকলা ফুলে যায় এবং সেখানে দ্রুত শ্লেষ্মা বা মিউকাস তৈরি হতে থাকে। এই অতিরিক্ত শ্লেষ্মা ইউস্টেশিয়ান টিউবের পথ ধরে কানেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। এর জেরে কানের পর্দা ঠিকমতো কাঁপতে পারে না, যা শোনার ক্ষেত্রে বাধা তৈরি করে।

বড়দের তুলনায় শিশুদের মধ্যে এই সমস্যা বেশি দেখা যায়। ২০২২ সালের একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, মধ্যকর্ণের সংক্রমণে সাময়িকভাবে শোনার ক্ষমতা প্রায় ৪০ ডেসিবেল পর্যন্ত কমে যেতে পারে। এটা অনেকটা কানে ইয়ারপ্লাগ পরে থাকার মতো। বারবার এমন সংক্রমণ হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি, না হলে কানের পর্দার ক্ষতি হতে পারে।

তবে এ নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তার কারণ নেই। শরীর সুস্থ হতে শুরু করলে কানের ভেতরের ফোলাভাব ও শ্লেষ্মা কমে যায়। ইউস্টেশিয়ান টিউব থেকে বাধা সরে গেলে কানের চাপ আবার স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে শুরু করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই সমস্যা নিজে থেকেই সেরে যায়। তবে এই ধরনের সমস্যায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাও বেশ ফলপ্রসূ।

# জুন মাসের বিষয় : বন্যেরা বনে সুন্দর (ওয়াইল্ডলাইফ ফোটোগ্রাফি)

দুজনে।। পিলিভিট ব্যাঘ্র সংরক্ষণ প্রকল্প, উত্তরপ্রদেশ।

প্রথম : ডঃ সৌমেন সরকার
(বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর) ক্যানন ইওএস ৯০ডি।

লম্ফ।। মানস জাতীয় উদ্যান, অসম।

দ্বিতীয় : দুর্জয় রায়
(ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি) নিকন ডি৭৫০

ঘোরাঘুরি।। লিটল রন, কচ্ছ, গুজরাট।

তৃতীয় : ডঃ ময়ূখ দেব
(রাজা রামমোহনপুর, দার্জিলিং) নিকন ডি৮৫০।

হুলুস্থুল।। জঙ্গলের পাশে রাস্তায়, বাগডোগরা।

চতুর্থ :অতনু চক্রবর্তী
(আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি) ক্যানন ইওএস ৭৫০ডি।

হতচকিত।। মানস জাতীয় উদ্যান, অসম।

পঞ্চম : অচিন্ত্য গুপ্ত
(বাবুপাড়া, শিলিগুড়ি) ক্যানন ইওএস ৫ডি মার্ক ৪।

ভোজন।। মাসাই মারা, কেনিয়া।

ষষ্ঠ : ডাঃ শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়
(মাটিগাড়া, শিলিগুড়ি) নিকন ডি৭০০০।

চুপিসারে। কন্যাম, নেপাল।

সপ্তম : শান্তনু দেব
(শিবযজ্ঞ রেসিডেন্সি, কোচবিহার) নিকন জেড৮।

মায়াবী। গরুমারা জাতীয় উদ্যান।

অষ্টম : আরুষ চক্রবর্তী
(সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি) নিকন ডি৭০০০।

সহাবস্থান। কাজিরাঙ্গা জাতীয় উদ্যান, অসম।

নবম : গৌরব বিশ্বাস
(শান্তিপাড়া, জলপাইগুড়ি) সোনি এ৬৩০০।

যুদ্ধ।। গৌরীকোন, জলপাইগুড়ি।

দশম : কৌশিক দাম
(গোমস্তপাড়া, জলপাইগুড়ি) নিকন জেড৫-২।

স্বমহিমায়।। ভেলাভাদর কৃষ্ণসার মৃগ জাতীয় উদ্যান, গুজরাট।

একাদশ : মমি জোয়ারদার
(রথখোলা, শিলিগুড়ি) সোনি আইএলসিই-৭সি

সতর্ক।। তাদোবা আন্ধেরী ব্যাঘ্র সংরক্ষণ প্রকল্প, মহারাষ্ট্র।

দ্বাদশ : কল্যাণেন্দু আচার্য
(চম্পাসারি, শিলিগুড়ি) নিকন জেডএফ।

চিত্র চিরায়ত
আলোকচিত্র
প্রতিযোগিতা

## আরও যাঁরা ছবি পাঠিয়েছেন

কোহিনূর কর, অভিজিৎ সেন, সৈকত রানা, অমিতাভ সাহা, অভিজ্যোতি পাল, সুবীর বর্মন, সঞ্জয় বণিক, সৌবর্ণ দাস, শ্বেতা মহন্ত, সৌমী দত্ত, আরিফ আলম, জীবন ব্যাপারী, জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবাদৃতা সাহা, সাগ্নিক সূত্রধর, দীপ চৌধুরী, কমলেশ গুহ, আকাশ ঘোষ, রাজদীপ সাহা, ফহিম রহমান, জয়দীপ দেব, অভিজিৎ দাস, দেবাঞ্জন নাগ, প্রত্যয় রায়, বিমল দেবনাথ, দীপক অধিকারী, ডঃ গৌরব দেব, অরিন্দম চক্রবর্তী, মৃণাল সাহা, অনুপম চৌধুরী ও ডাঃ দেবাঞ্জন রায়।

## আটষট্টি বছর ধরে হেঁচকি

মানুষের হেঁচকি উঠলে কয়েক মিনিট বা কয়েক ঘণ্টা পর তা ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু আমেরিকার চার্লস অসবর্ন নামের এক ব্যক্তির হেঁচকি একটানা আটষট্টি বছর ধরে চলেছিল। উনিশশো বাইশ সালে একটি শুয়োর মাপার সময় তিনি হঠাৎ পড়ে যান এবং তাঁর হেঁচকি শুরু হয়। এরপর থেকে প্রতি মিনিটে অন্তত কুড়ি থেকে চল্লিশ বার তাঁর হেঁচকি উঠত। তিনি বহু ডাক্তারের কাছে গেছেন, কিন্তু কোনও চিকিৎসাতেই তাঁর এই হেঁচকি থামেনি। শেষ বয়সে হঠাৎ করেই তাঁর হেঁচকি থেমে যায় এবং এর কয়েক মাস পরেই তিনি মারা যান।

## বিশ্বের সবচেয়ে বিষাক্ত বাগান

ইংল্যান্ডের নর্থম্বারল্যান্ডে এমন একটি বাগান আছে যেখানে ঢুকতে গেলে কড়া সতর্কতা মেনে চলতে হয়। এই অ্যালনউইক পয়জন গার্ডেনে পৃথিবীর সবচেয়ে বিষাক্ত সব গাছপালা রাখা আছে। এখানকার প্রতিটি গাছের গায়ে লেখা আছে যে এগুলো মানুষের মৃত্যু ঘটাতে পারে। অনেক গাছের গন্ধ শুঁকলেই মানুষ জ্ঞান হারাতে পারে। পর্যটকদের এই বাগানে ঢোকার সময় কোনও পাতা বা ফুলে হাত দেওয়া সম্পূর্ণ নিষেধ। বিশ্বের সবচেয়ে ভয়ংকর সব উদ্ভিদের এক জীবন্ত সংগ্রহশালা হল এই বাগান।

## আঙুলের ছাপের আবিষ্কার

উনিশশো তিন সালে আমেরিকার এক জেলে উইল ওয়েস্ট নামের এক অপরাধী ধরা পড়ে। জেলের কর্মীরা দেখেন, তার চেহারা এবং গায়ের মাপ ওই জেলে আগে থেকে বন্দি থাকা উইলিয়াম ওয়েস্ট নামের আরেক অপরাধীর সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। দুজনের নাম এবং চেহারা এতটাই এক ছিল যে ছবি দেখে তাদের আলাদা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই ঘটনার পর পুলিশ বুঝতে পারে যে কেবল চেহারার মাপ দিয়ে অপরাধী চেনা যাবে না। এরপর থেকেই বিশ্বে প্রথম মানুষের আঙুলের ছাপ বা ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে অপরাধী শনাক্ত করার নিখুঁত প্রথা শুরু হয়।

## যুদ্ধের মাঝে নরম পানীয়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানিতে কোকা কোলা কোম্পানির সিরাপ আসা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে সেখানকার কারখানাগুলো বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। তখন জার্মানির কোকা কোলা কারখানার প্রধান ম্যাক্স কিথ একটি অদ্ভুত উপায় বের করেন। তিনি পনির তৈরির কারখানার বেঁচে যাওয়া জল এবং আপেলের রস দিয়ে সম্পূর্ণ নতুন একটি পানীয় তৈরি করেন। এই পানীয়টির নাম দেওয়া হয় ফ্যান্টা। যুদ্ধের সময় জার্মানিতে এই পানীয় দারুণ জনপ্রিয় হয় এবং পরে এটি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। আজ আমরা যে ফ্যান্টা খাই, তার জন্ম হয়েছিল যুদ্ধের চরম সংকটের মাঝে।

### সাসপেনশন নিয়ে চরম ডামাডোল কংগ্রেসে

# ভিক্টর-মোহিত কাজিয়া

অরুণ ঝা

**ইসলামপুর, ২৬ জুন :** পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব বৃহস্পতিবারই সাসপেন্ড করেছে আলি ইমরান রমজ (ভিক্টর)-কে। এদিকে, বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই শুক্রবার কাজিয়ায় জড়ান উত্তর দিনাজপুর জেলা কংগ্রেসের সভাপতি মোহিত সেনগুপ্ত এবং ভিক্টর।

এদিন জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোহিত বলেন, 'আমরা সম্মান দিয়েই ভিক্টরকে দলে নিয়েছিলাম। কিন্তু ভিক্টর যে ফ্যাক্টর নয় তা গত লোকসভা ও বিধানসভা ভোটে প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। উনি নিজেকে দলের চাইতে বড় মনে করেন। ফের শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য ভিক্টরকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।' তাঁর আরও সংযোজন, 'গুপবাজি করে ভিক্টর দলের অনেক ক্ষতি করেছেন। তাই ভিক্টর মাইনাস হওয়ায় দলের সংগঠন এবার চাঙ্গা হবে।'

এদিকে ভিক্টরের দাবি, সাসপেন্ডের বিষয়টি তাঁর জানা নেই। দলের তরফে তাঁকে কোনও চিঠি বা নির্দেশ দেওয়া হয়নি। যদিও বিষয়টি নিয়ে নাম না করে মোহিতকে বিঁধে

■ বৃহস্পতিবারই কংগ্রেস নেতৃত্ব আলি ইমরান রমজ (ভিক্টর)-কে সাসপেন্ড করেছে
■ বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই কাজিয়ায় জড়ান উত্তর দিনাজপুর জেলা কংগ্রেসের সভাপতি মোহিত সেনগুপ্ত এবং ভিক্টর
■ কংগ্রেস ভিক্টরকে সাসপেন্ড করায় এই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে নানা জল্পনা শুরু হয়েছে

তিনি বলেন, 'আমাদের নেতা রাহুল গান্ধি বলেছিলেন, কংগ্রেসের ভিতরে আরএসএস সক্রিয়। আমাদের জেলা নেতাদের একাংশও আরএসএসের এজেন্ট হয়ে দলের সর্বনাশ করছেন।'

ভিক্টরের আরও প্রতিক্রিয়া, 'প্রথম কথা সাসপেনশন নিয়ে দলের পক্ষে রাজ্য নেতৃত্ব আমাকে এখনও কিছু জানায়নি। আর মোহিত যা বলেছেন সেই বিষয়ে বলব, মানুষ আমাকে না ভালোবাসলে লোকসভা ভোটে পৌনে তিন লক্ষ ভোট কীভাবে পেলাম? তিনি জেলা পরিষদ আসনে আমার এলাকায় কংগ্রেস জিতেছিল কীভাবে? আর বিধানসভা ভোটে অনেক কংগ্রেস প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। আমার তো সেটা হয়নি। মোহিত নিজেই তো চার হাজার ভোট পান। অথচ উনি নাকি ৩০ বছরের জেলা সভাপতি, সঙ্গে রায়গঞ্জ পুরসভার দীর্ঘদিনের চেয়ারম্যান।'

এদিকে, কংগ্রেস ভিক্টরকে সাসপেন্ড করায় এই পরিস্থিতিতে তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে নানা জল্পনা শুরু হয়েছে। তিনি কি ফরওয়ার্ড ব্লকে ফের তিনি ফিরবেন, নাকি অন্য কোনও রাজনৈতিক দলের হাত ধরবেন তা নিয়ে গুঞ্জনের শেষ নেই। কেননা জেলার সংখ্যালঘু ভোট ব্যাংকে ভিক্টরের প্রভাব সর্বজনবিদিত। যদিও '২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে ভিক্টর চাকুলিয়া আসনে কংগ্রেসের টিকিটে প্রার্থী হলেও এআইএমআইএম নিয়ে সংখ্যালঘু ভোটারদের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতি আস্থা থাকায় ভিক্টর সেভাবে সুবিধে করতে পারেননি। তবে ভোট পরবর্তী সময়ে চাকুলিয়া ও গোয়ালপোখর সহ ইসলামপুর মহকুমা চারজন বিধায়ক জোড়াফুল প্রতীকে জয়লাভ করার পরও ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরে নাম লেখানোয় ফের একবার সংখ্যালঘু ভোট ব্যাংক ভিক্টরের দিকে ঝুঁকবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

রাজ্য সাধারণ সম্পাদক হিসাবে ভিক্টর কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই ভিক্টর-মোহিত সংঘাত প্রকাশ্যে চলে এসেছিল। বিধানসভা ভোটের আগে তা চরম আকার নেয়। অন্যদিকে, রায়গঞ্জে রাহুল গান্ধির জনসভাও গরহাজির ছিলেন ভিক্টর। তখনও তাঁর অভিযোগ ছিল জেলা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে। এরইমধ্যে ভোট পরবর্তী সময়ে ভিক্টরকে সাসপেন্ড দলের জেলা সভাপতির সঙ্গে তাঁর পুরোনো বিবাদকে ফের একবার প্রকাশ্যে এনে দিয়েছে।

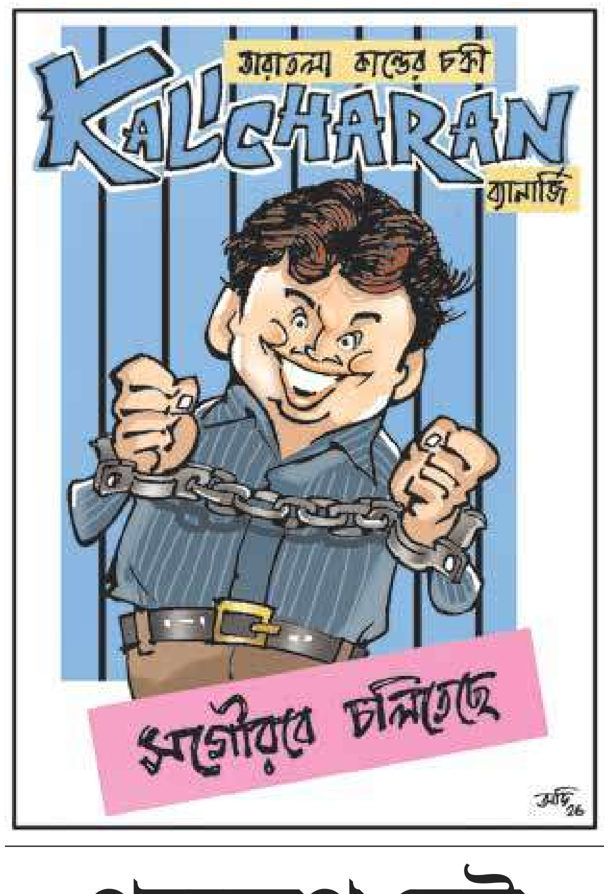


# পদক্ষেপ নেই

*প্রথম পাতার পর*

উলটে আরডিএসএস প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা তদন্ত করে দুর্নীতির রিপোর্ট জমা দিলেও পদক্ষেপ হচ্ছে না। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর অধীনেই রয়েছে বিদ্যুৎ দপ্তর। ফলে প্রশ্ন উঠছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। চেষ্টা করেও এবিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী গার্গী দাস ঘোষ যে জেলার বাসিন্দা সেই মুর্শিদাবাদই বিদ্যুৎ দুর্নীতির অন্যতম ঘাঁটি। এদিন একাধিকবার ফোন করা হলেও ফোন তোলেননি গার্গী।

দুর্নীতি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে আরডিএসএস প্রকল্পের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে থাকা রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির ডিরেক্টর (প্রোজেক্ট) পথিক নায়েকের ভূমিকায়। যদিও বিষয়টি নিয়ে কোনও কথাই বলতে রাজি হননি তিনি। ফোন করা হলে সমস্ত অভিযোগ শোনেন পথিক। তারপর বলেন, 'এ বিষয়ে সংবাদমাধ্যমে কথা বলায় নিষেধাজ্ঞা আছে। কোম্পানির পক্ষে যিনি কথা বলার দায়িত্বে আছেন তিনিই যা বলার বলবেন।' তবে কে বলার দায়িত্বে আছেন তা অবশ্য জানাতে পারেননি তিনি। চিফ ইঞ্জিনিয়ার (প্রোজেক্ট) মানিকচন্দ্র পালের বক্তব্য, 'সবকিছু সংবাদমাধ্যমে বলা যাবে না। তবে পদক্ষেপ যে হচ্ছে না, সেকথা বলা ঠিক নয়। নিশ্চয়ই দপ্তরের গাইডলাইন এবং আইন মেনে পদক্ষেপ হবে।'

এসবের মধ্যেই সিঁদুরে মেঘ দেখতে শুরু করেছেন দপ্তরের কর্মী, আধিকারিকরা। দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ না হওয়ার সুযোগে বিদ্যুৎ ভবনে ফের সক্রিয় হওয়ার চেষ্টা করছেন সিন্ডিকেটের কারবারিরা। সূত্রের খবর, সম্প্রতি বাবুসোনা সিন্ডিকেটের অন্যতম এক মাথাকে বিদ্যুৎ ভবনে দপ্তরের এক শীর্ষস্থানীয় আধিকারিকের সঙ্গে বৈঠক করতে দেখা গিয়েছে। অন্যদিকে, কিছুদিন আগেই কার্সিয়াংয়ে গোপন বৈঠক করেছেন বাবুসোনা সিন্ডিকেটের সদস্যরা। উত্তরবঙ্গ ছাড়াও দক্ষিণবঙ্গের কয়েকজন বিদ্যুৎ আধিকারিক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। পরিস্থিতি একটু থিতিয়ে গেলে ফের তাঁরা সক্রিয় হওয়ার পরিকল্পনা শুরু করেছেন। সব মিলিয়ে যে সর্ষে দিয়ে ভূত তাড়ানোর কথা সেই সর্ষেতেই ভূত থাকায় দপ্তরের প্রতি মুহূর্তের সব খবর সহজেই পৌঁছে যাচ্ছে সিন্ডিকেটের কাছে। এখনই কড়া পদক্ষেপ না হলে ভবিষ্যতে আরও বড় দুর্নীতির আশঙ্কা করছেন অনেকেই।

## ডাম্পার আটক, ধৃত ২

**ফাঁসিদেওয়া ও বাগডোগরা, ২৬ জুন :** নদী থেকে বালি পাচারের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে একটি ডাম্পার বাজেয়াপ্ত করল ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার গোপন খবরের ভিত্তিতে ফাঁসিদেওয়ায় অভিযান চালিয়ে সন্দেহজনক ডাম্পারটি আটক করা হয়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে গাড়ি ফেলেই চম্পট দেন চালক। বালিভর্তি গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। অন্যদিকে, বালাসন নদী ঘাটে বালি-পাথর তুলে পাচার চলছে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে মাটিগাড়া থানার পুলিশ দুটি ডাম্পার এবং একটি ট্রাক আটক করে। ডাম্পার দুটির চালককে গ্রেপ্তার করা হয়। ট্রাকের চালক পালিয়ে যায়। পুলিশ জানিয়েছে, মাটিগাড়া রানানগর থেকে ট্রাক আটক করার পরেই স্থানীয় তৃণমূল এবং বিজেপির কর্মীরা একে অপরের বিরুদ্ধে দোষারোপ করতে শুরু করেন। এবিষয়ে পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, 'আমরা তৃণমূল বিজেপি দেখে ধরছি না। আমরা অবৈধভাবে পাচার করা দেখলেই ধরছি।'

### অনীত বিরোধীদেরও পদত্যাগ

# আর জিটিএ বোর্ড নয়, স্পষ্ট কথা বিস্টের

রণজিৎ ঘোষ

**শিলিগুড়ি, ২৬ জুন :** গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে (জিটিএ) নতুন বোর্ড গঠনের চেষ্টা আপাতত মুখ থুবড়ে পড়েছে। রাজ্য সরকার যে নতুন বোর্ড গঠনে আগ্রহী নয় এবং পাহাড়ের মানুষও বিষয়টিকে ভালো চোখে দেখছে না, তা স্পষ্ট হতেই অনীত থাপার বিরোধী শিবির থেকে ইস্তফার পর্ব শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার টিকিটে নির্বাচিত নির্দল সভাসদ সুরজ রাই ইস্তফা দিয়েছেন। তাঁর পথ ধরেই শুক্রবার অনীতের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত জিটিএ-র ডেপুটি চেয়ারম্যান রাজেশ চৌহানও নিজের পদ থেকে সরে দাঁড়ান।

পরিস্থিতির ওপর আলোকপাত করে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টের স্পষ্ট বক্তব্য, 'অনেকেই ভাবছেন জিটিএ-তে আবার বোর্ড গঠন হবে। কিন্তু জেনে রাখুন, জিটিএ-৩ হচ্ছে না।' তাঁর মতে, আপাতত প্রশাসনিক কাজ চালানোর জন্য রাজ্য সরকার নিশ্চয়ই কোনও সিদ্ধান্ত নেবে। কারণ, স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের জন্য এখন কিছুদিন সময় দেওয়া প্রয়োজন। এদিনই দিল্লিতে সাংসদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে আলোচনার বিষয়টি নিয়ে সাংসদ সরাসরি মুখ খোলেননি। সূত্রের অবশ্য খবর, তিনি পাহাড় সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

১৭ জুন জিটিএ-র চিফ এগজিকিউটিভ এবং সভাসদ, উভয় পদ থেকেই অনীত থাপা ইস্তফা দিয়েছিলেন। তাঁর ইস্তফার পরেই অনীতের দলের একাংশ বিরোধী শিবিরের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়িয়ে ক্ষমতা দখলের ছক কষেছিল। খোদ অনীত-ঘনিষ্ঠ সভাসদ তথা জিটিএ-র ডেপুটি চেয়ারম্যান রাজেশ চৌহান সহ দলের অন্য একাধিক কাউন্সিলার অজয় এডওয়ার্ড এবং বিমল গুরুং গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। ১৮-২০ জন সভাসদ তাঁদের সঙ্গে রয়েছেন বলে তাঁদের দাবি ছিল। কিন্তু বিমল গুরুং সাফ জানিয়ে দেন, তিনি নতুন করে জিটিএ-তে বোর্ড দখলের পক্ষে নন। এরপর সভাসদরা অজয় এডওয়ার্ড এবং বিনয় তামাংয়ের সঙ্গে বৈঠক করেন। অজয় প্রত্যেক

■ জিটিএ-র নতুন বোর্ড গঠনের সব চেষ্টা আপাতত ব্যর্থ
■ পাহাড়ের রাজনৈতিক অস্থিরতার জেরে একের পর এক পদত্যাগ
■ স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের দাবি নিয়ে দিল্লিতে বৈঠক রাজু বিস্টের

সভাসদকে ইস্তফা না দিয়ে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। অজয়ের বক্তব্য ছিল, 'আমরা এখন জিটিএ-তে ক্ষমতা দখলের জন্য ঝাঁপালে পাহাড়ের মানুষ ভালোভাবে নেবে না। কিন্তু সভাসদ একটা প্রশাসনিক পদ। এই পদ ছেড়ে দিলে আমাদের লড়াইয়ের জায়গা অনেকটাই কমে যাবে। প্রশাসনও গুরুত্ব দেবে না। তাই এখনও সভাসদ পদ না ছেড়ে সরকার কী ভূমিকা নিচ্ছে সেটা দেখা জরুরি।' কিন্তু অজয়ের পরামর্শ অগ্রাহ্য করেই একে একে সভাসদরা ইস্তফা দিতে শুরু করেন। বিমলের নির্দেশে সুরজ রাই ইস্তফা দিয়েছেন। এর পরেই মিলেশ রাই, রাজেশ চৌহান, উদয় দেওয়ান ও নুরি শেরপা পদত্যাগ করেছেন।

## ফের শুরু বাবরি মসজিদের কাজ

**বেলডাঙ্গা, ২৬ জুন :** মহরমের দিন বেলডাঙ্গার বাবরি মসজিদের প্রধান ফটক তৈরির কাজের সূচনা করলেন বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। বিধানসভা নির্বাচন সহ একাধিক রাজনৈতিক জটিলতায় কয়েক মাস বন্ধ থাকলেও শুক্রবার মসজিদ কমিটির সদস্যদের উপস্থিতিতে ফের বাবরি মসজিদ তৈরির কাজ শুরু হল। হুমায়ুন বলেন, '১১ ফেব্রুয়ারি মসজিদের কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে। মাঝে নানা কারণে বন্ধ ছিল। এখন আর কোনও সমস্যা নেই।' মসজিদের কাজ উদ্বোধনের পর কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরীকে তীব্র কটাক্ষ করেন হুমায়ুন। বলেন, 'অহংকারী দাম্ভিক লোক। ওর সময় ফিনিশ। ভোটের আগে বলেছিলেন, এক লাখ ভোটে জিতছি। তার কোনও হিসেব মেলেনি।'

# আইসি-কে কড়া ধমক মন্ত্রীর

*প্রথম পাতার পর*

ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সৌরভ সরকার বলছিলেন, 'বালি মাফিয়া উত্তম বাড়ুইয়ের গাড়ি ধরে আমরা আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছিলাম। পুলিশ সেই গাড়ি ছেড়ে দেয়।' অন্যদিকে, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি মণ্ডল ৪-এর সভাপতি অমৃত পোদ্দারের দাবি, 'লোকনাথ সাহা নামে এক জমি মাফিয়ার বিরুদ্ধে প্রচুর অভিযোগ রয়েছে।' এই বলে অমৃত পুলিশকে একটি ভিডিও দেখান। তাতে দেখা যায়, এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে শেকল দিয়ে আটকে রেখে ধমকাচ্ছেন।

বিজেপি নেতৃত্ব মন্ত্রীকে বলে, উত্তম আর লোকনাথের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও তাঁরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ভিডিওটি দেখে আইসি আশ্বাস দেন, 'আমি দেখে নেব'। এরপরই শংকর পুলিশ আধিকারিককে সতর্ক করেন।

যুব নেতা সৌরভ আরেক ধাপ এগিয়ে ডোজের নিদান দিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'অভিযুক্তরা তৃণমূল কংগ্রেস নেতা রঞ্জন শীলশর্মার কাছের লোক। অসামাজিক কার্যকলাপ আর মানা হবে না। মন্ত্রী আজ পুলিশকে বললেন। ফার্স্ট ডোজ গেল, দ্বিতীয় ডোজ যাতে দিতে না হয়, সেটাই দেখছি।' বিকেলেই অভিযুক্ত উত্তমকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

মন্ত্রীকে এদিন অন্য মেজাজে দেখা গিয়েছে সকাল থেকেই। পরনে সাদা পাঞ্জাবি, পায়ে চটি, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা থাকলেও চিরপরিচিত বাহন সাদা স্কুটার ছেড়ে শংকর নীলবাতি লাগানো গাড়িতে চেপে ঘুরে বেড়িয়েছেন। শংকরকে কি তবে 'কমফোর্ট জোন' ছাড়লেন একেবারেই?

মন্ত্রী হয়েও শহরে ফিরে তাঁকে স্কুটারে সওয়ার হতে দেখা যেত এতদিন। কখনও নিজেই চালাতেন, কখনও বসতেন পেছনের আসনে। পরিদর্শন, সরকারি ও দলীয় কর্মসূচিতে পৌঁছাতেন দু'চাকায় চেপে। অবশেষে বদল এল ছবিতে।

রাজ্যের পূর্ণমন্ত্রীর নিরাপত্তার কারণে আগেই গোয়েন্দাদের তরফে তাঁকে দেহরক্ষীর পাশাপাশি গাড়ি ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। সেই সুবিধা নিতে অবশ্য প্রথম থেকে নারাজ ছিলেন শংকর। এদিনের গাড়িটিতে অবশ্য পদমর্যাদাসংবলিত নেমপ্লেট ছিল না।

মন্ত্রীকে দেখে শিলিগুড়ি পুরনিগমের অনেক নেতাই স্কুটার ব্যবহার শুরু করেছেন। যাঁরা পালাবদলের আগে অবধি ব্যক্তিগত গাড়িতে যাতায়াত করতেন, তাঁদের একাংশ নতুন স্কুটার কিনে মন্ত্রীর সঙ্গে তাল মেলানোর চেষ্টায় ছিলেন। হঠাৎ ছবিটা বদলে যাওয়ায় নেতারা বলছেন, 'মন্ত্রীমশাইয়ের ব্যস্ত শিডিউল। শহরে যানজটের জেরে সঠিক সময়ে পৌঁছাতে সমস্যা হচ্ছে হয়তো। তবে, তাঁর সাদামাঠা জীবনযাপনে বদল আসেনি কিন্তু।'

# শীর্ষে ওঠার লড়াই

*প্রথম পাতার পর*

দলের আত্মবিশ্বাস এখন এতটাই তুঙ্গে যে, মাঠের বাইরে বিপক্ষ সমর্থকদের 'আর্জেন্টিনা, আর্জেন্টিনা' চিৎকারেও রোনাল্ডোদের মনঃসংযোগে এতটুকু চিড় ধরছে না। মার্টিনেজ স্পষ্টই জানিয়েছেন, কলম্বিয়ার মুখোমুখি হতে তাঁর দল সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

তবে রোনাল্ডোদের এই উড়ানের সামনে সবচেয়ে বড় দেওয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কলম্বিয়ার ট্যাকটিকাল শৃঙ্খলা। রিয়াল মাদ্রিদে একসময় রোনাল্ডোর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়া হামেস রডরিগেজ এখন কলম্বিয়ার মাঝমাঠের আসল জাদুকর। বন্ধু ক্রিশ্চিয়ানোকে খুব কাছ থেকে চেনেন বলেই রডরিগেজ সতর্ক করে বলেছেন যে পর্তুগিজ অধিনায়ক জিততে কতটা ভালোবাসেন। তাছাড়া উইং দিয়ে লুইস দিয়াজের সাইক্লোনের মতো গতি এবং রাইট ব্যাক ড্যানিয়েল মুনোজের ওভারল্যাপ যে কোনও মুহূর্তে পর্তুগালের রক্ষণকে ফালাফালা করে দিতে পারে। মার্টিনেজ নিজেও সাংবাদিক সম্মেলনে অকপটে স্বীকার করেছেন, কলম্বিয়ার কোচ দলটাকে টেকনিকালি ও ট্যাকটিকালি দারুণ তৈরি করেছেন এবং ওদের গতি সামলানো সত্যিই কঠিন। প্রখ্যাত ধারাভাষ্যকার ফ্রান্সিসকো সৌসা মায়ামি স্টেডিয়ামে দাঁড়িয়ে একেবারে নিখুঁত বিশ্লেষণ করে বলেছেন, 'কলম্বিয়া মাঠের খালি জায়গাগুলি অসাধারণভাবে ব্যবহার করতে জানে এবং গতির সঙ্গে দ্রুত মানিয়ে নিতে পারে। পর্তুগাল কাউন্টার অ্যাটাকে ভয়ংকর হলেও বলের দখল হারালে তারা ট্রানজিশনে অনেকটাই সময় নিয়ে ফেলে, যা কলম্বিয়ার মতো দলের বিপক্ষে মারাত্মক বিপজ্জনক হতে পারে।'

এই নব্বই মিনিট পর্তুগালের কাছে আক্ষরিক অর্থেই এক মরণবাঁচন লড়াই। কারণ গ্রুপ শীর্ষে শেষ করতে হলে চার পয়েন্টে থাকা পর্তুগালকে আজ কলম্বিয়াকে হারাতেই হবে। শুধুমাত্র ড্র করলে কলম্বিয়াই শীর্ষে থেকে যাবে। আর যদি পর্তুগাল দ্বিতীয় স্থানে শেষ করে, তবে নকআউটে তাদের সামনে অপেক্ষা করছে এক ভয়ংকর গোলকধাঁধা; সেক্ষেত্রে তাদের মুখোমুখি হতে পারে ঘানা অথবা লুকা মডরিচের ক্রোয়েশিয়া। পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে যদি কোনওভাবে তারা তৃতীয় সেরা দল হিসেবে ওঠে, তখন হয়তো ইংল্যান্ডের সামনে পড়ার প্রবল আশঙ্কা থাকবে। তাই মায়ামির এই আর্দ্র, ভ্যাপসা গরমে, কলম্বিয়ান সমর্থকদের গগনভেদী গর্জনের মাঝে আজ একচল্লিশ বছরের রোনাল্ডোকে আরও একবার তাঁর শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতার চূড়ান্ত প্রমাণ দিতে হবে। ফুটবলের এই ধ্রুপদি রাতে মায়ামির সবুজ গালিচা এখন এক নতুন রূপকথার অপেক্ষায় প্রহর গুনছে।

# ভাঙা রাস্তায় শংকর

*প্রথম পাতার পর*

শংকর অবশ্য সেখানে যাননি। অন্য কাজের অজুহাত দিয়ে সেখান থেকে সোজা বেরিয়ে যান। অন্যদিকে, পর্যটনমন্ত্রী এসেছেন জানার পরেও বিধায়ক তাঁর দিকে এগিয়ে যাননি। এত কাছাকাছি আসার পরেও দুই নেতার কার্যত মুখ দেখাদেখি না করা নিয়ে অবশ্য শংকরের কোনও মন্তব্য মেলেনি। একই সময়ে আলাদাভাবে আসা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে শিখা বলেন, 'আমার বিধানসভায় অনেক ধরনের কাজ থাকে। এরকম একটা ঘটনা হয়েছে, আমি ওখানেও যাব বলে শংকরকে বলেছি। কিন্তু কখন যাব, বলতে পারছি না।'

গত মাসের শেষের দিকে পারস্পরিক এই দূরত্বের সূত্রপাত বলে রাজনৈতিক মহল সূত্রে খবর। পুলিশ-প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে পর্যটনমন্ত্রী শিলিগুড়ির চেকপোস্ট থেকে রাতের সেবক রোড পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। নিজের বিধানসভা এলাকায় ওই হাই প্রোফাইল পরিদর্শন হলেও শিখাকে সেখানে দেখা যায়নি। বিধায়কের ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রে খবর, শংকর ওই নৈশ পরিদর্শনে গেলেও শিখাকে সেই কর্মসূচি সম্পর্কে আগে থেকে কিছুই জানানো হয়নি। সংশ্লিষ্ট এলাকার বিধায়ককে বাদ দিয়ে কেন এমন কর্মসূচি নেওয়া হল, তা নিয়ে বিধায়কের শিবিরে ক্ষোভ ছড়ায়। শিখা নিজেও এই নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন। এদিন সেই সুপ্ত ক্ষোভই কার্যত প্রকাশ্যে চলে আসে।

এদিন ফাড়াবাড়ির রাস্তা পরিদর্শনে গিয়ে শংকর আশিঘর মোড় থেকে বেশ কিছুটা পথ হেঁটেই ঘোরেন। আবর্জনায় ভরে থাকা নিকাশিনালার ছবি নিজের মোবাইল ফোনে বন্দিও করেন। পর্যটনমন্ত্রীর আসার খবর পেয়ে ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মিতালি মালাকার সেখানে হাজির হন। তিনি বেদখল হয়ে যাওয়া আঙ্গারিঝোরার পরিস্থিতি দেখানোর পাশাপাশি জাবরাভিটার রাস্তার বেহাল দশা ও জঞ্জাল সমস্যা সহ বেশকিছু সমস্যা মন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেন। শংকর এরপর ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে যান এবং প্রধানকে সমস্যাগুলি লিখিত আকারে জমা দিতে বলেন। পরিদর্শন শেষে তিনি বলেন, 'এই রাস্তা ও মাটিগাড়ার তুম্বাজোতের রাস্তা তৈরির জন্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করেছি। কাজ হওয়ার আশ্বাস মিলেছে। বর্ষা কেটে গেলে পুজোর আগে কাজ শুরু হবে। তার আগে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে সিভিক ভলান্টিয়ার বসিয়ে নজরদারি চালানোর জন্য পুলিশের সঙ্গে কথা বলব।' মন্ত্রীর পঞ্চায়েত অফিসে যাওয়া নিয়ে শিখার অবশ্য সুর নরম, 'উনি রাজ্যের মন্ত্রী, যেতেই পারেন।'

অন্যদিকে, আলাদাভাবে ভবসুন্দর কলোনির ওই পরিবারের সঙ্গে কথা বললেও রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার ভূমিকায় দুজনেই তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। শিখা বলেন, 'এত বড় ঘটনা কীভাবে ঘটল, তা পরিষ্কার নয়। আমরা এই পরিস্থিতি নিয়ে বিদ্যুৎমন্ত্রীর কাছে তদন্তের দাবি জানাব।' অন্যদিকে, শংকরের কথায়, 'রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থাকে নিয়ে দুর্নীতির পাহাড়প্রমাণ অভিযোগ রয়েছে। এর মধ্যেই যদি কর্তব্যে গাফিলতি থাকে, তাহলে প্রশাসনের কাছে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেব।'

জনপ্রতিনিধিদের এই টানাপোড়েনের মধ্যেও ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা শিল্পী পালিত অবশ্য বেশ খুশি। ফাড়াবাড়ির রাস্তাকে নিয়ে শিল্পীর গাওয়া গান ভাইরাল হওয়ার পরেই এদিন পর্যটনমন্ত্রী এলাকায় ছুটে যান। শিল্পীর কথায়, 'দশমহাবিদ্যা মন্দিরে যাওয়ার পথে রাস্তা নিয়ে সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা ভেবেই সোশ্যাল মিডিয়ায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এই উদ্যোগ নিয়েছিলাম।' তবে বিধায়কের কাছে আবেদন না করে কেন মন্ত্রীর দ্বারস্থ হলেন? শিল্পীর স্পষ্ট বক্তব্য, 'শিখা চট্টোপাধ্যায়কে কখনও দেখিনি। ওঁকে সেভাবে চিনিও না। শংকর ঘোষ আমার কাছে পরিচিত মুখ। তাই তাঁর কাছেই আবেদন করেছিলাম।'

# বিরোধী দল রেখে গিলে ফেলা হচ্ছে

*প্রথম পাতার পর*

তৃণমূলের টিকিটে জেতা একদল বিধায়কের পর কলকাতা পুরসভার অন্তত ৭০ জন তৃণমূল কাউন্সিলার ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিছনে লাইন দিয়েছেন। কারণ সেই ফিশফিশিয়ে হুমকি- হয় ভালো তৃণমূল হও, নচেৎ জেলে পচে মরো। যাঁদের ভয় দেখানো হচ্ছে, তাঁরা যদিও কেউ ধোয়া তুলসীপাতা নন। তৃণমূল জমানার মন্ত্রী, কাউন্সিলার, বিধায়ক, সাংসদ সকলের বিরুদ্ধে হয় দুর্নীতি, নাহয় কাটমানি খাওয়া, নাহয় বেআইনি সম্পদের প্রচুর অভিযোগ।

তার মধ্যে সুজিত বসু, উদয়ন গুহদের মতো দু'-একজনকে জেলে পুরে বার্তা দেওয়া হয়েছে- ইয়ে তো স্রেফ ট্রেলার হ্যায়, পিকচার অভি বাকি হ্যায়! ব্যাস আর যায় কোথায়, দলে দলে ভালো তৃণমূল হওয়ার প্রতিযোগিতা। ভালো তৃণমূল কারা? যাঁরা বিধানসভায় সরকারের সমালোচনার বদলে 'মন্দ' তৃণমূলকে বেশি তুলোধোনা করেন। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মুচকি মুচকি হাসেন। ভাবটা এমন- দ্যাখ কেমন লাগে!

কেমন লাগতে পারে, হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে দিচ্ছেন তিনি। তৃণমূল তো বটেই, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম নিশানা মিটিয়ে দেওয়া আসলে শুভেন্দুর ব্যক্তিগত অ্যাজেন্ডা। অভিষেকের জন্যই তো তৃণমূলের ব্যাটনটা তাঁর হাতে তুলে দেননি মমতা। এখন তো বুঝিয়ে দেওয়ার সুযোগ। দুর্নীতি ও দুষ্কর্মে অভিযুক্তদের শুধু জেল নয়, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার যে বিল বিধানসভায় আসতে চলেছে, তাতে তো নিশানায় অভিষেকই।

বাজেট ভাষণে হরিশ মুখার্জি, হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের প্রাসাদগুলির দখল নেওয়ার উল্লেখও সেই কারণে। তৃণমূল জমানায় ফিশফিশিয়ে হুমকির জন্মদাতা মুকুল রায়। তবে তা কার্যকর করতে শুভেন্দুর ভূমিকা কম ছিল না। একের পর এক জেলা পরিষদ, পুরসভা দখলে একই অস্ত্র ছিল- তৃণমূলে নাম লিখাও, নেহি তো নাম নিশান মিট জায়গা। যে অস্ত্র এখনও সমান সক্রিয়। ব্যতিক্রম হচ্ছে, অস্ত্রটা প্রয়োগ হচ্ছে তৃণমূলের ওপর।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দল পরিচালনায় প্রশাসনকে খুল্লামখুল্লা ব্যবহার করতেন। বিজেপি রাজত্বেও প্রশাসন ব্যবহৃত হচ্ছে। পুরসভা, জেলা পরিষদে প্রশাসন নাক গলাচ্ছে, আর্থিক খরচে লাগাম টেনে কাজ করার বাধা তৈরি করছে। তবে মমতার মতো সোচ্চারে বা ক্যামেরার সামনে প্রশাসনিক বৈঠকে ব্যবহার নয়। সরকারি বার্তা চলে যাচ্ছে প্রশাসনের কাছে। হুমকি আর প্রশাসনিক চাপ সইতে না পেরে তাই পুরসভাগুলিতে পদত্যাগের হিড়িক লেগেছে।

গৌতম দেবের মতো উত্তরবঙ্গের প্রভাবশালী নেতাও সেই চাপের মোকাবিলা করা সমীচীন মনে করেননি। জলপাইগুড়ির সৈকত চট্টোপাধ্যায়, ইংরেজবাজারের কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীরা আপস করে টিকে থাকার চেষ্টা করছেন বটে। শেষরক্ষা হবে কি না সন্দেহ। ভালো তৃণমূল হয়েও যে রেহাই নেই। তারাতলায় গুদাম ভেঙে পড়ার পর বিধানসভায় দাঁড়িয়ে ফিরহাদ হাকিমের নাম ধরে শুভেন্দুর 'ছেড়ে দেওয়ার সিন নেই' হুমকি তো তারই প্রমাণ।

বিধানসভার অধ্যক্ষের বদান্যতায় বিরোধী দলনেতা হওয়া ঋতব্রতও ছাড়া পাচ্ছেন না। সুরাবর্দি স্ট্রিটের নাম বদল নিয়ে বিধানসভায় ইতিহাস তুলে ধরায় তাঁকে 'মস্তিষ্কে মার্কস, হৃদয়ে লেনিন' বলে মুখ্যমন্ত্রীর ধমক শুনতে হয়েছে। 'মন্দ' তৃণমূলি কুণাল ঘোষের আর্জি মেনে ঋতব্রতের বিরুদ্ধে পুরোনো ধর্ষণ মামলা খতিয়ে দেখার আশ্বাসও দিয়েছেন শুভেন্দু। তৃণমূলের দুই পক্ষকে পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলিয়ে চাপে রাখা ও দুর্বল করার এ এক অভিনব কৌশল।

এই খেলার সুযোগটা তৈরি করে রেখেছে তৃণমূলই। যেভাবে একের পর এক দুর্নীতি ও বেআইনি সম্পদের পাহাড় প্রকাশ্যে আসছে, তাতে পদক্ষেপ করতে অসুবিধা নেই। বরং পদক্ষেপ করলে জনগণের সহানুভূতি পাওয়া যাচ্ছে। নিহত তামান্নার মায়ের সঙ্গে সিপিএম নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে বৈঠকও আরেক কৌশল। বৈঠকের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে খুনে অভিযুক্ত আরও কয়েকজন গ্রেপ্তার হয়ে গেল। নিহতদের সিপিএম পরিবারগুলি উল্লসিত।

কট্টর বাম বিরোধী শুভেন্দু বামেদের একাংশকে তাঁর প্রতি দুর্বল করে রাখতে চান। বৈঠকে মীনাক্ষীকে কেন সিপিএম পাঠাল জানি না, তবে এতে শুভেন্দুর পরিকল্পনা অনেকাংশে সফল। আন্দোলনের ঝাঁঝ কমিয়ে দেওয়া গেল। ইন্দিরা গান্ধির জরুরি অবস্থা জারির দিন ২৫ জুন গণতন্ত্র হত্যা দিবস পালন করে বিজেপি। ১৯৭৫-এ বাকস্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক ও মৌলিক অধিকার ইত্যাদি সব কেড়ে নেওয়ার সেই বীভৎস সময়কালে বিরোধী স্বর দমনে আইন ব্যবহার করা হয়েছিল।

এখন আইনকানুনের দরকার হয় না। গোটা ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যে গেরুয়া ধ্বজ ওড়ানো এখন নরেন্দ্র মোদির স্বপ্ন। সেজন্য বিরোধিতাকে দুর্বল করার পরিকল্পনা সর্বত্র। এজন্য জরুরি অবস্থার দরকার নেই। তৃণমূলের ২০ সাংসদ, উদ্ধবপন্থী শিবসেনার ৬ জন কিংবা সমাজবাদী পার্টিকে ভেঙে দিলেই হবে। শুভেন্দুর কৌশল একদফা এগিয়ে- বিরোধী থাকবে, তবে বিরোধিতা থাকবে না। সবরকম বিরোধীদের গিলে খাওয়ার খেলা এখন বাংলায়।

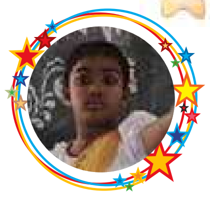

ঘোগোমালি জুনিয়ার বেসিক স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী রিয়া সূত্রধর পড়াশোনার পাশাপাশি নাচে পারদর্শী। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় নজর কেড়েছে সে।

*৪১ নম্বর ওয়ার্ডের বঙ্কিমনগরে ভাঙা হচ্ছে পার্ক। শুক্রবার শিলিগুড়িতে।*

- শুক্রবার ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের বঙ্কিমনগরে তৃণমূল আমলে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি পার্কটি আর্থমুভার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল
- অভিযোগ, রাস্তার একাংশ ও নিকাশিনালা দখল করে পার্কটি গড়ে তোলা হয়েছিল, বাদ যায়নি ফুটপাথও
- পার্কের ভেতরে গুটিকয়েক গাছ ছাড়া কিছু নজরে পড়বে না
- এই কাজে এত টাকা কীভাবে খরচ হয়, তা নিয়ে কমিশনার নিজেও সন্দেহ প্রকাশ করেন
- অপরদিকে, ইসকন মন্দির রোড এলাকায় দোকানের সামনে আবর্জনা জমে থাকতে দেখে সাফাইয়ের নির্দেশের পাশাপাশি দোকান মালিককে জরিমানা করা হয়
- ভবিষ্যতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা দেখবে কমিটি

# দুর্নীতি নিয়ে ‘বোমা’ ফাটাবেন শংকর

**সানি সরকার ও নীতেশ বর্মন**

**শিলিগুড়ি, ২৬ জুন :** দু’দিন আগেই তৃণমূল নেতাদের দুর্নীতি নিয়ে তোপ দেগেছিলেন সাংসদ রাজু বিস্ট। প্রত্যেককে জেল খাটানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন তিনি। সদ্য প্রাক্তন হওয়া মেয়র পারিষদ থেকে প্রাক্তন কাউন্সিলার, কয়েকজনের বিরুদ্ধে এবার দুর্নীতি নিয়ে সরব হতে চলেছেন পর্যটনমন্ত্রী তথা শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ।

শুধু অভিযোগ তোলা নয়, তৃণমূল নেতাদের দুর্নীতির প্রমাণ তিনি সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরবেন বলে শংকর-ঘনিষ্ঠ সূত্রে খবর। অবৈধ বহুতল নির্মাণ থেকে পুরনিগমের অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি তিনি দু-একদিনের মধ্যে প্রকাশ্যে আনবেন বলে সূত্রের খবর। যদিও টেলিফোনে যোগাযোগ সম্ভব না হওয়ায় শংকরের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

নির্বাচনি প্রচারে শিলিগুড়ির তৃণমূল কাউন্সিলারদের নাম ধরে বিস্তর অভিযোগ তুলেছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। কার কোথায় জমি রয়েছে, কে কত টাকার সম্পত্তির মালিক তা তুলে ধরেছিলেন বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত। যা নিয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল শিলিগুড়িতে। কিন্তু ভোট প্রচারে এমন অভিযোগ বিরোধীরা তোলে বলে অনেকেই বিষয়টিকে তেমন গুরুত্ব দেননি। কিন্তু ভোটপর্ব মিটে যাওয়ার পর এমন অভিযোগ তুলে জেল খাটানোর হুমকি দিয়েছেন সাংসদ বিস্ট। এবার নাকি বোমা ফাটাবেন শংকর। শুধু অভিযোগ তোলা নয়, শংকর দুর্নীতি সংক্রান্ত বিভিন্ন নথি প্রকাশ্যে নিয়ে আসবেন বলে তাঁর ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রে খবর। বর্তমানে পুরনিগমে রয়েছে প্রশাসক শাসন। একেই রাজ্যের ক্ষমতায় বিজেপি, তার মধ্যে পুরনিগমে প্রশাসক থাকায় দুর্নীতির প্রমাণ সামনে নিয়ে আসার জন্য শংকর এই সময়টা বেছে নিয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে। কেননা, এ সময় প্রমাণ সামনে নিয়ে এলে সঠিক পথে তদন্ত হবে এবং আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া সহজ হবে। শংকর-ঘনিষ্ঠ বিজেপির এক নেতা বলছেন, ‘কলকাতার তারাতলার ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে দুর্নীতির শিকড় কোথায় নিয়ে গিয়েছেন তৃণমূলের নেতা-জনপ্রতিনিধিরা।’

তাঁর এই বক্তব্যে স্পষ্ট, বেআইনি নির্মাণ এবং এমন নির্মাণের সঙ্গে মেয়র পারিষদ বা কাউন্সিলার থাকাকালীন তৃণমূল নেতাদের যোগসাজশ কেমন ছিল বা রয়েছে, তা প্রকাশ্যে আনতে চলেছেন শংকর। তিনি দুর্নীতি সংক্রান্ত নথি সামনে আনলে যে মাঝপথে অনেক নির্মাণ বন্ধ হয়ে যাবে, তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই তেমন কারও। এছাড়াও পুরনিগমের কয়েকটি বিভাগের দুর্নীতিও সামনে নিয়ে আসতে পারেন শংকর।

এদিন শিলিগুড়ির সূর্য সেন পার্কে সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মদিন পালন করেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। বঙ্কিমচন্দ্রের মূর্তিতে মাল্যদান করেন। তিনি অভিযোগ করেন, এই দেশ এবং রাজ্যে স্বাধীনতার পূর্বের ভারতের ইতিহাস এবং সংস্কৃতিকে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। শংকরের দাবি, বঙ্কিমচন্দ্র সহ আরও অনেক মনীষীর অবদান ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। মন্ত্রীর কথায়, ‘সিলেবাসের বিষয়বস্তু, তা সে সাহিত্য হোক কিংবা ইতিহাস সবক্ষেত্রেই বাঙালির ইতিহাসকে চেপে দেওয়া হয়েছে। যে ইতিহাস ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে আমরা সেই ইতিহাসকে পাঠক্রমে ফেরত আনার চেষ্টা করব।’

## গাছ ভেঙে বিপত্তি

**শিলিগুড়ি, ২৬ জুন :** শুক্রবার ভোরবেলা রেগুলেটেড মার্কেটের ভেতরে থাকা নেতাজি পার্কের বহু পুরোনো গাছ ভেঙে পড়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। গাছটি পার্কের পাঁচিল ভেঙে রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা ফলবোঝাই একটি ট্রাকের উপর ভেঙে পড়ে। ট্রাকের ভেতরে চালক থাকলেও কোনওক্রমে বেঁচে যান। পাঁচিল সংলগ্ন একাধিক অস্থায়ী দোকানও দুরমুশ হয়ে যায়। এদিকে, গাছ পড়ে গোটা রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পরিস্থিতি সামাল দিতে নামে বিপর্যয় মোকাবিলা টিম। বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় রাস্তা পরিষ্কার হয়। যদিও কী কারণে ওই গাছ ভেঙে পড়ল, পরিষ্কার নয় কারও কাছে।

## গাড়ি নিয়ে হুজ্জতি

**শিলিগুড়ি, ২৬ জুন :** বৃহস্পতিবার রাতে সরকারি আধিকারিকের গাড়ির চালক সহ এক তরুণের হুজ্জতির ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায়। বৃহস্পতিবার রাতে প্রাক মহরমের যাত্রা বেরিয়েছিল শিলিগুড়ি থানা এলাকায়। সেসময় ওই গাড়ি নিয়ে দুজন তরুণ ওই যাত্রার মাঝে আসেন। এরপর তাঁরা হুজ্জতি করতে থাকে বলে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন শিলিগুড়ি থানার আইসি। এরপর দুজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। গাড়িটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়। পরে পিআর বন্ডে ছাড়া হয়।

# দশলাখি পার্ক ধূলিসাৎ

**নিতাই সাহা**

**শিলিগুড়ি, ২৬ জুন :** ড্রেন ও রাস্তার একাংশ দখল করে পার্ক তৈরির অভিযোগ। শিলিগুড়ি পুরনিগমের কমিশনার বীর বিক্রম রাইয়ের নির্দেশে শুক্রবার ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের বঙ্কিমনগর এলাকায় তৃণমূল আমলে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি পার্কটি আর্থমুভার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল।

পার্কটি তৈরিতে আর্থিক দুর্নীতি হয়েছিল বলে সন্দেহ। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘ওই পার্ক গড়তে কী করে ১০ লক্ষ টাকা খরচ হয়? সরকারি জমি দখল করে গড়ে তোলা পার্কটি সাধারণ মানুষের কাজে আসেনি। কীভাবে ওই কাজের অনুমোদন হয়েছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।’

পুরনিগম ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ‘আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান’ প্রকল্পে মাস চারেক আগে ওই পার্কটি গড়ে তোলা হয়েছিল। তখন ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার ছিলেন তৃণমূলের শিবিকা মিত্তাল। এদিন শহরের জঞ্জাল সাফাইয়ের কাজ তদারকিতে বেরিয়ে পুর কমিশনার ওই পার্কটি দেখতে পান।

অভিযোগ, রাস্তার একাংশ ও ড্রেন দখল করে পার্কটি গড়ে তোলা হয়েছিল। বাদ যায়নি ফুটপাথও। পার্কের কারণে ওই এলাকায় অল্প বৃষ্টিতে জল জমছিল। দৃশ্যটি দেখে কমিশনার ক্ষোভ প্রকাশ করেন। স্থানীয় বাসিন্দা সহ পুরনিগমের বাস্তুকারদের সঙ্গে একপ্রস্থ আলোচনার পর পার্কটি ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেন।

পার্কের সাইনবোর্ডে প্রকল্পমূল্য ৯ লক্ষ ১৭ হাজার ৪৫২ টাকা উল্লেখ রয়েছে। অথচ পার্কের ভেতরে গুটিকয়েক গাছ ছাড়া কিছু নজরে পড়বে না। সীমানা প্রাচীর বলতে কিছু অংশ কংক্রিটের এবং কিছুটা লোহার গ্রিল।

এই কাজে এত টাকা কীভাবে খরচ হয়, তা নিয়ে কমিশনার নিজেও সন্দেহ প্রকাশ করেন। স্থানীয় রাজেশ মিশ্র বলেন, ‘পার্কের জন্য রাস্তার একাংশ অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। এলাকায় জল জমে থাকছিল। ১০ লক্ষ টাকা খরচে এই পার্ক তৈরি হয়েছিল বলে মনে হয় না।’

প্রাক্তন ওয়ার্ড কাউন্সিলার অবশ্য বলছেন, ‘দখলদারি রুখতে স্থানীয়রা পার্ক গড়ে তোলার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। মাত্র ২৫ শতাংশ কাজ হয়েছিল। দোলনা থেকে শুরু করে বাচ্চাদের খেলার একাধিক সামগ্রী ও ফোয়ারা বসানোর কথা ছিল।’ শিখা সাফ বলেছেন, ‘রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বারবার বলেছেন অন্যায় করলে শাস্তি হবে। এই ঘটনার তদন্ত হবে। উপযুক্ত ব্যবস্থাও নেওয়া হবে।’

তবে শুধু ওই পার্ক নয়, অদূরে থাকা তৃণমূলের পার্টি অফিস নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। অভিযোগ, ফুটপাথ দখল করে পার্টি অফিসটি তৈরি করা হয়েছে। সেটি নিয়েও কমিশনার ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। জানা গিয়েছে, শীঘ্রই পুরনিগমের তরফে পার্টি অফিসে নোটিশ পাঠানো হবে। এ নিয়ে শিবিকা বলেন, ‘প্রায় ১০ বছর আগে পার্টি অফিসটি তৈরি হয়েছিল। বিগত পাঁচ বছরে সেটি বন্ধ রয়েছে।’

## শহর পরিচ্ছন্ন রাখতে কড়া বার্তা

**নিতাই সাহা**

**শিলিগুড়ি, ২৬ জুন :** রাস্তার ধারে স্তূপাকারে জমে রয়েছে আবর্জনা। শুক্রবার সকালে অভিযানে নেমে ইসকন মন্দির রোড এলাকায় একটি দোকানের সামনে এই দৃশ্য দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের কমিশনার বীরবিক্রম রাই। জায়গাটি পরিষ্কার করার নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি ওই দোকানের মালিককে জরিমানা করা হয়। অভিযোগ, শহরের বিভিন্ন এলাকায় মাঝেমধ্যে এভাবে আবর্জনা জমে থাকতে দেখা যায়। পুর কর্তৃপক্ষের বার্তা, ‘শহরের কোনও আবাসন চত্বরের সামনে আবর্জনার স্তূপ নজরে এলে কর্তৃপক্ষকে নোটিশ পাঠানো হবে। সেইসঙ্গে জরিমানাও আদায় করা হবে। শিলিগুড়ি শহরকে পরিষ্কার রাখা আমাদের লক্ষ্য।’

শহর পরিচ্ছন্ন রাখতে দিনে দু’বার সাফাই অভিযান চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন পুর কমিশনার। তবে বাস্তবে কতটা কাজ হচ্ছে তা নিশ্চিত করতে এবার পুর কর্তৃপক্ষ ওয়ার্ডভিত্তিক কমিটি গড়তে উদ্যোগী হয়েছে। পুরনিগম সূত্রে খবর, ওয়ার্ডভিত্তিক কমিটিগুলিতে পুরকর্মীরা থাকবেন। সাফাইকর্মীরা নির্দিষ্ট সময়ে কাজে যোগ দিচ্ছেন কি না, তা নিশ্চিত করতে হাজিরা খাতায় সই করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে কোন এলাকায় কীরকম কাজ হচ্ছে তার প্রতি মুহূর্তের ছবি নির্দিষ্ট হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোথাও কাজে ফাঁকিবাজি চলছে কি না, তা নিশ্চিত করবে স্থানীয় ওয়ার্ড কমিটিগুলি।

দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই পুর কমিশনার শহরকে স্বচ্ছ রাখতে রাস্তায় নেমেছেন। বৃহস্পতিবারের পর শুক্রবার সকালে বৃষ্টি উপেক্ষা করে তিনি পরিদর্শনে বের হন। প্রথমে তিনি ইসকন মোড় এলাকায় যান। ওই এলাকায় প্রত্যেক সাফাইকর্মী কাজে যোগ দিয়েছেন কি না, তা জানতে চান। সেখান থেকে খানিকটা দূরে রাস্তার পাশে আবর্জনার স্তূপ পড়ে থাকতে দেখে তা পরিষ্কার করার নির্দেশ দেন। ফের ইসকন মোড়ের দিকে যাওয়ার সময় ওই দোকানের সামনে আবর্জনার স্তূপ দেখে কেন তা অপসারণ করা হয়নি তা জানতে চান জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের কর্মীদের কাছে। কমিশনারের নির্দেশে সাফাই অভিযান শুরু হয়। সেইসঙ্গে দোকান মালিককে নোটিশ পাঠিয়ে জরিমানা করা হয়।

এ বিষয়ে ওই দোকানের মালিক দিনেশ আগরওয়াল বলেন, ‘কিছু কাজ চলছিল। ফলে কিছু আবর্জনা বাইরে রাখা হয়েছিল। তবে বারান্দা ও সিঁড়িতে রাখার চেষ্টা করেছিলাম। হয়তো কালভার্টের ওপর কিছুটা আবর্জনা পড়ে ছিল। এদিন পুরনিগমের তরফে তা সরিয়ে ফেলা হয়েছে। সেইসঙ্গে ১৪০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। শনিবারের মধ্যে তা জমা দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে।’

## রেলকর্মীর পচাগলা দেহ উদ্ধার

**শিলিগুড়ি, ২৬ জুন :** সেন্ট্রাল কলোনির রেল কোয়ার্টারে এক রেলকর্মীর অস্বাভিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। মৃতের নাম অরিন্দম রায় বর্মন (৪৬)। তিনি এনজেপি স্টেশনে মেকানিক্যাল বিভাগে কর্মরত ছিলেন। অরিন্দমের বাড়ি কোচবিহারে। রেল কোয়ার্টারে তিনি একা থাকতেন। শুক্রবার ওই ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। গত চারদিন ধরে ওই ব্যক্তি অফিসে না যাওয়ায় সহকর্মীরা তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগযোগ করেছিলেন। অরিন্দমের মোবাইল ফোনও বন্ধ ছিল। এদিকে, শুক্রবার তাঁর কোয়ার্টার থেকে দুর্গন্ধ ছড়াতে থাকে। এদিন কোচবিহার থেকে অরিন্দমের দাদা অমিতাভ রায় বর্মন ভাইয়ের খোঁজে সেন্ট্রাল কলোনিতে আসেন। কিন্তু কোয়ার্টারে ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ দেখে তাঁর সন্দেহ হয়। এরপর এনজেপি থানা ও আরপিএফ-এ খবর দেওয়া হলে পুলিশ এসে ঘরের দরজা ভেঙে ভিতর থেকে অরিন্দমের পচাগলা ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে। পুলিশের অনুমান, চারদিন আগেই ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। দেহে পচন ধরেছে। এদিকে ভাইয়ের মৃত্যুতে অমিতাভ বলেন, ‘অরিন্দম কিছুদিন ধরে মানসিক অবসাদে ভুগছিল। কোচবিহারে তার পরিবার রয়েছে।’

## মাদক বিরোধী দিবস

**শিলিগুড়ি ও ইসলামপুর, ২৬ জুন :** শুক্রবার আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী দিবসকে কেন্দ্র করে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ কমিশনারেটের প্রতিটি থানা থেকে সচেতনতামূলক র‍্যালির আয়োজন করা হয়। এদিন শিলিগুড়ি মহিলা থানার তরফেও ভেনাস মোড় থেকে একটি সচেতনতামূলক র‍্যালি হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ। এছাড়াও শহরের অন্যান্য থানা, ফাঁড়ি থেকেও নিজস্ব এলাকার মধ্যে সচেতনতামূলক র‍্যালি বের করা হয়। আন্তর্জাতিক মাদকবিরোধী দিবস উপলক্ষ্যে ইসলামপুর পুলিশ জেলার তরফে একটি পদযাত্রা হয়। পদযাত্রায় অংশ নেন ইসলামপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার রাকেশ সিং, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ডেন্ডুপ শেরপা, ডিএসপি (ডিএনটি) সোমশুভ্র কাপড়ি এবং অন্য পুলিশ আধিকারিকরা।


উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সাংবাদিক চাই

বাগডোগরা • শিবমন্দির • মাটিগাড়া

এলাকার রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা চাই। শিক্ষা সংক্রান্ত নানা বিষয়ে আগ্রহ এবং প্রশাসনিক মহলে পরিচিতি থাকতে হবে। যে কোনও বিষয়ে নির্ভুল বাংলায় চটজলদি লেখার এবং বলার দক্ষতা থাকতে হবে। পূর্ব অভিজ্ঞতা বাঞ্ছনীয় হলেও আবশ্যিক নয়।

সাবজেক্ট লাইনে লিখুন
রিপোর্টার ফর (নিজের জায়গার নাম)

আবেদনপত্র মেল করুন এই ঠিকানায়
ubs.torchbearer@gmail.com
আবেদনের শেষ তারিখ : ৪ জুলাই, ২০২৬


# সম্প্রীতির বার্তা মহরমের মিছিলে

**শমিদীপ দত্ত**

**শিলিগুড়ি, ২৬ জুন :** ধর্মীয় মর্যাদা, শান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে শুক্রবার শিলিগুড়ি শহরে মহরম পালিত হল। এদিন সন্ধ্যার পর শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৩৯টি মহরম কমিটির সুসজ্জিত তাজিয়া ভেনাস মোড়ের জামা মসজিদে এসে জড়ো হয়। সেখান থেকে হিলকার্ট রোড হয়ে কারবালার উদ্দেশে রওনা দেয়।

সরকারি নির্দেশিকা কঠোরভাবে মেনে চলায় মিছিলে অস্ত্র প্রদর্শন করা হয়নি। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ও যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে ভেনাস মোড়ে দাঁড়িয়ে পরিস্থিতি তদারকি করেন ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ। এদিন বিকেলে সূর্য ডোবার সঙ্গেই ঝলমলে রংয়ে সেজে উঠেছিল ভেনাস মোড়ের একপাশে ট্রেলারের মধ্যে রাখা তাজিয়া। তাজিয়ার শেষমুহূর্তের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন মহম্মদ ইমান ও মহম্মদ আরবাজের মতো উদ্যোক্তারা। গোয়ালাপট্টিতে স্থানীয় মহরম কমিটির মূল ব্যানারের সামনে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন সময়ে ঘটে যাওয়া হিংসা ও দুর্ঘটনার ছবি দেখে বিশ্বশান্তির প্রার্থনা করেন মহম্মদ শেহবাজ।

এদিন সকাল থেকেই শহরের বিভিন্ন মহরম কমিটির ব্যানারে সম্প্রীতির ছবি ফুটে ওঠে। খালপাড়া মহরম কমিটির ব্যানারের একপাশে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এবং অন্যপাশে ডঃ এপিজে আবদুল কালামের ছবি দেখে এলাকায় ঐক্যের পরিবেশ তৈরি হয়। বন্ধু আমজাদ আলির সঙ্গে সেই ব্যানার দেখে দিলীপ দাস বলেন, ‘এটাই আমাদের ভারতের আসল শক্তি। জাতি-ধর্মের উর্ধ্বে উঠে আমরা সবাই এক।’ একইভাবে সন্ধ্যার সময় ডাঙ্গিপাড়ার দুই বান্ধবী মামণি হালদার ও আমিনা বেগমকে ভেনাস মোড়ে তাজিয়া দেখতে দেখা যায়। তাঁরা জানান, প্রতি বছর তাঁরা মহরমে যেমন একসঙ্গে তাজিয়া দেখেন, তেমনই দুর্গাপুজোতেও একসঙ্গে আনন্দ ও আবেগ ভাগ করে নেন।

ধর্মীয় আচারের পাশাপাশি এদিনের মিছিলে জাতীয়তাবাদ এবং সামাজিক সচেতনতার নজিরও দেখা গিয়েছে। প্রতিবারের মতো এবারও ধর্মীয় পতাকার পাশাপাশি ওড়ানো হয় জাতীয় পতাকা। তাজিয়ার সঙ্গে জাতীয় পতাকা নিয়ে শামিল হওয়া মহম্মদ ইসমাইল বলেন, ‘এই দিনটি আমাদের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। দেশকেও আমরা খুব ভালোবাসি।’

এদিন আন্তর্জাতিক মাদকবিরোধী দিবস হওয়ায় অধিকাংশ তাজিয়া কমিটির ট্রেলারে মাদকের বিরুদ্ধে সচেতনতামূলক পোস্টার লাগানো হয়েছিল। এই বিষয়ে যুবসমাজের উদ্দেশে প্রবীণ নাগরিক বছর ষাটের মহম্মদ এরশাদ বলেন, ‘নেশা আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু। তরুণরাই আমাদের ভবিষ্যৎ, তাই মাদকের বিরুদ্ধে আমাদের সবাইকে একজোট হয়ে লড়তে হবে।’ সন্ধ্যার পর হিলকার্ট রোড, বর্ধমান রোড এবং কারবালার সামনে ভিড় বাড়লেও ট্রাফিক পুলিশকর্মীদের তৎপরতায় গাড়ি চলাচলে বড় সমস্যা হয়নি।

# নিটে অ্যাডমিট নিয়ে হয়রানি

**তমালিকা দে**

**শিলিগুড়ি, ২৬ জুন :** বজ্র আঁটুনি, ফসকা গেরো! নাকি আরও কিছু? ডাক্তারি কোর্সের প্রবেশিকা পরীক্ষা ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি কাম এন্ট্রান্স টেস্ট (নিট) নিয়ে দেশজুড়ে বর্তমানে বিতর্ক তুঙ্গে। চলতি বছর একবার বাতিলের পর পরীক্ষার্থীদের ফের পরীক্ষায় বসতে হয়। ছন্দপতন হয়েছে শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলে!

বিতর্ক এড়াতে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ) প্রতিটি পরীক্ষাকেন্দ্রের গেটে কড়া চেকিং ও উপস্থিতি নিশ্চিত করতে বায়োমেট্রিক ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়েছিল। মাছি গলবে না বলে নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছিল। মাছি অবশ্য শেষপর্যন্ত ঠিকই গলে গেল! গার্লস হাইস্কুলে বায়োমেট্রিক ও ফিজিক্যাল অ্যাটেনডেন্সের তথ্যে গরমিল সামনে এল। বিষয়টি নিয়ে পরীক্ষা কর্তৃপক্ষের সিটি কনভেনারের সঙ্গে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা অত্যুহা বাগচীর কথাও হয়েছে। কী ঘটেছে? অভিযোগ, এক পড়ুয়া পুরোনো অ্যাডমিট কার্ড দেখিয়েই গার্লস হাইস্কুলের পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশের অনুমতি পেয়ে যায়। অ্যাডমিট কার্ডটি যে গতবারের সেটি ওই পড়ুয়া নিজেও বুঝতে পারেনি। গেট পার হয়ে নির্দিষ্ট ক্লাসরুমে পৌঁছানোর পর দেখে সেখানে অন্য পরীক্ষার্থীরা বসে। তার বসার জায়গা নেই। সে দ্রুত ইনভিজিলেটরদের দ্বারস্থ হয়। দেখা যায়, ওই ছাত্রীর অ্যাডমিট কার্ডে পরীক্ষাকেন্দ্র হিসেবে শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলের নাম রয়েছে। এরপর ওই ছাত্রী বয়েজ হাইস্কুলেও গিয়েছিল, কিন্তু ‘সঠিক’ অ্যাডমিট কার্ড না থাকায় তাকে সেখানে ঢুকতে দেওয়া হয়নি।

তাহলে কোন যুক্তিতে তাকে গার্লস হাইস্কুলে ঢুকতে দেওয়া হল বলে প্রশ্ন ওঠে। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা অত্যুহা বাগচীর বক্তব্য, ‘ছাত্রীটি পুরোনো অ্যাডমিট কার্ড নিয়ে পরীক্ষা দিতে এসেছিল। তবে কীভাবে তার বায়োমেট্রিক উপস্থিতি গ্রাহ্য হল তা বুঝতে পারছি না। বিষয়টি নজরে আসার পর সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষাকেন্দ্রের বাইরে বের করে দেওয়া হয়েছিল। পাশাপাশি বিষয়টি দ্রুত সিটি কোঅর্ডিনেটরকেও জানানো হয়।’

চলতি বছর নিট-এ শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলে মোট ৭২০ জন পরীক্ষার্থীর আসন ছিল। ফিজিক্যাল উপস্থিতিতে ৬০৩ জন পরীক্ষার্থী থাকলেও, বায়োমেট্রিক উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ৬০৪। ডিজিটাল বায়োমেট্রিক থাকা সত্ত্বেও এই গরমিল ও পুরোনো অ্যাডমিট কার্ডে প্রবেশাধিকার প্রশাসনিক গাফিলতির দিকেই আঙুল তুলছে। শিলিগুড়িতে নিট-এর দায়িত্বে থাকা আধিকারিককে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তাঁদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য, ‘পরীক্ষায় একটু সমস্যা হয়েছিল, পরে তা মিটে গিয়েছে।’


রংদার রোববার

বারফট্টাই

টেনিদা, ঘনাদা থেকে আজকের ব্লাফমাস্টার। অতীতের বাবু বিলাস থেকে আজকের সোশ্যাল মিডিয়ার ঝকমক ; সবকিছুর পেছনেই নিজেকে বড় করে দেখানোর বাসনা চিরন্তন। এই অহেতুক দাপট আর অতিরঞ্জিত গল্পের আড়ালে হয়তো লুকিয়ে আমাদের ভেতরকার শূন্যতা। জীবনের মঞ্চে আমরা সবাই কমবেশি অভিনেতা, কেউ হাসাই, কেউ আবার ভুলিয়ে রাখি মিথ্যের মোড়কে। এই অসাড় অনুকরণ আর কৃত্রিমতার দৌড়ে আমরা হয়তো হারিয়ে ফেলছি আমাদের আসল সত্তাকেই।

প্রচ্ছদ কাহিনী বিপুল দাস, মণিদীপা বিশ্বাস কীর্তনিয়া ও মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়
রম্যরচনা মৃড়নাথ চক্রবর্তী
ছোটগল্প সেবন্তী ঘোষ
অণুগল্প ঋতুপর্ণা ধর ও কাকলি মুখোপাধ্যায়
কবিতা বিনীতা সরকার, অঙ্কুর মহন্ত, শঙ্খ চট্টোপাধ্যায় ও ঋতব্রত গুহ

## ন্যুয়েরকে বসানোর ভাবনা

ইকুয়েডরের বিরুদ্ধে ম্যানুয়েল ন্যুয়েরের এক ভুলের মাশুল গুনতে হল গোটা জার্মানিকে! মেটলাইফ স্টেডিয়ামে গঞ্জালো প্লাটার যে গোলে ইকুয়েডর ম্যাচ জিতেছে, তার জন্য সরাসরি দায়ী করা হচ্ছে ন্যুয়েরের সিদ্ধান্তহীনতাকে। এর আগে জোনাথন তাহর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝিতেও একটা গোল প্রায় হতে চলেছিল। এই হারের পর থেকেই ৩৮ বছরের ন্যুয়েরের প্রথম একাদশে থাকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ২০২৪ ইউরো কাপের পর তিনি জাতীয় দল থেকে অবসর নিয়েছিলেন, তবে পরে আবার ফিরে আসেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে অলিভার বাউম্যান ভালোই দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন। এখন নকআউট পর্বের আগে জার্মান কোচ জুলিয়ান নাগেলসম্যানের সামনে কঠিন চ্যালেঞ্জ- তিনি কি ন্যুয়েরের অভিজ্ঞতার ওপরই ভরসা রাখবেন নাকি বাউম্যানকে সুযোগ দেবেন?

# জার্মানিকে হারিয়ে নকআউটের ছাড়পত্র ইকুয়েডরের

আমরা বলের দখল রাখতে পারিনি এবং ওদের খেলার সুযোগ করে দিয়েছি।

-জোশুয়া কিমিচ, জার্মান অধিনায়ক

**ইকুয়েডর-২ (অ্যাঙ্গুলো, প্লাটা)**
**জার্মানি-১ (সানে)**

**নিউ জার্সি, ২৬ জুন :** রেফারিং নিয়ে প্রবল বিতর্ক, শুরুতেই গোল হজম করা এবং কোচ সেবাস্তিয়ান বেকাসেসের পদত্যাগের কানাঘুষো- এই সবকিছুর পরও চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন জার্মানিকে হারিয়ে বিশ্বকাপের নকআউটে জায়গা করে নিল ইকুয়েডর। নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে গ্রুপ 'ই'-র শেষ ম্যাচে ২-১ গোলের এই রোমাঞ্চকর জয় ইকুয়েডরের ফুটবল ইতিহাসে অন্যতম সেরা মুহূর্ত হিসেবে লেখা থাকবে। এই জয়ের ফলে চার পয়েন্ট নিয়ে সেরা তৃতীয় দলগুলোর একটি হিসেবে শেষ বত্রিশের টিকিট নিশ্চিত করল তারা। অন্যদিকে, হার সত্ত্বেও গোল পার্থক্যের সুবাদে ছয় পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হিসেবেই পরের রাউন্ডে গেল জার্মানি।

ম্যাচের শুরুটা অবশ্য ইকুয়েডরের জন্য বিভীষিকাময় ছিল। মাত্র ১১০ সেকেন্ডে লেরয় সানে জার্মানিকে এগিয়ে দেন। এটি ১৯৩৪ সালের পর বিশ্বকাপে জার্মানির দ্রুততম গোল। তবে এই গোলটি ঘিরে প্রবল বিতর্কের সৃষ্টি হয়। কারণ গোলের ঠিক আগে আলেকজান্ডার পাভলোভিচের বুট সরাসরি ইকুয়েডরের পেদ্রো ভিতের মুখে লাগলেও রেফারি টোরি পেনসো বা ভিএআর কেউই ফাউলের বাঁশি বাজাননি।

তবে এই অবিচারে ভেঙে না পড়ে মাত্র সাত মিনিট পরেই দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায় লাতিন আমেরিকার দলটি। ৯ মিনিটে পাবলোর থেকে বল পেয়ে দুর্দান্ত শটে ম্যানুয়েল ন্যুয়েরকে পরাস্ত করেন নিলসন অ্যাঙ্গুলো। এরপর প্রথমার্ধে এবং দ্বিতীয়ার্ধের বেশিরভাগ সময়জুড়ে দুই দলের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলে। তবে আসল নাটক জমা ছিল শেষ কোয়ার্টারে। ৭৭ মিনিটে কেভিন রডরিগেজের বাড়ানো একটি কর্নার থেকে সুযোগসন্ধানী গঞ্জালো প্লাটার নিখুঁত ফিনিশ ইকুয়েডরের জয় নিশ্চিত করে।

ম্যাচ শেষে পরিবার ও সমর্থকদের সঙ্গে উদযাপনে মেতে ওঠা কোচ বেকাসেসের জন্য এই জয় যেন নতুন জীবন। এর আগে আইভরি কোস্টের কাছে হার এবং নবাগত কুরাসাওয়ের সঙ্গে ড্র করার পর তাঁর চাকরি নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছিল। ম্যাচ শেষে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তিনি বলেছেন, 'এই জয়টা দেশের ফুটবলপ্রেমীদের জন্য।' অন্যদিকে, জার্মান অধিনায়ক জোশুয়া কিমিচ হারের দায় স্বীকার করে বলেছেন, 'আমরা বলের দখল রাখতে পারিনি এবং ওদের খেলার সুযোগ করে দিয়েছি।' ২০০৬ সালের পর এই প্রথম বিশ্বকাপের নকআউটে পৌঁছাল ইকুয়েডর।

*নকআউটের টিকিট নিশ্চিত হওয়ার পর উল্লাস ইকুয়েডরের ফুটবলারদের।*

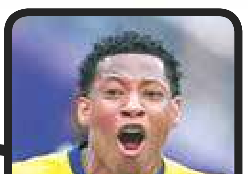

হয়তো এই মুহূর্তটা আরও আগে আসতে পারত। তবে অপেক্ষা আর লড়াই মুহূর্তটা আরও সুন্দর করেছে।

-গঞ্জালো প্লাটা

# অ্যাঙ্গুলোর স্বপ্নপূরণের নেপথ্যে মায়ের লড়াই

**নিউ জার্সি, ২৬ জুন :** সালসার সুরে মুখরিত ইকুয়েডরের রাজধানী কুইটোর রাজপথ। সঙ্গে একটাই মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে, 'হ্যাঁ আমরাও পারি।' সব সমীকরণ ভুল প্রমাণ করে বিশ্বকাপের মঞ্চে জার্মানি বধ। ইকুয়েডরের এই জয়গাথা আজ ইতিহাসের পাতায়। ম্যাচে পিছিয়ে পড়ার পর দৃশ্যপট বদলে দেন এক ২৩ বছরের তরুণ। প্রায় পঁচিশ গজ দূর থেকে নিলসন অ্যাঙ্গুলোর বুলেট গতির শট জার্মানির জালে আছড়ে পড়তেই ইকুয়েডর শিবিরে চওড়া হাসি। গোলদাতা অ্যাঙ্গুলোর জীবনটাও হুবহু মিলে যায় ছবিটার সঙ্গে।

ইকুয়েডরের শহর কুইনিন্দের ধুলোমাখা মাঠে পেশাদার ফুটবলার হওয়ার স্বপ্ন বুকে আঁকড়ে তখন বেড়ে উঠছেন অ্যাঙ্গুলো। আট বছর বয়সে এক ভয়াবহ ট্রাক দুর্ঘটনা জীবনে অন্ধকার ডেকে আনে। তবুও হাল ছাড়েননি অ্যাঙ্গুলো। সেইসময় সহযোদ্ধার মতো লড়ে গিয়েছেন তাঁর মা ডোরারামিরেজও। সাহস জুগিয়েছেন খুদে নিলসনকে। বিশ্বকাপের মঞ্চেও ছেলে যখন লড়ছেন তখনও গ্যালারিতে হাজির মা ডোরা। বিশ্বকাপ দেখতে যুক্তরাষ্ট্রে আসার জন্য তাঁর ভিসার আবেদন প্রথমবার নাকচ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু অদম্য জেদ ছেলের স্বপ্নপূরণের মঞ্চ থেকে তাঁকে সরিয়ে রাখতে পারেনি। ম্যাচ শেষে তাঁরও চোখে জল। আর অ্যাঙ্গুলোর গলায় শুধুই আবেগের স্রোত। বলছিলেন, 'জানি না, দেশে এই মুহূর্তে ঠিক কী হচ্ছে। তবে এটুকু বলতে পারি, সেখানে আজ শুধুই খুশির বন্যা।'

৭৭ মিনিটে ইকুয়েডরের হয়ে জয়সূচক গোল করে নায়কের মর্যাদা পাচ্ছেন গঞ্জালো প্লাটা। ম্যাচ শেষে তিনি বলেছেন, 'হয়তো এই মুহূর্তটা আরও আগে আসতে পারত। তবে অপেক্ষা আর লড়াই মুহূর্তটা আরও সুন্দর করেছে।' তাঁর শট তিনকাঠি পেরোতেই নিউ জার্সির গ্যালারি দেখল আবেগের বিস্ফোরণ। প্লাটাও বলছিলেন, 'আমরা প্রত্যেকে যোদ্ধার মতো লড়েছি, যাঁরা দেশের জন্য প্রাণ বাজি রাখতে পারে। বিদেশের মাটিতেও গ্যালারির সমর্থনই আমাদের সেই সাহস জুগিয়েছে।'

দীর্ঘ ২০ বছর পর বিশ্বকাপ নকআউটে খেলার ছাড়পত্র পেল ইকুয়েডর। চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন জার্মানিকে হারিয়ে এই সাফল্য। এই অপার আনন্দের মুহূর্তে ইকুয়েডরে শুক্রবার জাতীয় ছুটির ঘোষণা করেন দেশের প্রেসিডেন্ট ড্যানিয়েল নোবোয়া।

জানি না, দেশে এই মুহূর্তে ঠিক কী হচ্ছে। তবে এটুকু বলতে পারি, সেখানে আজ শুধুই খুশির বন্যা।

-নিলসন অ্যাঙ্গুলো

*নিলসন অ্যাঙ্গুলোর (২০) বুলেট গতির গোল লড়াইয়ে রসদ জুগিয়েছিল ইকুয়েডরকে।*

*ইকুয়েডরের বিরুদ্ধে হার চাপে ফেলে দিয়েছে জুলিয়ান নাগেলম্যান্সকে।*

# হারের পরই জার্মান শিবিরে ফাটল!

**নিউ জার্সি, ২৬ জুন :** ইকুয়েডরের কাছে অপ্রত্যাশিত পরাজয়। তারপরই জার্মান শিবিরের হাসিখুশি মেজাজের চেনা ছবিটা উধাও। বরং সামনে আসছে কোচ-খেলোয়াড়দের মতভেদ। প্রশ্ন উঠেছে, একটা হারেই কি অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে এসে গেল?

অথচ প্রথম ম্যাচে কুরাসাওকে ৭ গোল দিয়ে দাপুটে সূচনা করেছিলেন জামাল মুসিয়ালারা। আইভরি কোস্টের বিরুদ্ধে জিতে নকআউট নিশ্চিতও করে ফেলেছিল তারা। কিন্তু তারপর ইকুয়েডরের কাছে হার। এমন রেজাল্ট স্বপ্নেও বোধহয় ভাবেননি জার্মান সমর্থকরা।

ইকুয়েডরের কাছে হারের কারণ নিয়ে দুইটি ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে ডাই ম্যানশ্যাফট। দলের তারকা স্ট্রাইকার ডেনিজ উন্দাভ ও অধিনায়ক জোশুয়া কিমিচ মনে করেন, জেতার জন্য ইচ্ছাশক্তির অভাব ছিল। উন্দাভ বলেছেন, 'ইকুয়েডরের জেতার খিদেটা বেশি ছিল। ওরা অনেক বেশি আক্রমণাত্মক ছিল। আমাদের এখান থেকে শিক্ষা নিতে হবে। পরের ম্যাচে নিজেদের সবকিছু উজাড় করে দিতে হবে।' সতীর্থের সঙ্গে সুর মিলিয়ে কিমিচ বলেছেন, 'আমাদের চাইতেও ইকুয়েডরের জেদ বেশি ছিল। এই কারণেই তারা জিতেছে।'

তবে খেলোয়াড়দের এই যুক্তিকে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়েছেন কোচ জুলিয়ান নাগেলসম্যান। তাঁর কথায়, 'এই সমস্ত বাজে যুক্তি। আমরা দারুণভাবে শুরু করেছিলাম। লিড নেওয়ার পরে খেলায় কৌশলগত ভুল ছিল।' নকআউটের আগে কোচ-খেলোয়াড়দের সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী বক্তব্যের পর জার্মান সাজঘরের অন্তর্দ্বন্দ্ব নিয়েই আলোচনা শুরু হয়েছে ফুটবলোমহলে। তবে সমস্ত আলোচনাকে পিছনে ফেলে জার্মানির পাখির চোখ এখন নকআউট পর্বে।

ইকুয়েডরের জেতার খিদেটা বেশি ছিল। ওরা অনেক বেশি আক্রমণাত্মক ছিল। আমাদের এখান থেকে শিক্ষা নিতে হবে। পরের ম্যাচে নিজেদের সবকিছু উজাড় করে দিতে হবে।

-ডেনিজ উন্দাভ

# পয়েন্ট ভাগ করে নকআউটে জাপান ও সুইডেন

অপরাজিত থেকে ব্রাজিলের মতো দলের বিরুদ্ধে মাঠে নামার এই মানসিকতা আমাদের ভীষণ কাজে লাগবে।

-জায়ন সুজুকি
জাপানের গোলকিপার

**জাপান-১ (মায়েদা) সুইডেন-১ (এলাঙ্গা)**

**নেদারল্যান্ডস-৩ (এসখিরি-আত্মঘাতী, ব্রবি, ভ্যান হেকে)**
**তিউনিশিয়া-১ (মাস্তৌরি)**

**ডালাস, ২৬ জুন :** প্রথমার্ধের ম্যাড়মেড়ে ফুটবল শেষে দ্বিতীয়ার্ধে দেখা মিলল দুর্দান্ত জোড়া গোলের। ডালাস স্টেডিয়ামে ৭০ হাজার দর্শকের সামনে সুইডেনের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করে বিশ্বকাপের শেষ বত্রিশে পা রাখল জাপান। এই ড্রয়ের ফলে গ্রুপ 'এফ'-এ নেদারল্যান্ডসের ঠিক পরেই দ্বিতীয় স্থানে শেষ করল ব্লু সামুরাইরা। অন্যদিকে, পয়েন্ট ভাগাভাগি করে সেরা তৃতীয় দলগুলির একটি হিসেবে নক আউটের টিকিট নিশ্চিত করেছে গ্রাহাম পটারের সুইডেনও।

খেলার প্রথমার্ধে দুই দলই অতিরিক্ত সতর্ক ফুটবল খেলে। তবে বিরতির পর ম্যাচের রং বদলে যায়। ৫৬ মিনিটে আয়াসে উয়েদা এবং রিৎসু দোয়ানের দুরন্ত বোঝাপড়া থেকে আসা নিখুঁত পাসে গোল করে জাপানকে এগিয়ে দেন সেল্টিক তারকা দাইজেন মায়েদা। কিন্তু জাপানিদের সেই আনন্দ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। মাত্র ছয় মিনিট পরেই বক্সের বাইরে থেকে এক জোরালো ও দর্শনীয় শটে সুইডেনকে সমতায় ফেরান নিউক্যাসলের উইঙ্গার অ্যান্থনি এলাঙ্গা। নেদারল্যান্ডসের কাছে আগের ম্যাচে ৫-১ গোলে বিধ্বস্ত হওয়ার পর সুইডেনের এই ঘুরে দাঁড়ানো নিঃসন্দেহে তাদের মানসিক দৃঢ়তার প্রমাণ।

ম্যাচের শেষদিকে জয়ের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে সুইডেন। ইনজুরি টাইমে আলেকজান্ডার ইসাক এবং এলাঙ্গার দুটি নিশ্চিত গোল অসাধারণ দক্ষতায় বাঁচিয়ে দিয়ে জাপানের ত্রাতা হয়ে ওঠেন গোলকিপার জায়ন সুজুকি। বিশ্বকাপের ইতিহাসে এই প্রথমবার গ্রুপ পর্বে অপরাজিত থাকার রেকর্ড গড়ল জাপান। ম্যাচ শেষে আত্মবিশ্বাসী সুজুকি বলেছেন, 'নেতিবাচক পরিস্থিতি সামলে অন্তত এক পয়েন্ট নিশ্চিত করাটাই আজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অপরাজিত থেকে ব্রাজিলের মতো দলের বিরুদ্ধে মাঠে নামার এই মানসিকতা আমাদের ভীষণ কাজে লাগবে।'

নকআউটে এবার জাপানের সামনে কঠিন অগ্নিপরীক্ষা। আগামী সোমবার হিউস্টনে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলের মুখোমুখি হবে তারা। অন্যদিকে, মঙ্গলবার শেষ বত্রিশের লড়াইয়ে সুইডেনের প্রতিপক্ষ হতে পারে শক্তিশালী ফ্রান্স।

অন্যদিকে, তিউনিশিয়াকে ৩-১ গোলে উড়িয়ে গ্রুপ 'এফ'-এর শীর্ষে থেকে অনায়াসে শেষ বত্রিশে জায়গা করে নিল নেদারল্যান্ডস। ২৯ জুন মন্টেরিতে শেষ বত্রিশের হাই ভোল্টেজ লড়াইয়ে গতবারের সেমিফাইনালিস্ট মরক্কোর মুখোমুখি হবে ডাচরা।

*জাপানকে এগিয়ে দিলেও জয় আনতে পারলেন না দাইজেন মায়েদা।*

# বিশ্বকাপের জঘন্যতম ম্যাচের তকমা

*অস্ট্রেলিয়ার সুযোগ নষ্টে হতাশ সমর্থকরা।*

## শেষ বত্রিশের অঙ্কে ঝুঁকিহীন ফুটবল

**অস্ট্রেলিয়া-০ প্যারাগুয়ে-০**

**সান ফ্রান্সিসকো, ২৬ জুন :** ফুটবল বিশ্বকাপের ইতিহাসে আরও একটি কলঙ্কজনক অধ্যায় যুক্ত হল কি না, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই জোর চর্চা শুরু হয়েছে। সান ফ্রান্সিসকোয় অস্ট্রেলিয়া এবং প্যারাগুয়ের গোলশূন্য ড্র-কে 'বিশ্বকাপ এবং মানব ইতিহাসের জঘন্যতম ম্যাচ' বলে তোপ দেগেছেন ক্ষুব্ধ সমর্থকরা। দুই দলেরই নকআউটে যাওয়ার জন্য একটি ড্র যথেষ্ট ছিল, আর মাঠেও ঠিক সেটাই দেখা গেল। ১৯৮২ সালের কুখ্যাত 'ডিসগ্রেস অফ জিহন'-এর স্মৃতি উসকে দিয়ে, কোনও দলই গোল করার বিন্দুমাত্র তাগিদ দেখায়নি।

এই ড্রয়ের ফলে চার পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ 'ডি'-র দ্বিতীয় স্থানে থেকে শেষ বত্রিশে গেল অস্ট্রেলিয়া। অন্যদিকে, পয়েন্ট টেবিলে তিন নম্বরে শেষ করে সেরা তৃতীয় দলগুলির একটি হিসেবে নকআউটের ছাড়পত্র কার্যত নিশ্চিত করল প্যারাগুয়েও। প্রথমার্ধে জ্যাকসন আরভাইন এবং ক্রিস্টিয়ান ভোলপাতোর দুইটি দুর্বল শট ছাড়া অস্ট্রেলিয়ার তেমন কোনও আক্রমণ ছিল না। দ্বিতীয়ার্ধেও প্যারাগুয়ে বলের দখল রাখলেও ঝুঁকি নিয়ে গোল করার কোনও মরিয়া চেষ্টা দেখায়নি। শেষদিকে জর্ডন বস এবং মরিসিওর দুইটি সুযোগ নষ্ট হয়।

তবে এই ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার প্রাপ্তি হল ১৮ বছরের লুকাস হেরিংটনের অভিষেক। যিনি দেশের সর্বকনিষ্ঠ ফুটবলার হিসেবে বিশ্বকাপে খেলার নজির গড়লেন। প্যারাগুয়ের দিয়েগো গোমেজ দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখায় পরের ম্যাচে খেলতে পারবেন না। ৩ জুলাই আর্লিংটনে গ্রুপ 'জি'-র রানার্স দলের বিরুদ্ধে শেষ বত্রিশের লড়াইয়ে নামবে সকারুরা। অন্যদিকে, প্যারাগুয়ের মুখোমুখি হতে পারে গ্রুপ 'ই' চ্যাম্পিয়ন জার্মানি।

## বিদেশে বসে দেশি খাবারের স্বাদ

বিশ্বকাপের মতো লম্বা টুর্নামেন্টে ফুটবলারদের ফিটনেস ও ডায়েট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে স্প্যানিশ দলের শেফদের মতে, এর সঙ্গে মানসিক তৃপ্তিও সমান জরুরি। তাই মার্কিন মুলুকে স্প্যানিশ ফুটবলারদের মন ভালো রাখতে বিশেষ 'হ্যামন ইবেরিকো' বা এক ধরনের বিশেষ হ্যামের ব্যবস্থা করেছে স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশন! নরওয়ের মতো দেশ থেকে ৫০০ কেজি সি-ফুড বয়ে নিয়ে না এলেও স্থানীয় বিক্রেতাদের মাধ্যমে স্প্যানিশ ফুটবলারদের প্রিয় হ্যামন জোগাড় করেছেন তাঁরা। এছাড়া মেনুতে থাকছে মিষ্টি আলু এবং তাদের ঐতিহ্যবাহী ডেজার্ট 'অ্যারোজ কন লেচে' বা রাইস পুডিং। স্প্যানিশ শিবিরের মতে, 'সুস্থ থাকার পাশাপাশি দেশি খাবারের স্বাদ ফুটবলারদের মানসিকভাবেও চাঙ্গা রাখে।'

## বাস্তিয়ানের মন্তব্যে বর্ণবাদের ছায়া

আইভরি কোস্টের খেলার ধরনকে 'বন্য' ও 'কৌশলহীন আফ্রিকান ফুটবল' বলে মন্তব্য করে এবার প্রবল বিতর্কে জড়ালেন প্রাক্তন জার্মান কিংবদন্তি বাস্তিয়ান সোয়েনস্টাইগার। আর এই মন্তব্যের কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন আইভরি কোস্টের কোচ ইমার্স ফায়ে। বলেছেন, 'বাস্তিয়ানের মতো একজন ফুটবলারের মুখে এমন কথা শুনে আমি হতাশ। সোজাসুজি বললে, এটা একটা বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য!' ফায়ের দাবি, আফ্রিকান দল মানেই শুধু শারীরিক শক্তির খেলা নয়, সেখানেও কৌশল ও টেকনিক রয়েছে-যা তাঁরা মাঠে প্রমাণ করেছেন।

৯৮১ দিন পর ব্রাজিলের জার্সিতে মাঠে নেমেছিলেন নেইমার জুনিয়ার।

# বিশ্বকাপ স্বপ্নেই বিভোর নেইমার

**মায়ামি, ২৬ জুন :** বন্ধুর জন্মদিনে তাঁর সেই আবেগঘন বার্তাটা মনে আছে? 'ফুটবলার লিওর চেয়েও মানুষ হিসেবে ও অনেক বড়।' কোপাকাবানার বিস্তৃত সৈকত বা বেলো হরাইজন্তের স্বপ্নিল পরিবেশে যাঁদের বেড়ে ওঠা, তাঁদের হৃদয়ের বিস্তার এমন বিশাল হওয়াই হয়তো স্বাভাবিক। লিওনেল মেসি আর নেইমার জুনিয়ারের বন্ধুত্বের সেই সোনালি সুতো বার্সেলোনা থেকে প্যারিস সাঁ জাঁ হয়ে আজও অমলিন। অথচ গত কয়েকটা বছর এই ব্রাজিলীয় জাদুকরের জন্য কতটা যন্ত্রণাদায়ক ছিল তা হয়তো মেসির মতো সমব্যথী ছাড়া আর কারও পক্ষে অনুধাবন করা অসম্ভব। ৯৮১ দিনের এক দীর্ঘ, অন্ধকার প্রহর পেরিয়ে জাতীয় দলের জার্সিতে তাঁর ফেরাটা ছিল আক্ষরিক অর্থেই এক মহাকাব্যিক প্রত্যাবর্তন। বিশ্বকাপের মহারণ শেষে নিজের ছেলেকে জড়িয়ে ধরে নেইমারের সেই কান্নায় ভেঙে পড়ার দৃশ্যটাই বলে দিচ্ছিল, কতটা আবেগের ঝড় বইছিল তাঁর বুকের ভেতর।

চোটের ভ্রুকুটি আর হাজারো সমালোচনা উপেক্ষা করে কার্লো আন্সেলোত্তি যখন তাঁকে বিশ্বকাপের দলে রাখলেন, তখন অনেকেই ভ্রু কুঁচকেছিলেন। কিন্তু বৃহস্পতিবার মায়ামির হার্ড রক স্টেডিয়ামে ৭৬ মিনিটে যখন তিনি মাঠে পা রাখলেন, সত্তর হাজার দর্শকের কানফাটানো শব্দব্রহ্ম প্রমাণ করে দিল জাদুকরের আবেদন আজও কতটা অম্লান। আধাফিট শরীরেও তাঁর সেই নিখুঁত পাস বা ছোট্ট ড্রিবলিং বুঝিয়ে দিয়েছে, জাতশিল্পীর তুলিতে কখনও মরচে ধরে না। আর এই জাদুকরি প্রত্যাবর্তনের মাঝেই খবর রটেছিল, বন্ধু মেসির পথ ধরে তিনিও হয়তো পাড়ি জমাবেন আমেরিকায়। কিন্তু আপাতত সেই জল্পনায় জল ঢেলে দিয়েছেন খোদ ব্রাজিলীয় মহাতারকাই।

জানা গিয়েছে, মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ক্লাব এফসি সিনসিনাটির দীর্ঘসূত্রিতায় চূড়ান্ত বিরক্ত হয়ে আলোচনার টেবিল থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন নেইমার। ব্যক্তিগত শর্তাবলী মিলে গেলে তিনি চুক্তিতে সই করতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু ক্লাবের স্পোর্টিং ডিরেক্টর ক্রিস আলব্রাইট এবং প্রেসিডেন্ট জেফ বার্ডিং গত এপ্রিলে খোদ ব্রাজিলে উড়ে এসে নেইমার ও তাঁর বাবার সঙ্গে বৈঠক করলেও সিনসিনাটি শেষ পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রস্তাবই দেয়নি। এই অপেশাদারিত্ব দেখে নেইমারের মনে হয়েছে, ক্লাবটি তাঁকে পাওয়ার ব্যাপারে আদৌ সিরিয়াস নয়। তাই হতাশ হয়েই তিনি এই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন।

অথচ নিজের শেকড়ের টানে অর্থের মায়া ত্যাগ করতে দুইবার ভাবেননি এই মহাতারকা। ২০১৭ সালে বার্সেলোনা থেকে প্রায় ১৯৮ মিলিয়ন পাউন্ডের বিশ্বরেকর্ড চুক্তিতে পিএসজি-তে যাওয়া

## এমএলএস যাত্রা আপাতত স্থগিত

এই ফুটবলার গত বছর যখন নিজের শৈশবের ক্লাব স্যান্টোসে ফেরেন, তখন তিনি হাসিমুখে নিজের বেতনের ৯৯ শতাংশ কাটছাঁট করেছিলেন। ২০০৯ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত যে ক্লাবে তাঁর উত্থান, সেই স্যান্টোসে ২০২৫ সালে প্রত্যাবর্তনের পর থেকে ৩৭ ম্যাচে ১৫টি গোল করেছেন তিনি। ১৯টি দীর্ঘ মরশুমে ৬৪৪টি ক্লাব ম্যাচে তাঁর মোট গোলসংখ্যা এখন ৩৭৭।

স্যান্টোসের সঙ্গে তাঁর বর্তমান চুক্তির মেয়াদ এই বছরের ডিসেম্বরেই শেষ হচ্ছে। সিনসিনাটির অধ্যায় আপাতত বন্ধ হলেও এমএলএসের দরজা তিনি পাকাপাকিভাবে বন্ধ করেননি। ভবিষ্যতে সঠিক পরিস্থিতি ও উপযুক্ত প্রস্তাব পেলে হয়তো তিনি আমেরিকার মাটিতে খেলার কথা ভেবে দেখবেন। কিন্তু সে তো ভবিষ্যতের হিসেবনিকেশ। আপাতত এসব জাগতিক চুক্তি বা দলবদলের অঙ্ক নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাতে রাজি নন তিনি। ভিনিসিয়াস জুনিয়ার, লুকাস পাকুয়েতা বা ক্যাসেমিরোদের মতো তারকাদের নিয়ে গড়া আন্সেলোত্তির দলের এখন তাঁকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যই প্রয়োজন। মায়ামির এই স্নিগ্ধ বাতাসে জাদুকরের চোখ এখন শুধুই বিশ্বকাপের সোনালি ট্রফির দিকে। পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের ষষ্ঠ নক্ষত্র এনে দেওয়ার সেই অদম্য বাসনাতেই তিনি এখন সম্পূর্ণ বিভোর।

# জাপানি চক্রব্যূহে চিন্তিত ব্রাজিল

**মায়ামি, ২৬ জুন :** ৪৮ দলের বিশ্বকাপের কাঠামো নিয়ে ফুটবল-পণ্ডিতরা যতই কাটাছেঁড়া করুন না কেন, এর অন্তর্নিহিত এক অদ্ভুত বৈষম্যকে কোনওভাবেই অস্বীকার করার উপায় নেই। নকআউটের প্রথম পর্বে কোনও গ্রুপের রানার্স মুখোমুখি হবে অন্য গ্রুপের রানার্সের। আবার কাউকে নিয়তির ফেরে লড়তে হবে সোজা কোনও গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের বিরুদ্ধে। জাপান দুর্ভাগ্যবশত পড়েছে এই দ্বিতীয় এবং কঠিনতম চক্রব্যূহে। রাউন্ড অফ ৩২-এর এই মহাযুদ্ধে নীল সামুরাইদের সামনে দাঁড়িয়ে বিশ্বকাপ ইতিহাসের সফলতম দেশ, পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল। কিন্তু অঙ্কের হিসেব আর মাঠের বাস্তবতা যে সবসময় সরলরেখায় চলে না, তা মায়ামির সৈকতে দাঁড়িয়েও বেশ টের পাওয়া যাচ্ছে। কারণ, নামটা ব্রাজিল হলেও, জাপানের মতো গোছানো এবং সুশৃঙ্খল দলের মুখোমুখি হতে যে কার্লো আন্সেলোত্তির ছেলেরাও ভেতরে ভেতরে বেশ অস্বস্তিতে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

ফুটবলের এই জাদুকরি মঞ্চে জাপান এখন শুধু একটি দেশ নয়, তারা এক নিখুঁত শিল্পের নাম। ইতালীয় মগজাস্ত্রে শানিত আন্সেলোত্তি যেখানে এখনও দলের সঠিক ভারসাম্য খুঁজতে বারবার পরীক্ষানিরীক্ষা চালাচ্ছেন, সেখানে জাপান যেন এক স্থির, অবিচল লক্ষ্যভেদী তির। মরক্কোর সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র হওয়া ম্যাচে ব্রাজিলের দুর্বলতাগুলি নগ্ন হয়ে গিয়েছিল। ভিনিসিয়াস জুনিয়ারদের মতো বিশ্বমানের প্রতিভা থাকলেও আন্সেলোত্তির সাম্বা-তরণী যে এখনও নিশ্ছিদ্র নয়, তা প্রমাণিত। অন্যদিকে, জাপান খুব ভালো করেই জানে তাদের শক্তির আসল জায়গা কোনটা। সবুজ গালিচায় তাদের ৩-৪-৩ ছক যেন নিপুণ শিল্পীর নিখুঁত তুলির টান। দলের ইনসাইড স্ট্রাইকাররা এমন এক জাদুকরি দক্ষতায় উইং ব্যাকদের জন্য জায়গা তৈরি করে দেন যে, তাঁরা বিপক্ষের রক্ষণে ঢুকে অনায়াসে বিষাক্ত শট নিতে পারেন। শুধু তাই নয়, স্ট্রাইকার নীচে নেমে এলে তাঁর পেছন দিয়ে যে ক্ষিপ্রতায় তারা আক্রমণে ওঠে, তা যে কোনও রক্ষণভাগকে দুমড়েমুচড়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। মাঝমাঠের একচ্ছত্র দখল আর দুর্ভেদ্য রক্ষণ জাপানের এমন এক ইস্পাতকঠিন প্রাচীর তৈরি করেছে, যেখানে প্রতিপক্ষ সুযোগ পায় অতি সামান্যই।

এই মহাকাব্যিক লড়াইয়ের মঞ্চ হিসেবে টেক্সাসের হিউস্টনকে পাওয়াটা জাপানের জন্য এক অপ্রত্যাশিত আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ডালাসে দুইটি ম্যাচ খেলার সুবাদে টেক্সাসের পরিবেশের সঙ্গে নীল সামুরাইরা এখন দারুণভাবে মানিয়ে নিয়েছে। জাপানি সমর্থকরাও যেন টেক্সাসের প্রেমে মজেছেন। গ্যালারির বাইরে মেক্সিকান সমর্থকদের সঙ্গে জাপানিদের সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান আর বন্ধুত্বের ছবিগুলি ইতিমধ্যেই এবারের বিশ্বকাপের অন্যতম সেরা ফ্রেমে পরিণত হয়েছে। হিউস্টনের স্টেডিয়ামে তাই জাপানের পক্ষে যে এক গগনভেদী গর্জন উঠবে এবং তা যে ব্রাজিলের স্নায়ুর ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করবে, তা এখন থেকেই অনায়াসে বলে দেওয়া যায়।

ব্রাজিল আর জাপান- দুই দলই তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী অনায়াসে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার দাবিদার। কিন্তু টুর্নামেন্টের বিন্যাস আর ভাগ্য তাদের আগেই মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। সত্যি বলতে, নকআউটের এই পর্যায়ে এসে কোনও দলই ব্রাজিলের মতো পরাক্রমশালী শক্তির মুখোমুখি হতে চায় না। কিন্তু মুদ্রার অন্য পিঠটাও ঠিক ততটাই নির্মমভাবে সত্য। আন্সেলোত্তির দলও জানে, এই রাউন্ড অফ ৩২-এর মঞ্চে জাপানের মতো নিখুঁত, অদম্য এক ফুটবল মেশিনের সামনে পড়াটা মোটেও স্বস্তিদায়ক নয়। হিউস্টনে তাই সাম্বা আর সামুরাইয়ের এই মহারণ শুধু একটা ফুটবল ম্যাচ নয়, বরং আক্ষরিক অর্থেই ফুটবলের দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন দর্শনের এক ধ্রুপদী মহাকাব্য হতে চলেছে।

« জাপানের বিরুদ্ধেও কার্লো আন্সেলোত্তির প্রধান ভরসা হতে চলেছেন ভিনিসিয়াস জুনিয়ার।

# কুরাসাওয়ের স্বপ্ন ভেঙে নকআউটে আইভরি কোস্ট

**আইভরি কোস্ট-২ (পেপে-২)**
**কুরাসাও-০**

**ফিলাডেলফিয়া, ২৬ জুন :** নিকোলাস পেপের জোড়া গোলের সুবাদে নবাগত কুরাসাওয়ের স্বপ্ন ভেঙে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপের নকআউট পর্বে পা রাখল আইভরি কোস্ট। গ্রুপ 'ই'-র এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে কুরাসাওকে ২-০ ব্যবধানে হারিয়ে গ্রুপের দ্বিতীয় দল হিসেবে শেষ বত্রিশের টিকিট নিশ্চিত করল আফ্রিকার দেশটি। অন্যদিকে, লড়াই করেও অভিষেক বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিতে হল ক্যারিবিয়ান দ্বীপরাষ্ট্রটিকে।

পরের রাউন্ডে যেতে আইভরি কোস্টের প্রয়োজন ছিল মাত্র এক পয়েন্ট। কিন্তু ৭ মিনিটেই ইয়ান দিওমান্দের নিখুঁত পাস থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন প্রাক্তন আর্সেনাল তারকা পেপে। পিছিয়ে পড়েও লড়াই ছাড়েনি কুরাসাও। প্রথমার্ধে জুরিয়েন গারি এবং দ্বিতীয়ার্ধে শেরেলে ফ্লোরানুসের জোরালো শট অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। তাহিথ চোংও আইভরি কোস্টের গোলকিপার ইয়াহিয়া ফোফানাকে পরীক্ষায় ফেলার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিন্তু তাদের সব আশা শেষ হয়ে যায় ৬৪ মিনিটে ইব্রাহিম সানগারের সাজিয়ে দেওয়া পাস থেকে পেপে নিজের দ্বিতীয় গোলটি তুলে নিলে।

প্রথম ম্যাচে জার্মানির কাছে ৭-১ গোলে বিধ্বস্ত হওয়ার পর ইকুয়েডরকে রুখে দিয়ে ঐতিহাসিক এক পয়েন্ট পেয়েছিল কুরাসাও। গ্রুপ পর্বের তলানিতে থেকে শূন্য হাতে বিদায় নিলেও লড়াকু মানসিকতার জন্য দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়েছে তারা। মজার বিষয় হল, কুরাসাও ছাড়া এই গ্রুপের বাকি তিনটি দলই নকআউটে পৌঁছেছে। সেরা তৃতীয় দলগুলির একটি হিসেবে শেষ বত্রিশে জায়গা করে নিয়েছে ইকুয়েডর।

জোড়া গোলের পর আইভরি কোস্টের নিকোলাস পেপে।

# নিয়মরক্ষার ম্যাচে তুরস্কের চমক

**তুরস্ক-৩ (গুলের, ইলমাজ, আয়হান)**
**মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-২ (ট্রাস্টি, বারহল্টার)**

**লস অ্যাঞ্জেলেস, ২৬ জুন :** বিশ্বকাপ মানেই কেউ হাসিমুখে এগিয়ে যাবে, আর কেউ চোখের জলে বিদায় নেবে। জগতের সমস্ত জয়ের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকে একটি পরাজয়। লস অ্যাঞ্জেলেসের সোফাই স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে বসে আজ ভেবেছিলাম, খেলাটা বোধহয় একেবারে সাদামাঠা হবে। কারণ, প্রথম দুই ম্যাচ জিতে আমেরিকা আগেই নকআউটে পৌঁছে গিয়েছে, আর অস্ট্রেলিয়া ও প্যারাগুয়ের কাছে হেরে তুরস্কের বিদায় নিশ্চিত। কিন্তু ফুটবল এমনই এক জাদুকরি খেলা, যেখানে অবিরত সব হিসেব ওলটপালট হয়ে যায়। তুরস্কের বিদায়ের শেষ সন্ধ্যাটাও লস অ্যাঞ্জেলেসের বুকে এক অদ্ভুত সুন্দর কাব্যের জন্ম দিল।

প্রশান্ত মহাসাগরের পাড়ে এই স্টেডিয়াম থেকে মাত্র কুড়ি মিনিট ড্রাইভ করলেই বিখ্যাত ম্যানহাটন বিচ। সেখানেই একটি হোটেলের জানলা দিয়ে ম্যাচের দিন সকালেও নিশ্চিন্তে সার্ফিং দেখছিলেন মার্কিন কোচ মরিসিও পচেত্তিনো। গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুবাদে তিনি এতটাই আত্মবিশ্বাসী ছিলেন যে, এই নিয়মরক্ষার ম্যাচে ক্রিস্টিয়ান পুলিসিচ, অ্যান্টনি রবিনসন, টাইলার অ্যাডামসদের মতো গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলারদের বিশ্রামে রেখে প্রথম একাদশে ৯টি পরিবর্তন করেন।

রিজার্ভ বেঞ্চ নামানোর এই ফাটকা শুরুতে দারুণ কাজে লেগেছিল। ৩ মিনিটে কর্নার থেকে অস্টন ট্রাস্টির দুরন্ত হেডে এগিয়ে যায় আমেরিকা। এটি বিশ্বকাপে যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় দ্রুততম গোল। লাল-সাদা জার্সিতে মোড়া গ্যালারি তখন উল্লাসে ভাসছে, মনে হচ্ছিল আয়োজকদের সামনে আরেকটি সহজ জয় অপেক্ষা করছে। কিন্তু তুরস্ক মাঠে নেমেছিল সারা দুনিয়ার সামনে নিজেদের সম্মানটুকু আদায় করে নেওয়ার মরিয়া তাগিদ নিয়ে। সেই শেষ সুযোগেই আলো ছড়ালেন তাঁরা। মাঝমাঠের শিল্পী হয়ে উঠলেন তুরস্কের তরুণ তারকা আর্দা গুলের। ১০ মিনিটেই তাঁর গোলে সমতা ফেরে। অন্যদিকে, অরকুন কোকচু দলের মস্তিষ্ক হয়ে খেলার গতি নিয়ন্ত্রণ করতে থাকেন। তাঁর সাজানো ছকেই ৩১ মিনিটে বারিস ইলমাজের গোলে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে যায় তুরস্ক।

দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচের চিত্র বদলাতে শুরু করলে চিন্তিত পচেত্তিনো বাধ্য হয়ে মাঠে নামান দলের সেরা তারকা পুলিসিচকে। আক্রমণে গতি ফেরে মুহূর্তেই। ৪৯ মিনিটে সেবাস্টিয়ান বারহল্টারের এক দর্শনীয় ভলিতে সমতায় ফেরে যুক্তরাষ্ট্র। এরপর পুলিসিচের একটি দুর্দান্ত শট পোস্টে লেগে ফেরে। তেকাঠির নীচে তুরস্কের গোলকিপার উগুরজান চাকিরও বিদায়বেলায় সর্বশক্তি দিয়ে মার্কিন আক্রমণ রুখে দিচ্ছিলেন। যখন মনে হচ্ছিল ম্যাচটা হয়তো ড্রয়ের দিকেই এগোচ্ছে, ঠিক তখনই তুরস্কের কোচ ভিনসেঞ্জো মন্টেলা শেষ অস্ত্র হিসেবে কান আয়হানকে মাঠে নামান। সংযোজিত সময়ের একেবারে শেষমুহূর্তে সমস্ত আমেরিকান সমর্থকদের হতভম্ব করে এক দুর্দান্ত গোলে ম্যাচের শেষ অধ্যায়টি নিজের নামে লিখে ফেলেন আয়হান।

আমেরিকা হারলেও কোচ পচেত্তিনো খুশি। ১ জুলাই সান্টা ক্লারায় শেষ বত্রিশের লড়াইয়ে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার মুখোমুখি হওয়ার আগে তিনি জানিয়েছেন, এই কঠিন গ্রুপে শীর্ষে থাকাটা দারুণ ব্যাপার। অন্যদিকে, ২০০২ সালের পর বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম জয় ছিনিয়ে নিয়ে মাথা উঁচু করেই বিদায় নিল তুরস্ক। বিশ্বকাপের শহরগুলিতে শুধু বিজয়ের উল্লাস জমা হয় না, জমা হয় পরাজয়ের দীর্ঘশ্বাসও। যখন একটি দল জানে তাদের স্বপ্ন শেষ, তবুও শুধু দেশের পতাকার সম্মানে শেষবারের মতো মাঠে বুক চিতিয়ে লড়ে যায়, তাকেই বলে বিশ্ববন্দিত ফুটবল। আজ লস অ্যাঞ্জেলেসের এই রোদেলা গ্রীষ্মে সেই ফুটবলেরই জয় হল।

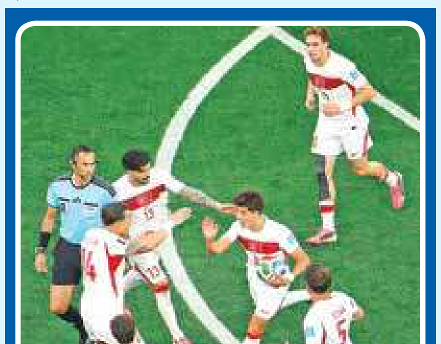

তুরস্ককে সমতায় ফিরিয়ে সতীর্থদের সঙ্গে আর্দা গুলের।

- নিয়মরক্ষার ম্যাচে ক্রিশ্চিয়ান পুলিসিচ, অ্যান্টনি রবিনসন, টাইলার অ্যাডামসদের বিশ্রাম দিয়েছিলেন পচেত্তিনো।
- আগের ম্যাচের একাদশে পচেত্তিনো ৯টি পরিবর্তন করেন।
- ৩ মিনিটে অস্টিন ট্রাস্টির গোলে এগিয়ে যায় আমেরিকা। যা বিশ্বকাপে তাদের দ্রুততম গোল।

## আবর্জনার স্তূপে ফুটবলাররা

বিশ্বকাপের মতো টুর্নামেন্ট, আর সেখানে বিশ্বমানের ফুটবলারদের কিনা অনুশীলন করতে হল ভাঙা স্টেডিয়ামের স্তূপের মধ্যে! জাপানের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে ডালাসের টয়োটা স্টেডিয়ামে প্রস্তুতি সারতে গিয়েছিল সুইডেন দল। কিন্তু সেখানে গিয়ে তারা দেখে এক অভাবনীয় দৃশ্য! মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ক্লাব এফসি ডালাসের ১৫ কোটি পাউন্ডের স্টেডিয়াম সংস্কারের কাজ চলাকালীন ভুল দিকে বিল্ডিং ধসে পড়ে স্টেডিয়ামের একটা বড় অংশই আবর্জনার স্তূপে পরিণত হয়েছে! লিভারপুলের আলেকজান্ডার ইসাক, আর্সেনালের ভিক্টর গোয়েকেরেসের মতো তারকারা নিশ্চয়ই এমন পরিবেশে অনুশীলনের কথা স্বপ্নেও ভাবেননি।

## স্পাইডারম্যান বেকাসেস

ইকুয়েডরের কাছে ২-১ গোলে হেরে গেলেও আগের দুই ম্যাচে জয়ের সুবাদে নকআউট আগেই নিশ্চিত করেছিল জার্মানি। কিন্তু বৃহস্পতিবার নিউ জার্সিতে মেটলাইফ স্টেডিয়ামে এই অঘটনের আসল হিরো ইকুয়েডর কোচ সেবাস্তিয়ান বেকাসেস! ৭১ মিনিটে গঞ্জালো প্লাটার গোলে ইকুয়েডর যখন ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে তখন থেকেই গ্যালারির রং হলুদ হতে শুরু করে। টানা ৭ মিনিটের রুদ্ধশ্বাস ইনজুরি টাইম পেরিয়ে রেফারি যখন শেষ বাঁশি বাজালেন, তখন ইকুয়েডরের নকআউটে ওঠার আনন্দে রীতিমতো উন্মাদ হয়ে গেলেন কোচ বেকাসেস! ডাগআউটের পেছনের ব্যারিকেড বেয়ে সোজা উঠে গেলেন গ্যালারিতে। সেখানে উপস্থিত তাঁর পরিবারকে জড়িয়ে ধরে সে এক বাঁধভাঙা উল্লাস! সোশ্যাল মিডিয়ায় এই দৃশ্য ভাইরাল হতেই নেটিজেনরা তাঁকে 'স্পাইডারম্যান কোচ' আখ্যা দিয়েছেন।

শুভেচ্ছা
জন্মদিন
☺ Happy Birthday Neha, I'll Come back To You Soon Love You For Infinity.

# আইরিশ বিপ্লবে বেলাইন বিশ্বজয়ী ভারত

জলে গেল অভিষেক শর্মার আক্রমণাত্মক অর্ধশতরান।

**আয়ারল্যান্ড-১৮২/৯**
**ভারত-১৪৮**

**বেলফাস্ট, ২৬ জুন :** বৈভব সূর্যবংশীর আন্তর্জাতিক অভিষেকের অপেক্ষায় ছিল ক্রিকেট দুনিয়া। বদলে বেলফাস্টের সিভিল সার্ভিস ক্রিকেট স্টেডিয়ামে তৈরি হল অন্য ইতিহাস। বাইশ গজে আইরিশ বিপ্লবের ধাক্কায় বেলাইন বিশ্বজয়ী ভারতীয় দল! বিধ্বস্ত অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারের অভিষেক মঞ্চ।

প্রথমে ব্যাটিং করে ১৮২ রান তোলে আয়ারল্যান্ড। যদিও যে লক্ষ্যে খেলতে নেমে আগাগোড়া খোঁড়াল গৌতম গম্ভীরের তারকাখচিত ব্যাটিং লাইনআপ। অভিষেক শর্মা (২০ বলে ৫০), শিবম দুবের (২৫) ইনিংসটুকু সরিয়ে রাখলে অখ্যাত আইরিশ বোলারদের বিরুদ্ধে ব্যর্থতার কোলাজ।

শেষপর্যন্ত ১৪৮ রানে গুটিয়ে গিয়ে ৩৪ রানে হার। বিশ্বকাপের পর প্রথম টি২০ ম্যাচ খেলতে নেমে মুখ থুবড়ে পড়া। অতীতে ভারতের একপেশে দাপটের স্ক্রিপ্ট বদলে দিয়ে নবম প্রচেষ্টায় অঘটন লোরকান টাকার ব্রিগেডের। যার সুবাদে, ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে রবিবার আয়ারল্যান্ড নামবে সিরিজ জয়ের লক্ষ্যে। শ্রেয়সদের কাছে যা সিরিজ বাঁচানোর দ্বৈরথ।

১৯তম ওভারের পঞ্চম বলে অর্শদীপ সিংয়ের (২) শট টিম টেক্টরের হাতে জমা পড়তেই উৎসব আয়ারল্যান্ডের। যে ভিড়ে শামিল এক রাজস্থানের ছেলে অভিষেককারী জয় মুন্দ্রা (২৫/২)। তাল ঠুকলেন ম্যাট হল্যান্ড (২৮/৩), ম্যাথু হামফ্রেসরা (৩/৩৮)। সম্মিলিত যে প্রচেষ্টার সামনে কার্যত অসহায় আত্মসমর্পণ গম্ভীরের দলের। এদিন বৈভবকে না খেলানোর সিদ্ধান্তে সমালোচক, সমর্থকদের ক্ষোভকে যা আরও উসকে দিল।

অথচ, শুরুটা কিন্তু ভারতের আরও এক আয়ারল্যান্ড-বধের সম্ভাবনা তৈরি করেই। টসে জিতে বোলিং নেন শ্রেয়স। যুক্তি, নতুন

## বৈভবকে নিয়ে অপেক্ষা বাড়ল

মাঠ, পরিবেশ, পিচ। তাই আগে দেখে নিতে। অপরদিকে ভারতীয় দলকে দেখার জন্য গত কয়েকদিন ধরেই ক্রিকেটজ্বর বেলফাস্টে। এদিন তেরঙা হাতে গ্যালারিতে প্রবাসী ভারতীয়দের ভিড়।

সমর্থকদের উৎসাহ উসকে দিয়ে নতুন বলে শুরুটা কিন্তু দারুণ করেছিলেন অর্শদীপ-হর্ষিত রানা। ৩৬/৩ আয়ারল্যান্ড। প্রথম ৬ ওভারে ২২টি ডট বল! চাপ বজায় ছিল প্রথম ১০ ওভার (৬৮/৪) পর্যন্ত। টেক্টর (১৭), রস অ্যাডায়ার (১২), হ্যারি টেক্টর (০), বেন কালিৎজরা (১৫) চেনা পরিবেশের ফায়দা তুলতে পারেননি। শেষ দশে সেই ছবিটা বদলে দেয় অধিনায়ক টাকার, গ্যারেথ ডেলানিদের দুরন্ত লড়াই।

বার্থ ডে শিবম দুবে এদিন নিজের প্রথম বলে উইকেট পেলেন। গ্যালারিতেও উঠল 'হ্যাপি বার্থ ডে শিবম' আওয়াজ। মাঝে একাধিক ক্যাচ না পড়লে চাপটা আরও বাড়ত। সুযোগের সদ্ব্যবহারে ১৬ ও ১৭তম ওভারে ১৯ ও ২৭ রান তুলে স্কোরকে সম্মানজনক জায়গায় পৌঁছে দেন ডেলানিরা। যা ম্যাচে টার্নিং পয়েন্ট।

আয়ারল্যান্ডের বোলাররা ডেলানি-টাকারের যে লড়াইকে বিফলে যেতে দেননি। সমান দায়ী ভারতের জঘন্য ব্যাটিং। দ্বিতীয় ওভারে সঞ্জু স্যামসন (৫) আউট। টি২০ কেরিয়ারের প্রথম বলেই উইকেট লাভ বাঁহাতি 'ভারতীয়' পেসার জয় মুন্দ্রার। গ্যালারিতে 'মুন্দ্রা হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়' প্ল্যাকার্ড।

মূল ধাক্কাটা দেন অপর অভিষেককারী হল্যান্ড। পরপর দুই ওভারে ফেরান ঈশান কিষান (১), শ্রেয়সকে (৩)। ব্যতিক্রম শুধু অভিষেক (২০ বলে ৫০)। ১৯ বলের হাফ সেঞ্চুরিতে চাপটা ভালোই সামলাচ্ছিলেন। তবে পঞ্চাশে পা রাখার পর অভিষেক ফিরতেই ফের ভারতীয় ইনিংসে থরহরিকম্প।

রানের গতিতেও ব্রেক লাগিয়ে কাঁপুনি বাড়িয়ে দেন আইরিশ বোলাররা। তিলক ভার্মা (১৯), ওয়াশিংটন সুন্দর (৯) যে ফাঁদে আটকে যান। শিবম দুবে (২৫), অক্ষর প্যাটেলরা (১৫) শেষদিকে ক্ষীণ সম্ভাবনা উসকে দিলেও আজকের দিনটা ছিল আয়ারল্যান্ড ক্রিকেটের ইতিহাস তৈরির। যার অন্যথা হয়নি।

টি২০ কেরিয়ারের প্রথম বলেই উইকেট পেলেন জয় মুন্দ্রা।

---

### তিনে তিন ফ্রান্স ■ হল না এমবাপে-হাল্যান্ড টক্কর

# ডেম্বেলের হ্যাটট্রিক

**ফ্রান্স-৪ (ডেম্বেলে-হ্যাটট্রিক, দুয়ে)**
**নরওয়ে-১ (অ্যাসগার্ড)**

**বোস্টন, ২৬ জুন :** লিওনেল মেসি, ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, কিলিয়ান এমবাপেরা ইতিমধ্যেই এবারের বিশ্বকাপে রং ছড়িয়েছেন। শুক্রবার ফুটবলপ্রেমীরা যদিও রাত জেগেছিলেন কেরিয়ারের মধ্যগগনে থাকা দুই সুপারস্টার এমবাপে ও আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডের দ্বৈরথ বিশ্বমঞ্চে প্রথমবার দেখার জন্য। কিন্তু তাল কাটল শুরুতেই। নকআউটের টিকিট পেয়ে যাওয়ায় গোলমেশিন হাল্যান্ডকে বিশ্রামে রেখেছিলেন নরওয়ের কোচ স্টালে সোলবাকেন! এমবাপে অবশ্য শুরু থেকেই ছিলেন। ওসমানে ডেম্বেলের সঙ্গে একের পর জাদুকরী মুহূর্তও তৈরি করলেন। হাল্যান্ড-এমবাপে দ্বৈরথের জন্য তৈরি হওয়া মঞ্চে হ্যাটট্রিক করে আলো কেড়ে নিলেন ডেম্বেলে। নিটফল, নরওয়েকে ৪-১ গোলে হারিয়ে গ্রুপে টানা তিন জয় নিয়ে রাউন্ড অফ ৩২-এ গেল ফ্রান্স।

ম্যাচের ঘণ্টাখানেক আগে নরওয়ের প্রথম একাদশে হাল্যান্ডকে দেখতে না পেয়ে ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে হতাশা গ্রাস করে। এক নেটিজেন লেখেন, 'প্রত্যেকে এমবাপে বনাম হাল্যান্ডের টক্কর দেখার অপেক্ষায় ছিল। শুধু নরওয়ের কোচ বাদে।' অন্য এক ভক্তের ক্ষোভ মেশানো পোস্ট, 'পুরো দুনিয়া এমবাপে বনাম হাল্যান্ডের জন্য তৈরি ছিল। বদলে দেখতে পেল নরওয়ের 'বি' দলকে।' নরওয়ের কোচ শুধু হাল্যান্ডকে নয়, গত ম্যাচের প্রথম একাদশে ১০টি পরিবর্তন করে কার্যত 'বি' দলকেই মাঠে নামিয়েছিলেন। ফ্রান্সের কোচ দিদিয়ের দেশঁর মা মারা যাওয়ায় এদিন ফরাসি ডাগআউটে ছিলেন সহকারী গাই স্টেফান। তিনি এত পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে যাননি। যার ফলে শুরু থেকেই ফুল ফোটালেন এমবাপে, ডেম্বেলেরা। ম্যাচ শুরুর ২৬ সেকেন্ডে এমবাপের বুলেট গতির শট বারে লাগে। ৪ মিনিটে মানু কোনের শট ভালো সেভ করেন নরওয়ের গোলকিপার এজিল সেলভিক।

এরপরই শুরু হয় এমবাপে-ডেম্বেলের যুগলবন্দি। ৭ মিনিটে এমবাপের মাঝমাঠ থেকে বাড়ানো নিখুঁত পাসে ডান পায়ের শটে দলকে এগিয়ে দিতে ভুল করেননি ডেম্বেলে। ২০ মিনিটে এমবাপের আরও একটা দুরন্ত পাস ডেম্বেলেকে খুঁজে নেয়। দুইবার 'ডামি' দেওয়ার পর বাঁ পায়ের ট্রেডমার্ক শটে প্যারিস সাঁ জাঁ-র তারকা ডেম্বেলে ২-০ করেন। পরের মিনিটে অবশ্য থিলো অ্যাসগার্ড একটি গোল ফিরিয়ে ম্যাচ জমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ৩২ মিনিটে রেকর্ড গড়ে বিশ্বকাপে নিজের প্রথম হ্যাটট্রিক সেরে ফেলেন ডেম্বেলে। ডেম্বেলে ১৯৯৪ সালের পর প্রথম ফুটবলার যিনি বিশ্বকাপে প্রথমার্ধেই হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করলেন। জাঁ ফঁতে ও এমবাপের পর তৃতীয় ফরাসি ফুটবলার হিসেবে বিশ্বকাপে হ্যাটট্রিক করলেন ডেম্বেলে।

বিরতির পর নরওয়ে অবশ্য অনেক বেশি আগ্রাসী মেজাজে শুরু করেছিল। অস্কার ববকে ফরাসি ডিফেন্ডার থিও হার্নান্ডেজ বক্সের মধ্যে ফাউল করায় নরওয়ে পেনাল্টি পায়। কিন্তু জোরগেন স্ট্র্যান্ড লারসেন পেনাল্টি মিস করেন। পরে অস্কারের একটি শট সেভ হয়। উলটে দ্বিতীয়ার্ধের সংযোজিত সময়ে স্কোরশিটে নাম তোলেন ফ্রান্সের দেজিরে দুয়ে।

গত ম্যাচে জয়ের পর হাল্যান্ড জানিয়েছিলেন, ফ্রান্স হয়তো তাদের সহজেই হারিয়ে দেবে। এদিন ডেম্বেলেরা তাঁর অনুমানই সঠিক প্রমাণ করলেন।

হ্যাটট্রিকের আনন্দে কিলিয়ান এমবাপের কোলে উঠে পড়লেন ওসমানে ডেম্বেলে।

---

### গ্রুপ শীর্ষে চোখ ইংল্যান্ডের

# আত্মবিশ্বাস ফেরানোর লড়াই কেনদের

**নিউ জার্সি, ২৬ জুন :** বিশ্বকাপে শুরুটা স্বপ্নের মতো। ঠিক তারপরই হোঁচট। ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে যে ইংল্যান্ডকে দেখে 'অপ্রতিরোধ্য' মনে হয়েছিল টমাস টুচেলের সেই দলকেই রুখে দিয়েছে কার্লোস কুইরোজের ঘানা। ভারতীয় সময় শনিবার মধ্যরাতে গ্রুপের শেষ ম্যাচে থ্রি লায়ন্সের সামনে দুর্বল পানামা। নকআউট নিশ্চিত করার পাশাপাশি হ্যারি কেনদের চোখ গ্রুপ শীর্ষেও।

গত ম্যাচে যে ঘানার কাছে টুচেলের ইংল্যান্ড পয়েন্ট খুইয়েছে ফিফা ক্রমতালিকায় তাদের চেয়ে বেশ খানিকটা এগিয়ে পানামা। কিন্তু হলে কী হবে '২৬-এর বিশ্বকাপে প্রথম দুই ম্যাচ থেকে তাদের প্রাপ্তি স্রেফ 'শূন্য'। দুই ম্যাচে একটিও গোল করতে পারেনি মধ্য আমেরিকার দেশটি। কুইরোজের দলের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডকেও ওই একই সমস্যায় ভুগতে হয়েছে। সেই

অনুশীলনে ইংল্যান্ডের হ্যারি কেন।

হতাশা গোপন করছেন না টুচেলের দলের অন্যতম সেরা অস্ত্র কেন। তিনি বলেছেন, 'ঘানার বিরুদ্ধে জয়ের লক্ষ্য নিয়ে নামলেও ওদের রক্ষণ ভাঙতে পারিনি আমরা। তবুও আমরা ভালো জায়গায় আছি। পানামা ম্যাচ জিতে গ্রুপ সেরা হয়ে নকআউটে খেলাই আমাদের লক্ষ্য।' মুখে না বলেও বোধহয় কেন বুঝিয়ে দিলেন, নকআউটের আগে এই ম্যাচই তাদের কাছে আত্মবিশ্বাসের চূড়ায় ফিরে যাওয়ার সেরা সুযোগ।

গ্যারেথ সাউথগেট পরবর্তী জমানায় অনেক বদলে গিয়েছে ইংল্যান্ড। পরিবর্তন এসেছে ফুটবলারদের মানসিকতায়। ঘানা ম্যাচে তার ছিটেফোঁটা দেখা যায়নি ঠিকই, তবে এই দলটার মধ্যে মুহূর্তে ম্যাচের দৃশ্যপট বদলে দেওয়ার মতো সব মশলাই মজুত রয়েছে। বুকায়ো সাকা, ট্রেভো শালোবারা বলছেন, এই অদম্য মানসিকতা তৈরির নেপথ্য কারিগর কোচ টুচেলই। শালোবা বলেছেন, 'টুচেল আমাদের মধ্যে এক অদম্য মানসিকতার বীজ বুনে দিয়েছেন। যে কোনও কঠিন পরিস্থিতিতে সেটাই আমাদের প্রেরণা জোগাবে।' সাকার কথায়, 'দলে ভারসাম্য এনেছেন টুচেল।'

অন্যদিকে এই ম্যাচ থেকে পানামার পাওয়ার মতো কার্যত কিছুই নেই। আছে কেবল সম্মানরক্ষার তাগিদটুকু। ইংল্যান্ডের কাছে হারলে বিশ্বকাপ ফুটবলের ইতিহাসে টানা ছয় ম্যাচ পয়েন্টহীন থাকার লজ্জার রেকর্ডে নাম লেখাবে তারা। স্বাভাবিকভাবেই শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সবটা উজাড় করে দিতে চাইবে পানামা।

## পাকিস্তানকে ৭ গোল ভারতের

**লন্ডন, ২৬ জুন :** হকি প্রো লিগে পিছিয়ে পড়েও ভারত ৭-১ গোলে হারাল পাকিস্তানকে। গোল করেন ভারতের সুখজিৎ সিং, হরমনপ্রীত সিং, হার্দিক সিং, জুগরাজ সিং, অভিষেক, রাজকুমার পাল ও দিলপ্রীত সিং। যদিও প্রথম কোয়ার্টারেই পাকিস্তানকে এগিয়ে দিয়েছিলেন আবু মহম্মদ। তবে দ্বিতীয় কোয়ার্টারে সুখজিতের সমতা ফেরানোর পর আর রোখা যায়নি ভারতকে। হকি প্রো লিগে তিনদিনের ব্যবধানে ভারত দুইবার পাকিস্তানকে হারাল।

## ধ্রুব জুরেলের শতরান

**গল, ২৬ জুন :** সাই সুদর্শনের পর এবার ধ্রুব জুরেল। শ্রীলঙ্কা 'এ' দলের বিরুদ্ধে ভারতীয় 'এ' দলের চলতি বেসরকারি টেস্ট ম্যাচের দ্বিতীয় দিনে শতরান করলেন জুরেল। তাঁর অপরাজিত ১৪১ রানের সুবাদে গতকালের ৩৩৩/৪ থেকে শুরু করে আজ ভারতীয় 'এ' দল ৪৫২/৬ স্কোরে পৌঁছে ইনিংস ডিক্লেয়ার করে। জবাবে রান তাড়া করতে নেমে দ্বিতীয় দিনের শেষে শ্রীলঙ্কা 'এ' দলের সংগ্রহ ১১৩/২। এখনও ভারতীয় 'এ' দল ৩৩৯ রানে এগিয়ে।

---

# জর্ডনের বিরুদ্ধে আজ হয়তো বিশ্রামে মেসি

**ডালাস, ২৬ জুন :** নকআউট নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। গ্রুপের শেষ ম্যাচ জর্ডনের বিরুদ্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে হাঁটতে চলেছেন আর্জেন্টাইন কোচ লিওনেল স্কালোনি।

গ্রুপপর্বে সেভাবে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়নি আর্জেন্টিনা। প্রথম দুই ম্যাচে আলজিরিয়া ও অস্ট্রিয়াকে গুঁড়িয়ে দিয়েছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা। সামনেই নকআউটের মহাযুদ্ধ। নিজের সেরা রথী-মহারথীদের চোটমুক্ত রাখার পাশাপাশি রিজার্ভ বেঞ্চের গভীরতা ঝালিয়ে নিতে চাইছেন স্কালোনি। তাই জর্ডনের বিরুদ্ধে দলে ব্যাপক রদবদল করতে পারেন তিনি। স্কালোনির কথায়, 'আমাদের মূল ভাবনা হল দলের অধিকাংশ ফুটবলারকে মাঠে নামার সুযোগ করে দেওয়া। তারা এটা পাওয়ার যোগ্য। ম্যাচের পরিস্থিতি অনুকূল থাকলে আমরা অবশ্যই তা করব।'

জর্ডনের বিরুদ্ধে কি দেখা যাবে লিওনেল মেসি ম্যাজিক? আপাতভাবে ম্যাচটা নিছকই নিয়মরক্ষার। তবে এমন গুরুত্বহীন ম্যাচেও গ্যালারিতে উত্তেজনার জোয়ার আনতে ভরসা কিন্তু সেই লিও। রাজকীয় মেজাজেই বিশ্বকাপের শুরুটা করেছেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। প্রথম ২ ম্যাচেই ৫ গোল। প্রতি ম্যাচে সবুজ গালিচায় ফুল ফোটাচ্ছেন । গত বুধবার ৩৯ বছরে পা রেখেছেন তিনি। বয়স বাড়লেও 'মেসি ম্যাজিক'-এ কোনও ভাটা পড়েনি। এতকিছুর পরেও আর্জেন্টাইন মহাতারকাকে নিয়ে ঝুঁকি নিতে নারাজ স্কালোনি। সদ্য মাংসপেশির চোট সারিয়ে উঠেছেন মেসি। তাই কোটি কোটি ফুটবলপ্রেমীদের হৃদয় ভেঙে জর্ডনের বিরুদ্ধে হয়তো রিজার্ভ বেঞ্চে দেখা যাবে তাঁকে। কারণ একটাই, নকআউটের মরণ বাঁচন ম্যাচে আর্জেন্টিনাকে উতরে দিতে বাঁ পায়ের জাদুকরকেই লাগবে।

কিন্তু খোদ মেসি কি বিশ্রাম চাইছেন? তিনি কিন্তু ক্ষুধার্ত বাঘের মতোই মাঠে নামতে ছটফট করছেন। বিশ্বকাপ ট্রফি ধরে রাখার পাশাপাশি এখনও অধরা গোল্ডেন বুটটাও যে লক্ষ্য তাঁর। বিশ্রাম দেওয়া হচ্ছে গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্টিনেজকেও। কিন্তু তিনিও মেসির পদাঙ্ক অনুসরণ করেই খেলতে মরিয়া।

লিওনেল মেসির বদলে আজ প্রথম একাদশে থাকতে পারেন হুলিয়ান আলভারেজ।

জর্ডনের বিরুদ্ধে মেসির পরিবর্তে নিকো পাজকে খেলানো হতে পারে। অস্ট্রিয়া ম্যাচে চোট পাওয়া ক্রিশ্চিয়ান রোমেরোর পরিবর্তে বহু যুদ্ধের নায়ক বর্ষীয়ান নিকোলাস ওটামেন্ডি দলে ফিরছেন। তেমনই দলে ফিরছেন তরুণ তুর্কি হুলিয়ান আলভারেজও। জর্ডন ম্যাচে নিজেকে উজার করে দেওয়া বার্তা দিয়ে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের গোলমেশিন বলেছেন, 'প্রীতি ম্যাচগুলিতে নিজের সেরা ছন্দে ছিলাম না। এখন পুরো সুস্থ রয়েছি। কোচ যে দায়িত্ব দেবেন, সেটা পালন করার চেষ্টা করব।' আসলে এই আর্জেন্টিনা দলটা একটা পরিবার হয়ে গিয়েছে। প্রত্যেকেই যেন নিজেদের উজার করে দিতে চাইছেন।

প্রথম দুই ম্যাচে হেরে বিশ্বকাপ অভিযান আগেই শেষ হয়েছে জর্ডনের। কিন্তু তারাও চাইছে, মেসি এই ম্যাচে খেলুক। অন্তত আর্জেন্টাইন মহাতারকার বিরুদ্ধে খেলার অভিজ্ঞতাটুকুকে সম্বল করেই বিশ্বকাপ থেকে ফিরতে চায় তারা। এখন দেখার জর্ডনের সেই আশা আদৌ পূরণ হয় কিনা।

### বিশ্বকাপে

**পানামা বনাম ইংল্যান্ড**
২৮ জুন, রাত ২.৩০ মিনিট

**ক্রোয়েশিয়া বনাম ঘানা**
২৮ জুন, রাত ২.৩০ মিনিট

**কলম্বিয়া বনাম পর্তুগাল**
২৮ জুন, ভোর ৫টা

**কঙ্গো বনাম উজবেকিস্তান**
২৮ জুন, ভোর ৫টা

**আলজিরিয়া বনাম অস্ট্রিয়া**
২৮ জুন, সকাল ৭.৩০ মিনিট

**জর্ডন বনাম আর্জেন্টিনা**
২৮ জুন, সকাল ৭.৩০ মিনিট

সম্প্রচার : ইউনাইট৮ স্পোর্টস চ্যানেল ও জি৫ অ্যাপ

## জিতল এনআরআই

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৬ জুন :** মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের গৌরচন্দ্র দত্ত, অমৃতকুমার চৌধুরী ও বিমলা পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগের সুপার সিক্সের ম্যাচে শুক্রবার এনআরআই ৪-২ গোলে হারিয়েছে দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবকে। এনআরআই-এর প্রীত এক্কা জোড়া গোল করেন। তাদের বাকি গোল দুইটি রাজু মুর্মু ও সুমিত কেরকেট্টার। দাদাভাইয়ের গোলস্কোরার ইসমায়েল তামাং এবং বিভাস বর্মন। ম্যাচের সেরা হয়ে প্রীত পেয়েছেন দেবলকৃষ্ণ মজুমদার ট্রফি।

ম্যাচের সেরা হয়ে প্রীত এক্কা।

---

### কলকাতার স্মৃতি ফেরাল প্যাটাগোনিয়া

# হাসির খোরাক মেসির মূর্তি

**বুয়েনস আয়ার্স, ২৬ জুন :** শিল্পীর তুলি বা ভাস্করের ছেনি সব সময় কিংবদন্তিদের নিখুঁত অমরত্ব দিতে পারে না, মাঝে মাঝে তা জন্ম দেয় চূড়ান্ত প্রহসনের। আর্জেন্টিনার প্যাটাগোনিয়া অঞ্চলের দুর্গম শহর কুত্রাল কো-তে লিওনেল মেসির এক সুবিশাল মূর্তি উন্মোচনের পর ঠিক এমনটাই ঘটেছে। ৮৫ ফুট উচ্চতার এই অতিকায় মূর্তিটির বিশালত্ব হয়তো অবাক করার মতো, কিন্তু গোল বেঁধেছে জাদুকরের মুখের আদল নিয়ে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ইতিমধ্যেই এই মূর্তি নিয়ে হাসির রোল উঠেছে। নেটিজেনদের দাবি, এই মূর্তির সঙ্গে রক্তমাংসের মেসির বিন্দুমাত্র মিল নেই!

ফুটবলপ্রেমীদের স্মৃতিতে সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এসেছে ২০১৭ সালের সেই কুখ্যাত ঘটনা। সেবার পর্তুগালের মাদেইরা বিমানবন্দরে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর একটি ব্রোঞ্জ মূর্তি উন্মোচিত হয়েছিল, যা দেখে গোটা বিশ্ব হেসে কুটিপাটি হয়। প্যাটাগোনিয়ার এই নতুন শিল্পকর্ম দেখে নেটিজেনরা সেই রোনাল্ডোর মূর্তির ছবি পাশাপাশি রেখে ব্যঙ্গ করে লিখছেন, 'বেছে নিন আপনার সেরা যোদ্ধা!' কেউ লিখছেন, 'দুটোই চরম বীভৎস!' রোনাল্ডোর সেই মূর্তির জেরে প্রবল বিতর্কের পর তা সরিয়ে নতুন মূর্তি বসানো হয়েছিল। মেসি এমন কোনও দাবি করবেন কি না, তা অবশ্য এখনও অজানা।

তবে সুদূর প্যাটাগোনিয়ার এই ঘটনা বাংলার ফুটবলপ্রেমীদের মনে এক সদ্য অতীত হওয়া ভয়ংকর স্মৃতি উসকে দিয়েছে। কলকাতাতেও সম্প্রতি মেসির এমনই এক বিকৃত মূর্তি বসানো নিয়ে অভাবনীয় তুলকালাম কাণ্ড ঘটেছিল। ফুটবলের মক্কার আবেগ এতটাই তীব্র যে, শিল্পের নামে তাদের ফুটবল-ঈশ্বরের এমন বিকৃতি তারা কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি। সেই ক্ষোভের আগুন রাজপথে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল যে, খোদ রাজ্য সরকারের গদি টলমল করে ওঠে! পরিস্থিতি এতটাই হাতের বাইরে চলে যাওয়ার উপক্রম হয় যে, আইনশৃঙ্খলা অবনতির বড়সড়ো ঝুঁকির কথা মাথায় রেখে শেষমেশ বাধ্য হয়েই রাতের অন্ধকারে সেই মূর্তিটি চিরতরে সরিয়ে ফেলে প্রশাসন।

কংক্রিট, ব্রোঞ্জ বা পাথরের মূর্তি হয়তো তাঁদের আসল রূপ ধরতে ব্যর্থ, কিন্তু সবুজ গালিচায় এই দুই মহাতারকা তাঁদের বয়সের পরোয়া না করেই ইতিহাস লিখে চলেছেন। চলতি বিশ্বকাপে ৩৯ বছর বয়সেও নিজের চিরপরিচিত ছন্দে বিরাজমান মেসি। ইতিমধ্যে পাঁচ গোল করে সোনার বুটের দৌড়ে সবার আগে রয়েছেন তিনি। আলজিরিয়ার বিরুদ্ধে জাদুকরি হ্যাটট্রিকের পর অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে জোড়া গোল করে তিনি এখন বিশ্বকাপের সর্বকালের সর্বাধিক গোলস্কোরার। পিছিয়ে নেই রোনাল্ডোও। উজবেকিস্তানের বিরুদ্ধে জোড়া গোল করে ক্যামেরার সামনে 'আমি ফিরে এসেছি' গর্জন করে তিনিও বুঝিয়ে দিয়েছেন, লড়াই এখনও শেষ হয়নি। পাথরের মূর্তি নিয়ে বিতর্ক চলুক, মাঠের আসল জাদুকররা তাঁদের বুটের জাদুতেই সমস্ত সমালোচনার জবাব দিচ্ছেন।

আর্জেন্টিনার প্যাটাগোনিয়া অঞ্চলের দুর্গম শহর কুত্রাল কো-তে লিওনেল মেসির এই মূর্তি দেখে হতাশ ভক্তরা।

## মহিলা কাবাডি শুরু ৪ জুলাই

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৬ জুন :** দার্জিলিং জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার দুইদিনের লিগ কাম নকআউট মহিলাদের জেলা কাবাডি ৪ জুলাই সুব্রত সংঘে শুরু হবে। সংস্থার সচিব মিনতি সেন জানিয়েছেন, ৮ দলীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য ৩০ জুন পর্যন্ত নাম জমা দেওয়া যাবে। এছাড়াও ১-৭ অক্টোবর মহিলাদের লিগ কাম নকআউট ফুটবল অনুষ্ঠিত হবে।

## তরাইয়ের ফুটবল শুরু আজ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৬ জুন :** তরাই মর্নিং ফুটবল ক্লাবের ১৬ দলীয় অনূর্ধ্ব-১৫ আন্তঃ কোচিং ক্যাম্প ফুটবল শনিবার শুরু হবে। ক্লাবের সভাপতি গৌতম সেন জানিয়েছেন, তরাই স্কুল মাঠে অনুষ্ঠেয় প্রতিযোগিতায় উদ্বোধনী ম্যাচে খেলবে বাপি স্মৃতি ফুটবল কোচিং ক্যাম্প ও খাটলি ফুটবল অ্যাকাডেমি।

## নবাঙ্কুরের ৬৫

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৬ জুন :** নেপালের ঝাপায় শুক্রবার শুরু হওয়া আন্তর্জাতিক যোগাসনে নবাঙ্কুর সংঘ ও লাইব্রেরির ৬৫ জন অংশ নিয়েছেন। নবাঙ্কুরের সচিব প্রসেনজিৎ ঘোষ জানিয়েছেন, প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব-৮, ১২, ১৮, ২০, ৪০ ও ৪০ উর্ধ্ব বিভাগে নবাঙ্কুরের প্রতিযোগীরা নামবেন।

## অগ্রদূতের জয়

**ময়নাগুড়ি, ২৬ জুন :** সাপ্টিবাড়ি-২ প্লেয়ার্স ইউনিটের চ্যাম্পিয়ন লিগে শুক্রবার অগ্রদূত সংঘ ২-১ গোলে হারিয়েছে রায় ফুটবল অ্যাকাডেমিকে। অগ্রদূতের দোলন রায় ও রাজু রায় গোল করেন। ম্যাচের সেরা প্রয়াস থাপা। রায় ফুটবলের একমাত্র গোল রাকেশ রায়ের। শনিবার খেলবে জামালদহ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন ও ভুজারিপাড়া ইয়ং স্টার।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন দার্জিলিং-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দার্জিলিং - এর একজন বাসিন্দা সোহনলাল চৌধুরী - কে 07.04.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 92G 85299 নম্বরের টিকিটি এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি অনেক মানুষকে কোটিপতি বানিয়ে তাদের সত্যিকারের ত্রাণকর্তা হয়ে উঠেছে। আমি কটি দশ টাকা দিয়ে কয়েকটি ডিয়ার লটারির টিকিট কিনেছিলাম যা আমাকে প্রথম পুরস্কার হিসেবে এক কোটি টাকা এনে দিয়েছে। এটি খুবই আকর্ষণীয় এবং আমার মতো মানুষদের এই বয়সে আর্থিক স্থিতিশীলতা অর্জনে সহায়তা করে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।